আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৫২ || সোমবার || আশিন ১৩ || ১৪২৯ || সফর ৩০ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 52 || 26 September || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

মিয়ানমার জান্তার ওপর চাপ প্রয়োগের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতিসংঘের মাধ্যমে মিয়ানমারের জান্তার উপর আরও চাপ প্রয়োগের কথা জানিয়ে আসন্ন নির্বাচনকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী

যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞা বন্ধের আহ্বান

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাত বন্ধের দাবি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ক্রবার বিকেলে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ৭৭তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণে তিনি এ দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী কাউকে শাস্তি দিতে একতরফা নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা-নিষেধাজ্ঞা দেওয়া বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বলেন, সারা বিশ্বে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের চলমান সংঘাত ও রোহিঙ্গা পরিস্থিতির বিষয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, মিয়ানমারে অস্থিরতা, সংঘাত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন দুরূহ করে তুলেছে। এ দেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘ মেয়াদে অবস্থান আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে ঝুঁকিতে ফেলছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে মানবাধিকার ও শান্তির প্রতি অঙ্গীকার তুলে ধরেন। জাতিসংঘ ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানানোর পাশাপাশি **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

সজীব ওয়াজেদ জয়ের প্রশ্ন

জাতিসংঘ কীভাবে ভুল করতে পারে?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতিসংঘের দেয়া বাংলাদেশের গুম হওয়া ৭৬ জনের তালিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ-**(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

প্রসঙ্গ: যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের নতুন কমিটি

যোগ্য প্রার্থী খুঁজছেন শেখ হাসিনা

বিশেষ প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এবারও তার যুক্তরাষ্ট্র সফরকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কমিটি দিচ্ছেন না বলে জানা গেছে। তিন বছরের জন্য গঠিত কমিটি দীর্ঘ প্রায় ১১ বছর পারি দিতে চললেও নতুন কমিটি না হওয়ায় দলীয় নেতা-কর্মীদের মাঝে হতাশা বিরাজ করছে। তবে দলের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা যে যাই বলাক বা ভাবুক বা দাবী করুক (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



রোহিঙ্গাদের জন্য ১৭০ মিলিয়ন ডলার দেবে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ও বাইরের রোহিঙ্গাদের এবং বাংলাদেশে আশ্রয়দানকারী গোষ্ঠীর জন্য ১৭০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মানবিক সহায়তা ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নিউইয়র্কে ক্রেন ভেঙে পড়ে গাড়ি চূর্ণবিচূর্ণ, বেঁচে গেলেন তরুণী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে এক তরুণী আলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে গেছেন। একটি চৌরাস্তায় গাড়িতে অপেক্ষা করার সময় একটি ক্রেন ভেঙে পড়ে এবং তার গাড়িকে পিষে ফেলে। কিন্তু গাড়িতে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



সরকারের পতন ঘটিয়ে শাওন হত্যার জবাব দেব : ফখরুল

ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটিয়ে শাওন হত্যার জবাব দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার সন্ধ্যায় নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২২

BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2022



প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট

"ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন"

রব-রুহুল



আবদুর রব মিয়া
সভাপতি
ABDUR RAB MIA
PRESIDENT

পরিষদের বিপুল ভোটে বিজয়ে

রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক
RUHUL AMIN SIDDIKI
GENERAL SECRETARY

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ



বাংলাদেশ সোসাইটির ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০২২ নির্বাচনে রব-রুহুল পরিষদ থেকে কোষাধ্যক্ষ পদে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করায় সকল প্রবাসী ভাইবোন, সোসাইটির সম্মানিত ভোটার, বর্তমান ও সাবেক কার্যকরী সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সকল মিডিয়ার সাংবাদিকসহ সমর্থক ও শুভাকাঙ্খিদের জানাচ্ছি - আন্তরিক অভিনন্দন - মোঃ নওশেদ হোসেন
নবনির্বাচিত, কোষাধ্যক্ষ।

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

নীল রঙের লবস্টার

ঢাকাঃ সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বিরল প্রজাতির লবস্টার পেলেন মৎস্যজীবী। আদ্যোপান্ত গাঢ় নীল রঙের এই লবস্টার অত্যন্ত বিরল। অতলান্তিক মহাসাগরের জলে তার খোঁজ মিলেছে। আমেরিকার পূর্ব উপকূলের মাউন্ট ডেসার্ট আইল্যান্ডের বাসিন্দা ব্লেক হ্যাস। অতলান্তিকের জলে মাছ ধরতে গিয়ে ২৭ বছরের এই যুবকই নীল লবস্টারটি খুঁজে পেয়েছেন। এই প্রজাতি এতটাই বিরল যে, ২০ লাখ লবস্টারের মধ্যে একটির রঙ নীল হয়। তা ধরতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান বলে দাবি করেছেন যুবক। টিকটকে লবস্টারটির ছবি পোস্ট করেছেন ব্লেক। ছবিতে দেখা গেছে, হাতে গ্লাভস পরে সেটি ক্যামেরার খুব কাছে ধরে আছেন তিনি। সাথে লিখেছেন, 'নীল লবস্টার! ২০ লাখে একটার রঙ এমন হয়।' সংবাদমাধ্যমে ব্লেক বলেছেন, 'এত উজ্জ্বল নীল রঙের সুন্দর লবস্টার আমি আগে কখনো দেখিনি। আমরা অনেক লবস্টার ধরি। কখনো কখনো কোনোটার লেজ বা শুঁড়ের দিকে অল্পবিস্তর নীল রঙ দেখা যায়। কিন্তু পুরো দেহ নীল রঙের হয় না। আমি তো এমন আগে দেখিইনি। আমার সাথে আরো যারা মাছ ধরেন, তারাও কখনো এমন লবস্টার দেখেননি।



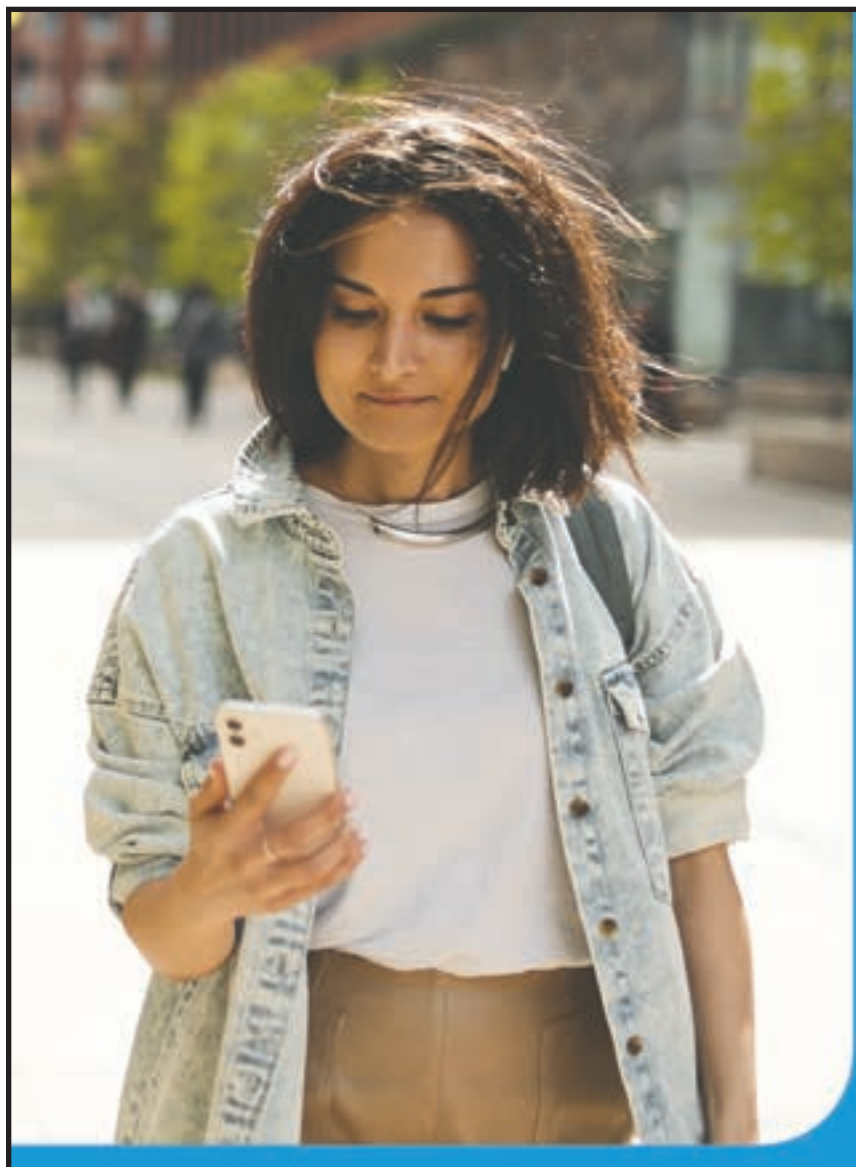
ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেনের কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশী মালিকানায় পরিচালিত হাউজিং কোম্পানী ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি গার্ডেনের কার্যকরী কমিটির সভা গত ২১ সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের খলিল পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি কামরুজ্জামান বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান।

সভায় সংগঠনের পিকনিকের পুর্নাঙ্গ আয়ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সংগঠনের জন্য পার্কচেস্টার কনডোমিনিয়াম কমপ্লেক্সে একটি এপার্টমেন্ট ক্রয়েরও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এছাড়াও বর্তমান কমিটির মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করার বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোঃ কামরুজ্জামান বাবু, সফিকুর রহমান, শেফ খলিলুর রহমান, মোজাফফর হোসেন, মোঃ হুমায়ুন কবির, শামীম মিয়া, মিজানুর রহমান, হাবিব রহমান, মোঃ শরিফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে খলিলের বিখ্যাত হান্ডি বিরিয়ানী দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২২

BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2022

প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট

"ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন"

১৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচনে



আবদুর রব মিয়া
সভাপতি

রব-রুহুল পরিষদের

রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক

নিরঙ্কুশ বিজয়ে

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা



মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
সিনিয়র সহ সভাপতি



ফারুক চৌধুরী
সহ সভাপতি



আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
সহ সাধারণ সম্পাদক



মোঃ নওশেদ হোসেন
কোষাধ্যক্ষ



আবুল কালাম ভূঁইয়া
সাংগঠনিক সম্পাদক



ডা. শাহনাজ লিপি
সাংস্কৃতিক সম্পাদক



রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক



মোঃ টিপু খান
সমাজকল্যাণ সম্পাদক



ফয়সাল আহমদ
সাহিত্য সম্পাদক



মাইনুল উদ্দিন মাহবুব
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক



প্রদীপ ভট্টাচার্য
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক



মোঃ সাদী মিন্টু
কার্যকরী সদস্য



ফারহানা চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য



শাহ মিজানুর রহমান
কার্যকরী সদস্য



সিরাজদৌল্লাহ হক বাশার
কার্যকরী সদস্য



মোঃ আখতার বাবুল
কার্যকরী সদস্য



সুশান্ত দত্ত
কার্যকরী সদস্য

প্রচারেঃ রব-রুহুল পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বৈশ্বিক উদ্যোগ জরুরি বাড়ছে অনাহারে মৃত্যু

জলবায়ু পরিবর্তন, দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা করোনা মহামারির প্রভাব, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিন্দনীয় চেষ্টাসহ নানা কারণে কোটি কোটি মানুষ আজ ক্ষুধার্ত। না খেতে পেয়ে প্রতিদিন মৃত্যু হচ্ছে ১৯ হাজার ৭০০ মানুষের। অর্থাৎ গড়ে প্রতি চার সেকেন্ডে ক্ষুধায় একজন করে মানুষ মারা যাচ্ছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে আসা বিশ্বনেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে গত ২০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করে ৭৫টি দেশে কর্মরত ২৩৮টি বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও।

খোলা চিঠিতে বলা হয়, বিশ্বে বর্তমানে সাড়ে ৩৪ কোটি মানুষ তীব্র ক্ষুধা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাবে বলেই সতর্ক করা হয়েছে খোলা চিঠিতে।

প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমে আসছে সোমালিয়া, ইয়েমেনসহ অনেক দরিদ্র দেশের কঙ্কালসার শিশুদের ছবি। খবরে এসেছে, আফগানিস্তানে ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ শিশুদের বিক্রি করে দিচ্ছে। কেউ কেউ নিজের বা পরিবারের সদস্যদের কিডনি বিক্রি করছে। বেঁচে থাকার জন্য কিংবা একটু উন্নত জীবনের জন্য বহু মানুষ দেশান্তরি হচ্ছে। পথে অনেকের মৃত্যু হচ্ছে। প্রতিবছর ভূমধ্যসাগরে শত শত অভিবাসনপ্রত্যাশীর প্রাণ যাচ্ছে। অনেকে ক্রীতদাসের জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ দেশে দেশে এখনো জ্বলছে যুদ্ধের আগুন। ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, আফগানিস্তান দীর্ঘদিন ধরে সেই আগুনে পুড়েছে। দলগত সংঘাতে জীবন যাচ্ছে ইয়েমেন, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়াসহ আরো অনেক দেশে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগুন দ্রুতই নিভবে বলে মনে হয় না। নতুন করে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা চলছে চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে। বৃহৎ শক্তিগুলোর অবরোধ-নিষেধাজ্ঞার কারণে হোঁচট খাচ্ছে বিশ্ববাণিজ্য। দেশে দেশে মুদ্রাস্ফীতি এতটাই বাড়ছে যে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমেই তলানিতে নামছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাও আসন্ন। আর তারও করুণ পরিণতি ভোগ করবে দরিদ্র দেশগুলোর নিরুপায় দরিদ্র মানুষ।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেও আফ্রিকার অনেক দেশে খাদ্যসংকট চরম রূপ নিয়েছে। একদিকে খরা, অন্যদিকে বন্যা–খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কার্বন নিঃসরণ কমাতে বিশ্বনেতারা কার্যকর উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। অথচ অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ না করেও নানাভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে দরিদ্র দেশগুলো। বাংলাদেশের বিশাল উপকূলীয় অঞ্চল তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আমরা আশা করি, এনজিওগুলোর খোলা চিঠির বক্তব্য বিশ্বনেতাদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হবে।

খাদ্যসংকটসহ বর্তমান বিশ্বের সংকটগুলো মোকাবেলায় বিশ্বনেতৃত্বকে আরো শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে। জাতিসংঘকে আরো উদ্যোগী হতে হবে। আমরা চাই, অনাহারে মৃত্যুর দ্রুত অবসান হোক।

বিশ্ব মুসলিম অশান্তির দাবানলে

মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান

বিশ্ব শান্তি আজ হুমকির মুখে। সামাজিক ন্যায়বিচার নেই। 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতিই যেন সারা বিশ্বে বিরাজমান। ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবনে সারা বিশ্বে ন্যায়বিচার নেই । অপরাধীরা ক্ষমতার বলে শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। আবার দুর্বল হওয়ার কারণে লঘু অপরাধে অনেকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করছে। নিরপরাধ ব্যক্তিও পেয়ে যাচ্ছে মারাত্মক শাস্তি।

শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করছে। তাদের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধ্য করছে। সহজে তা মেনে না নিলে শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এমনকি কখনো কখনো অন্যায়ভাবে তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। মিথ্যা অজুহাতে গোটা দেশ ধ্বংস করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের ও মুসলিম দেশগুলোর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। মুসলিম ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর নানামুখী নির্যাতন চালাচ্ছে। কোথাও তারা সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে, কোথাও আবার পরোক্ষভাবে মদদ দিচ্ছে। কোথাও আবার প্ররোচনা দিয়ে মুসলিমদের বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত করছে। এর মধ্যে কোনো এক দলকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে অন্য দলের ওপর লেলিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য মুসলিম সম্প্রদায়ও এ ক্ষেত্রে কম দোষী নয়। তারা আজ ইসলামের শিক্ষা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। সঠিক ইসলাম থেকে তারা বিচ্যুত। তারা নিজেরাও মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত।

মিয়ানমারের সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংখালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের নামে গত পঞ্চাশ বছর ধরে অমানবিক জুলুম-নির্যাতন পরিচালনা করছে। মুসলিমদের ব্যাপারে তারা যেন গৌতম বুদ্ধের বাণী 'প্রাণী হত্যা মহাপাপ' এবং 'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক' ভুলে গেছে। তারা সেখানে মুসলিম নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধসহ সব মুসলিমকে নির্বিচারে হত্যা করছে। ধ্বংস করছে তাদের ঘরবাড়ি। অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ দখল করে নিচ্ছে। সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে তেমন কিছু যেন অবশিষ্ট নেই। ক্ষমতা থাকলে সব কিছু করা বৈধ মনে করা হচ্ছে। জাতিসঙ্ঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্ব নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠীগুলো সেখানে কার্যকর ভূমিকা রাখাতে ব্যর্থ হচ্ছে।

ফিলিস্তিনের অবস্থা আরো খারাপ। ১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণা 'ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেম্‌স বেলফোর তার দেশের ইহুদি নেতা ব্যারন রথচাইল্ডকে লিখিত এক পত্রের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের আরব ভূমিতে একটি ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন; যাকে ঐতিহাসিক বেলফোর ঘোষণা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী ইঙ্গ-মার্কিন অন্যায়ভাবে অসহায় ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূখন্ড থেকে উৎখাত করে সেখানে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরবদের পরাজিত হওয়ার পর ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। একের পর এক ফিলিস্তিনি ভূখন্ড জোরপূর্বক দখলের মাধ্যমে বহু ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। এরপর প্রায় সাত দশক পেরিয়ে গেলেও উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনিরা আজো তাদের নিজ আবাসে ফিরতে পারেনি; বরং ইসরাইলের নির্যাতনে প্রতিনিয়ত নারী, পুরুষ, শিশু নিহত হচ্ছে। নির্বিচারে বর্ষিত বোমার আঘাতে তাদের ঘরবাড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। ইসরাইলি দখলদার বাহিনী নানা অজুহাতে ফিলিস্তিনিদের তাদের আবাস থেকে উচ্ছেদ করছে। তাদের জমাজমি দখল করছে। জাতিসঙ্ঘ, ইউরোপীয়সহ বহু পশ্চিমা দেশ নীরবে তাদের এসব অন্যায় কর্মকান্ডের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার মিথ্যা অজুহাতে ইরাককে ধ্বংস হয়েছে। সেখানে নির্বিচারে হাজার হাজার নিরীহ ও নিরপরাধ নারী-পুরুষ, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধকে হত্যা করা হয়েছে। আফগানিস্তানও একই পরিণতি ভোগ করেছে। একজনকে শাস্তি দিতে গিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে বহু



জনপদ। বন্দী করা হয়েছে বহু মানুষকে। বন্দীদের ওপর চালানো হয়েছে অমানবিক নির্যাতন। ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও লিবিয়ার মতো সিরিয়া, মিসর ও ইয়েমেনেও যুদ্ধবিগ্রহ চলছে। অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুম-নির্যাতনে সেখানের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। সেখানে অমুসলিমদের চেয়ে মুসলিমদের দ্বারাই অন্য মুসলিম নির্যাতিত হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর মুসলিমরা এসব বন্ধে সেখানে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না। তারা পাশ্চাত্যের বৃহৎ শক্তিগুলো দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে। মুসলিম নামধারী কিছু অত্যাচারী শাসক দ্বারা তারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা করছে অমুসলিমরা।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ইনসাফপূর্ণ কোনো কর্মসূচি নেই। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, পাশ্চাত্যের পারিবারিক জীবন আজ হুমকির মুখে। সেখানে বাবা তার সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে না। একইভাবে সন্তানও পিতামাতার প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করছে না। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের হক আদায় করছে না। ফলে সেখানে এক অশান্তিকর পরিবেশ বিরাজ করছে।

নবী মুহাম্মদ সা: মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তেমনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যও সংগ্রাম করেছেন। আর এটি সম্ভব করেছিলেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে এক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে। শরিয়তের বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নে কানো রকম পক্ষপাতিত্ব করেননি। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, সম্পদের সুষম বণ্টনব্যবস্থা, জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সবার স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তিনি সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। সবাইকে পরকালীন চেতনায় জাগ্রত করেন। আখিরাতের কঠিন আজাবের ব্যাপারে সতর্ক করেন এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেন। বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবাইকে অবশ্যই কুরআনের দিকে ফিরতে হবে।

লেখক: কলামিস্ট ও গবেষক।

নামাজের সময়-সূচী

সেপ্ট/অক্টে.	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	১	২
ফজর	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৭	৫.৩৯
সূর্যোদয়	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫২	৬.৫৩
জোহর	১২.৪৭	১২.৪৭	১২.৪৬	১২.৪৬	১২.৪৬	১২.৪৫	১২.৪৫
আসর	৪.৫৯	৪.৫৭	৪.৫৬	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫২	৪.৫০
মাগরিব	৬.৪৭	৬.৪৫	৬.৪৩	৬.৪২	৬.৪০	৬.৩৮	৬.৩৭
এশা	৮.০১	৭.৫৯	৭.৫৭	৭.৫৫	৭.৫৫	৭.৫২	৭.৫০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর ও প্রস্তাবিত তিস্তা প্রকল্প

মইনুল ইসলাম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাম্প্রতিক ভারত সফর থেকে ফিরে সংবাদ সম্মেলনেও খালি হাতে ফেরত আসিনি বলে দাবি করেছেন। তবুও বলতে হবে, এবারের সফর থেকে বাংলাদেশের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো প্রাপ্তি নেই। কিন্তু গত সপ্তাহে একটি দৈনিকে খবর বেরিয়েছে, আগামী জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সরকার বহুল আলোচিত তিস্তা প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে নাকি ভারত আর 'বাগড়া' দেবে না। ওই খবরে যেহেতু দুজন প্রতিমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করা হয়েছে; এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার দৃশ্যত কোনো কারণ নেই। তার মানে, দীর্ঘ-অপেক্ষমাণ ইস্যুটির জট খুলতে যাচ্ছে, বলা যায়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি তিস্তাপাড়ের জনগণের বড় অংশের মধ্যে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। কারণ এটি বাস্তবায়িত হলে রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধার জনসাধারণের অমানুষিক ভোগান্তির অবসান হবে। প্রসঙ্গত, প্রকল্পটির আশু বাস্তবায়নের দাবিতে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে গত কয়েক বছরে বেশ কিছু সভা, সেমিনার, মানববন্ধন ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কয়েক বছর ধরেই শোনা যাচ্ছিল- প্রস্তাবিত তিস্তা প্রকল্পটি চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতের প্রবল আপত্তি বিবেচনায় নিয়ে সেটা অনুমোদনের জন্য একনেকে উপস্থাপন করা হচ্ছিল না। প্রায় চার বছর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্প প্রণয়নে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন; যাতে একদা চীনের দুঃখ হিসেবে আখ্যায়িত হোয়াংহো নদী বা ইয়েলো রিভারকে চীন যেভাবে চীনের আশীর্বাদ-এ পরিণত করেছে, একই কায়দায় একটি বহুমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জন্য প্রতি বছর সর্বনাশ ডেকে আনা তিস্তা নদীর পানি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন করা যায়। বিভিন্ন খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে সাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ চীনা অর্থায়নে প্রস্তাবিত তিস্তা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বাস্তবায়নের পর প্রকল্প প্রস্তাবটি বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। একই সঙ্গে চীন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশকে ঋণ প্রদানের প্রস্তাব দেয়। বাংলাদেশও ওই প্রস্তাব গ্রহণ করে।

প্রস্তাবিত তিস্তা প্রকল্পে বাংলাদেশের সীমানার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তিস্তা নদীর ১১৫ কিলোমিটারে ব্যাপক খনন চালিয়ে নদীর মাঝখানের গভীরতাকে ১০ মিটারে বাড়িয়ে ফেলা হবে এবং নদীর প্রশস্ততাকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে ফেলা হবে। একই সঙ্গে রিভার ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে ব্যাপক ভূমি উদ্ধার করে চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। নদীর দুই তীর বরাবর ১১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের চার লেনের সড়ক নির্মাণ করা হবে। উপযুক্ত স্থানে বেশ কয়েকটি ব্যারাজ-কাম-রোড নির্মাণ করে নদীর দুতীরের যোগাযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বর্ষাকালে প্রবাহিত নদীর বিপুল উদ্বৃত্ত জলরাশি সংরক্ষণের জন্য জলাধার সৃষ্টি করে সেচ খাল খননের মাধ্যমে নদীর উভয় তীরের এলাকার চাষযোগ্য জমিতে শুস্ক মৌসুমে সেচের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। উপরন্তু নদীর উভয় তীরের সড়কের পাশে ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ণ সুবিধাদি গড়ে তোলা হবে।

বিভিন্ন মাধ্যমে এসব তথ্য জেনে আমার মনে হয়েছে, তিস্তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সত্যি সত্যিই দারিদ্র্যপীড়িত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর জনজীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে। প্রকল্প প্রস্তাবের অনুমোদন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সে জন্যই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও সচিব এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বিভিন্ন প্রতিবেদনে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, ২০২০ সালের ডিসেম্বর নাগাদ প্রকল্পটির অনুমোদন হয়ে যাবে। কিন্তু দীর্ঘদিন প্রকল্প প্রস্তাবের কোনো নড়াচড়া না দেখে খবরা-খবর নিয়ে জানা গেল, এতে ভারতের আপত্তি রয়েছে।

ভারতের দাবি ছিল, তাদের শিলিগুড়ি করিডরের চিকেন নেক-এর এত কাছাকাছি তিস্তা প্রকল্পে কয়েকশ বা হাজারের বেশি চীনা নাগরিকের উপস্থিতি মেনে নেওয়ার মতো নয়। বিষয়টি বোধগম্য নয়। বাংলাদেশের একটা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে নিয়োজিত চীনা প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানরা কেন ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হবে? ওরা কি তাহলে প্রকৌশলীর ছদ্মবেশে চীনা সৈন্য-সামন্ত-গোয়েন্দা? যে এলাকা দিয়ে তিস্তা নদী ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, সেখান থেকে চিকেন নেক অনেক দূরে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার অভ্যন্তরে প্রকল্প এলাকায় অবস্থানরত চীনা নাগরিকরা ভারতে কীভাবে গোয়েন্দা তৎপরতা চালাবে? তিস্তা নদীর দক্ষিণ-পূর্বদিকের ভাটিতে যতই প্রকল্পের কাজ এগোবে, ততই বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকা থেকে প্রকল্প এলাকার দূরত্ব বাড়তে থাকবে। ভারত তাদের সংকীর্ণ ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থেই যে এ প্রকল্পে বাগড়া দিয়েছিল, তা স্পষ্ট। আমরা দেখছি, সীমান্ত বিরোধ সত্ত্বেও ভারত ২০২০ ও২১ সালে চীনের সঙ্গে ৮৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি বৈদেশিক বাণিজ্য চালিয়েছে। অথচ বাংলাদেশ নিজের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য চীন থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিতে পারবে না?

তিস্তা ঐতিহাসিকভাবেই খামখেয়ালি আচরণের একটি নদী, যার বন্যার কবলে পড়ে প্রায় প্রতিবছর বর্ষায় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল একাধিকবার বিধ্বস্ত হয়ে চলেছে। আবার শুস্ক মৌসুমে তুলনামূলক খরাগ্রস্ত এই এলাকার মানুষ তিস্তা নদীর পানিস্বল্পতা হেতু সেচ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। তাই বলা হয়, এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক তিস্তা নদীর বর্তমান পরিস্থিতি। নদীটির উজানে সিকিম বেশ কিছু ব্যারাজ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করে একতরফা পানিপ্রবাহ কমিয়ে দিয়েছে। এর পর পশ্চিমবঙ্গের গজলডোবায় ভারত একতরফাভাবে বাঁধ নির্মাণ করে শুস্ক মৌসুমে তিস্তার পানি সম্পূর্ণভাবে আটকে দেওয়ার পর তিস্তা নদীর বাংলাদেশ অংশ বছরের বেশিরভাগ সময় প্রায় পানিশূন্য থাকছে। বাংলাদেশ বন্ধুরাষ্ট্র হলেও একটি আন্তর্জাতিক নদীর উজানে এহেন একতরফা বাঁধ নির্মাণের আগে ভারত একবারও বাংলাদেশের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং দীর্ঘ তিন দশকের কূটনৈতিক আলোচনার পথ ধরে যখন ২০১১ সালে দুদেশ তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অন্যায় আবদারের কাছে নতি স্বীকার করে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং চুক্তি স্বাক্ষর থেকে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও দুটো সার্বভৌম দেশের সম্পর্ক একটি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জটিলতার কাছে জিম্মি হতে পারে না। অথচ ভারত এ অজুহাতেই ১১ বছর ধরে এই ইস্যুতে বাংলাদেশকে বঞ্চিত রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবারের ভারত সফরে দুই দেশের মধ্যে সাতটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলেও যৌথ ঘোষণায় তিস্তা চুক্তির কোনো আশ্বাস পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারে মুখ্যমন্ত্রী পদে যতদিন মমতা ব্যানার্জি এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রী পদে যতদিন নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতাসীন থাকবেন, ততদিন তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষরের কোনো সম্ভাবনা থাকবে কিনা, সন্দেহ।

এটাও মনে রাখা উচিত, ঝুলে থাকা তিস্তা চুক্তি এবং প্রস্তাবিত তিস্তা প্রকল্প মোটেও সাংঘর্ষিক নয়। তিস্তা চুক্তি হোক বা না হোক; প্রস্তাবিত তিস্তা প্রকল্প ওই অঞ্চলের জনগণের জীবন-জীবিকায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে। চুক্তি হলে শুস্ক মৌসুমে নদীর পানিপ্রবাহ খানিকটা হয়তো বাড়বে, কিন্তু বর্ষায় গজলডোবা ব্যারাজের সব গেট খুলে দেওয়ায় এতদঞ্চলের জনগণ যে একাধিকবার বন্যায় ডুবছে; তার কোনো সমাধান হবে না। প্রস্তাবিত প্রকল্পের জলাধারগুলোর সংরক্ষিত পানি পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হলে এ সমস্যার টেকসই সমাধান মিলবে। এখন প্রস্তাবিত তিস্তা প্রকল্প থেকে ভারতের আপত্তি প্রত্যাহারের কথা শোনা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবেদন- প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদনে আর বিলম্ব করবেন না।



লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ; অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে বিশ্ব

মাসুম খলিলী

যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমের ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন গত বুধবার দেশের সামরিক রিজার্ভের আংশিক সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, পশ্চিমারা রাশিয়ার অস্তিত্বের জন্য হুমকি তৈরি করেছে। একই সাথে তারা পূর্ব ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলে আগামী দিনে রাশিয়ার গণভোটের পরিকল্পনাকে আঞ্চলিক অখন্ডতার বিরুদ্ধে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে এর মোকাবেলায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই নিষ্পত্তিতে সব সরঞ্জাম ব্যবহার করা হবে বলে অঙ্গীকার করেছে।

চীনা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এটি ইউক্রেন সঙ্কট বৃদ্ধির সুস্পষ্ট লক্ষণ, বিশেষ করে যখন পশ্চিমা ব্লক চলমান জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদকে রাশিয়াবিরোধী মঞ্চে পরিণত করেছে, উত্তেজনা বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে এবং আলোচনা ও শান্তির সুযোগ আরো ম্লান করছে।

পুতিন গত ২১ সেপ্টেম্বর বুধবার জাতীয় টেলিভিশন ভাষণে বলেছেন, রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সক্রিয় পরিষেবায় সামরিক রিজার্ভ জনবলকে তলব করার সুপারিশ করেছে। আর সৃষ্ট পরিস্থিতিতে এটি যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেছে রুশ গণমাধ্যম আরটি। আরটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশটি ইউক্রেনের পুরো পশ্চিমা সমরযন্ত্রের সাথে লড়াই করছে। আর পুতিন কিয়েভকে মস্কোর সাথে শান্তি আলোচনা থেকে সরে আসার জন্যও অভিযুক্ত করেছেন।

সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, রিজার্ভ সমাবেশের ডিক্রির আওতায় ইউক্রেনে যুদ্ধের জন্য তিন লাখ অতিরিক্ত কর্মীকে ডাকা হবে। তারা ইউক্রেনে রাশিয়ার জন্য যুদ্ধ করবে।

রয়টার্স বলেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়ার প্রথম রিজার্ভ তলব। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এটিকে জাতির উদ্দেশে পুতিনের দেয়া একটি বিরল ভাষণ হিসেবে বর্ণনা করেছে, কারণ রাশিয়া ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে।

রাশিয়া ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল দোনেস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিঝিয়া এবং খেরসনকে নিজ মানচিত্রভুক্ত করার জন্য ২৩ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর গণভোট করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর পুতিন এই ভাষণ দেন। পুতিন বুধবার আরো বলেন, রাশিয়া 'এই অঞ্চলে গণভোটের সুরক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।'

কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, যদি চারটি অঞ্চলে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় তবে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে বিরোধ আরো জটিল হয়ে উঠবে। আর এই সঙ্ঘাতটি রাশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত সর্বাত্মক যুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি শান্তি আলোচনার সুযোগ হারানোর কারণও হতে পারে। কারণ, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে একটি স্থায়ী ফাটল তৈরি হতে পারে এই পদক্ষেপে। এটি বিশ্বকে এক ট্র্যাজিক পরিস্থিতি ও অভূতপূর্ব একটি সঙ্কটের দিকে নিয়ে গেছে।



পুতিনের রিজার্ভ তলবের আদেশে দেখা যায় যে, রাশিয়া বর্তমান অপারেশনগুলোতে এবং ইউক্রেনীয় পাল্টা আক্রমণে কৌশলগত সমন্বয় করেছে। এটি চিহ্নিত করে যে, সঙ্ঘাত একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এর ফলে অনিবার্যভাবে দ্বন্দ্বটি প্রসারিত এবং দীর্ঘায়িত হবে। আর উভয়পক্ষই একটি নিরঙ্কুশ সুবিধা এবং এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে মরিয়া হয়ে উঠবে, আর আলোচনার সম্ভাবনা এতে কমে যাবে।

পুতিন তার বক্তব্যে পশ্চিমাদের সতর্ক করেছেন যে, তিনি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে 'ব্লাফ' করছেন না, যদিও কিছু চীনা বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে, এটি ইউক্রেনকে আরো অস্ত্র সরবরাহের বিরুদ্ধে পশ্চিমকে সতর্ক করার একটি কৌশল। তবে সঙ্ঘাত বাড়ার সাথে সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে বৃহত্তর প্রাণঘাতী অস্ত্র, এমনকি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ঝুঁকি বাড়ছে। এই সময়টাতে প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের ঝুঁকি কমানোর জন্য দুই পক্ষের মধ্যে বিশেষ করে রাশিয়া ও পশ্চিমের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রাশিয়া ক্রমবর্ধমান চাপের মুখোমুখি হচ্ছে। কারণ, ইউক্রেনীয় বাহিনী পশ্চিমের অস্ত্রের সমর্থনে তাদের পাল্টা আক্রমণে রুশ দখল থেকে অনেক ভূখন্ড মুক্ত করেছে।

এখন এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যাতে দুই পক্ষ এক অসম্ভব যুদ্ধ জয় অর্জন করতে চাইছে। ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে মস্কোর সফল হওয়ার মানে হলো ইউরোপের দেশগুলো চূড়ান্তভাবে অরক্ষিত হয়ে পড়া। এটি কোনোভাবেই তারা চাইবে না। অন্য দিকে রাশিয়ার ইউক্রেনের কাছে হেরে যাওয়ার অর্থ হবে রাশিয়ার পরাশক্তির ভাবমর্যাদা ভূ-লুণ্ঠিত হওয়া। পুতিনের মতো মানুষ দেশটির নেতৃত্বে থাকা অবস্থায় এটি কল্পনা করা কঠিন। এই অবস্থায় চূড়ান্ত বিজয় মানে হলো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাওয়া যেখানে একপক্ষে থাকবে রাশিয়া ও তার মিত্ররা আর অন্য দিকে থাকবে পুরো পশ্চিমা শক্তি। চীনের এই মুহূর্তে এই মহাযুদ্ধে সরাসরি পক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

এ ধরনের একটি প্রলয়ঙ্করী অবস্থা থেকে সমঝোতার উদ্যোগই বিশ্বকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে। এই সমঝোতার জন্য উদ্যোগী হতে পারে তুরস্ক ও চীন, যে উদ্যোগে যুক্ত থাকতে পারেন জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৪ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

এশিয়ায় বড় জোট নেই



মো: বজলুর রশীদ

কোরীয় যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট হুমকি মোকাবিলার জন্য এশিয়ার অন্য শক্তিগুলোর সাথে একটি ন্যাটো-টাইপ জোট, 'প্যাসিফিক প্যাক্ট' প্রস্তাব করেছিল। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ তার এশীয় মিত্ররা জাপানকে 'প্যাসিফিক চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার মার্কিন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে তার নিকটতম মিত্র বিবেচনা করে এবং এটি প্রধান অ-ন্যাটো মিত্র তবে এর সাথে ন্যাটোর গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি জাপানে রয়েছে, ইয়োকোসুকায় যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহর প্রায়ই নোঙর করা থাকে।

পেন্টাগন ও বাইডেন প্রশাসনের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের রূপরেখা এখন আরো স্পষ্টভাবে সামনে উঠে আসছে। প্রশাসনের পরিসংখ্যান থেকে জনসাধারণের মন্তব্য ইঙ্গিত দেয় যে, যুক্তরাষ্ট্র চীনের সামরিক শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আরো ফরমায়েশি এবং অ্যাডহক আঞ্চলিক জোট - যেমন কোয়াড, অকাস- এসব তৈরি করে তাদের উপস্থিতি পাকাপোক্ত করছে।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে মার্কিন-চীন প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতাও রয়েছে। কিন্তু 'নিয়মভিত্তিক শৃঙ্খলা'র ড্রাম বাজানো বা চীনা সামরিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর অ্যালার্ম বাজানো দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় উত্তর-ঔপনিবেশিক অভিজাতদের মধ্যে ওয়াশিংটনের ধারণার চেয়ে কম অনুরণন দেখা গেছে। বর্তমানে আঞ্চলিক দেশগুলো আঞ্চলিক শৃঙ্খলায় কারো একচেটিয়া দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে চায় না, সেটা ওয়াশিংটন বা বেইজিং যেই হোক না কেন।

কিছু দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশ 'নিয়মভিত্তিক আদেশ' আলোচনাকে ভাগ করে নেয়া নীতিগুলো রক্ষার একটি প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক আবরণ হিসেবে দেখে তবে বেশির ভাগই এটিকে ফাঁপা এবং কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে এটিকে চীনের বিরুদ্ধে একটি শিকারি পাখি হিসেবে মূল্যায়ন করে। চীনের আচরণ সব ক্ষেত্রেই এ অঞ্চলের জন্য সুখকর এটা বলা না গেলেও যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই আঞ্চলিক শৃঙ্খলার অবনতির জন্য তার নিজের দায়িত্ব বিবেচনা করতে হবে। ট্রাম্পের সময়কাল থেকে ময়দানে রূঢ়তা দেখা যায়, যা এখনো শেষ হয়নি। অনেক আঞ্চলিক অভিজাত মনে করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের নামে কিভাবে যুদ্ধ সৃষ্টি, অস্ত্র বিক্রি, অনুগত করার কৌশল অবলম্বন করে অনেক অসন্তোষ ও অবিশ্বাসের জন্ম দিয়ে চলছে।

ওয়াশিংটনেরও এটি ধরে নেয়া উচিত নয় যে, আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলো এক হয়ে চীনের আধিপত্য প্রতিরোধ করবে এবং ইউরোপীয় ধাঁচের ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করবে। এশিয়ায়, ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তে শ্রেণিবিন্যাস, ঐতিহাসিকভাবে আঞ্চলিক শৃঙ্খলার কাঠামোকে আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

এ মুহূর্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকজন নেতা চীনকে প্রাথমিক হুমকি হিসেবে দেখছেন-সামরিকভাবে বা অন্য কোনোভাবে। 'চীনের চ্যালেঞ্জ'-এর ব্যাপারে কোনো আঞ্চলিক সম্মতি নেই কিংবা কোনো একটি শক্তিই মতাদর্শগত বা নৈতিকভাবে অপরটির চেয়ে উচ্চতর নয়।

এ অঞ্চলে কার্যকর মেরুকরণ হওয়ার পর, চীনকে সব আঞ্চলিক নীতির ক্ষেত্র থেকে বাদ দেয়া সম্ভব হবে না এবং ইউরোপীয় ধাঁচের শক্তিব্যবস্থা উত্থানের সম্ভাবনাও এখানে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়বে। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া পূর্ব ইউরোপ ও অনেক ইউরোপীয় দেশকে অর্থনৈতিকভাবে বিপদগ্রস্ত করে তুলেছে। ফলে নিজ জনগণকে আর্থিক দুর্দশা থেকে রক্ষা করাই এখন ইউরোপীয়দের মুখ্য কাজ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের আধিপত্য গড়তে বা যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা করা তাদের জন্য বিলাসিতার পর্যায়ে পড়বে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। তাছাড়া ইউরোপীয়রা নগদ খরচ করতে কম অভ্যস্ত।

এ অঞ্চলে একটি সত্যিকারের ভারসাম্যপূর্ণ জোট গড়ে তুলতে হলে চীনকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য কি আরো বেশি হুমকি হয়ে উঠতে হবে? চীন কেন সেটি করতে যাবে? ওয়াশিংটনের মতো চীন লাঠি ও গাজর নীতিতে চলে না। কিন্তু একটি কার্যকর বিকল্প ছাড়াই চীনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কৌশলগত অসদাচরণ ও বোকামি হবে। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীন না হয় তবে কে নতুন কোন জোটের নেতৃত্ব দেবে? ভারত, জাপান বা অস্ট্রেলিয়ার মতো মধ্যম শক্তিগুলো এতদঞ্চলে কি কোনো নতুন আয়োজনের নেতৃত্বে আসতে পারে?

এসব শক্তি ইতোমধ্যে মার্কিন-চীন কৌশলগত প্রতিযোগিতায় পক্ষ নিয়ে ফেলেছে। ভারত চীনবিরোধী যেকোনো মোর্চায় কার্যকরভাবে অংশ নেবে। ভারতের পড়শিরা সার্ক অভিজ্ঞতায় দেখেছে যে, ভারত জোট পরিচালনায় অদক্ষ। তারা অর্থনীতির পরিবর্তে রাজনৈতিক দৃষ্টি দিয়ে পড়শিদের বেশি দেখে। ফলে উদীয়মান সার্ক মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রায় সব পড়শিই চীনের 'এক চীন' নীতিতে নতুন করে সমর্থন দিয়েছে। তাই চীনের বিরুদ্ধে এতদঞ্চলে ভারতের নেতৃত্বে কেউ এগিয়ে আসবে না। এরপর রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দুর্ভাগ্যবশত, পরনির্ভরতার মাধ্যমে অস্ট্রেলীয়রা সার্বভৌমত্বের অনেকটাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে হারিয়ে ফেলেছে। ফলে ভারত বা অস্ট্রেলিয়া এতদঅঞ্চলে জোট পরিচালনায় নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হচ্ছে না। জাপান একই সাথে চীন ও রাশিয়াকে কৌশলগত শত্রু বানিয়েছে। তাই তারাও নেতৃত্ব দেয়ার পথে এগোতে পারবে না।

আসিয়ান একটি আদর্শিক বহুপক্ষীয় কূটনৈতিক শৃঙ্খলা গঠন

চীনের আচরণ সব ক্ষেত্রেই এ অঞ্চলের জন্য সুখকর এটা বলা না গেলেও যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই আঞ্চলিক শৃঙ্খলার অবনতির জন্য তার নিজের দায়িত্ব বিবেচনা করতে হবে। ট্রাম্পের সময়কাল থেকে ময়দানে রূঢ়তা দেখা যায়, যা এখনো শেষ হয়নি। অনেক আঞ্চলিক অভিজাত মনে করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের নামে কিভাবে যুদ্ধ সৃষ্টি, অস্ত্র বিক্রি, অনুগত করার কৌশল অবলম্বন করে অনেক অসন্তোষ ও অবিশ্বাসের জন্ম দিয়ে চলছে।

চীন আঞ্চলিক দেশগুলোকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সহায়তা দেয়, যাতে উভয়েই লাভবান হয়। এতে চীন খুব অল্প সময়ে এই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। চীন কোনো দেশের ভেতরে রাজনৈতিক দলকে প্রতিপালন বা উসকানি দেয় না। যে সরকার আসে সেই সরকারের সাথে উন্নয়ন ও দ্বিপক্ষীয় সহয়তা করার কাজ নিয়ে এগিয়ে যায়। সেজন্য অনেক দেশ আস্তে আস্তে বিআরআইয়ের ছাতায় সমবেত হচ্ছে। তবে সরকারের সাথে কাজ করতে অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। অনেক সময় সরকারবিরোধীদের বড় ধরনের সমস্যা উঠে আসে। উদাহরণ পাকিস্তান। পাকিস্তানের গোয়াধর প্রকল্প এবং ওয়াজিরিস্তানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও চীনা কর্মচারীদের হত্যার প্রসঙ্গ স্মরণীয়। এ অঞ্চলে চীনকে রাগান্বিত করার কৌশলও গ্রহণ করা হয়েছে। তাইওয়ানকে পুঁজি করে ট্রাম্পের পর থেকে এই খেলায় যেন অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু চীনকে রাগান্বিত করার খরচ খুব কম নয়। সদ্য আফগানিস্তান যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে পশ্চিমাদের চটজলদি আরো একটি খরচের বোঝা বহন ও সেনা সদস্যদের পাঠানো দুরূহ হয়ে পড়বে। দূরে দূরে থেকে যুদ্ধ করার কৌশল এবং অন্যান্য উপায় উপকরণ দিয়ে আঘাত করা অনেক সহজ হবে পশ্চিমাদের জন্য, আপাতত সেটিই চালু রয়েছে।

করতে পারে, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলের সামরিক-নিরাপত্তাব্যবস্থা বজায় রাখে এবং চীন অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাকে শক্তিশালী করে। কোয়াড ও অকাসের মতো মিনি পার্শ্বীয় গ্রুপিং এই পরিবেশকে আরো ভঙ্গুর করে তুলবে।

আঞ্চলিক শৃঙ্খলা প্রথমত আঞ্চলিক অভিজাতরা কিভাবে তাদের অভ্যন্তরীণ বৈধতা সংজ্ঞায়িত এবং রক্ষা করে তার ওপর নির্ভর করে। আঞ্চলিক শৃঙ্খলার স্থানীয় চালকদের খুঁজে বের করার সময় এসেছে। নতুন নীতিগত উদ্যোগের চাকা পুনরুজ্জীবিত করার পরিবর্তে, যুক্তরাষ্ট্র জাপানের মতো আঞ্চলিক শক্তি এবং আসিয়ানের অধীনে বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কাজ করতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে তার অসফল কৌশলগত কর্মশালাটি প্রাচ্যে স্থানান্তরে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পেছনে জো বাইডেনের যুক্তিতে এটিই ইঙ্গিত করা হয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে অনেক সেনা নিয়ে শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছে: যেমন, জাপানে পঞ্চাশ হাজার, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩০ হাজার এবং গুয়ামে পাঁচ হাজার সেনা মজুদ রয়েছে। ফিলিপাইনে মার্কিন সামরিক বাহিনীর উপস্থিতির নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র দক্ষিণ চীন সাগরে চীনকে প্রতিহত করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এটি পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের একটি প্রান্তিক সমুদ্র, যা দক্ষিণ চীনের তীর স্পর্শ করে এই নাম অর্জন করেছে, চীন এই সমুদ্রকে সম্পূর্ণরূপে নিজের দাবি করে। দক্ষিণ চীন সাগর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, নির্জন দ্বীপগুলো নিয়ে গঠিত দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। এটি ইন্দোচাইনিজ উপদ্বীপ, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, ব্রুনাই, সুমাত্রা বা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলো দিয়ে বেষ্টিত এবং পূর্ব চীন সাগরের সাথে সমুদ্র পানির সংযোগ রয়েছে যেমন- তাইওয়ান, লুজন প্রণালী হয়ে ফিলিপাইন সাগর, পালাওয়ানের কাছাকাছি প্রণালীর মধ্য দিয়ে সুলু সাগর, সিঙ্গাপুরের প্রণালী দিয়ে মালাক্কা প্রণালী, ক্রোমাটা ও বাংকা প্রণালী হয়ে জাভা সাগর। দু'টি উপসাগর, থাইল্যান্ড উপসাগর এবং টনকিন উপসাগরও দক্ষিণ চীন সাগরের অংশ। বিশ্বব্যাপী শিপিংয়ের এক-তৃতীয়াংশ দক্ষিণ চীন সাগর দিয়েই হয় টাকার অঙ্কে ৩.৩৮ ট্রিলিয়ন ডলার। এই সমুদ্র আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর প্রায় সব অংশকেই ছুঁয়ে গেছে। চীন ইতোমধ্যে তাদের নির্মিত কৃত্রিম দ্বীপগুলোতে অনেক সামরিক স্থাপনা তৈরি করেছে। কৌশলগত দিক দিয়ে এ অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রভাব বিস্তারের জন্য উভয়েই যেকোনো নীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

চীন এগিয়ে গিয়ে মহাসাগরীয় ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করে একটি অর্থনৈতিক করিডোর তৈরি করছে। তাদের উৎপাদিত পণ্য এবং চীনা শিল্প পণ্যবাণিজ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। অস্ট্রেলিয়া চীনের সাথে তার বাণিজ্য বৃদ্ধি করে এবং বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বা ৩১ শতাংশ পণ্য ও পরিষেবা তার বৃহত্তম দ্বিমুখী বাণিজ্য অংশীদার হিসাবে আবির্ভূত হয়। চীন অস্ট্রেলিয়ার মিডিয়া এবং উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা এবং কিছুটা হলেও তার প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত প্রতিষ্ঠার ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। বর্তমানে সেখানে ভাটা পড়েছে।

অনুমান করা হয় যে, এতদঞ্চলের সমুদ্রে ১১ বিলিয়ন ব্যারেল তেল এবং ১৯০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে। সমুদ্রের এই দু'টি গুপ্তধন চীন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এনেছে, তবে অন্য দাবিদাররাও কিছু সম্পদ দাবি করছে। ফিলিপাইন, নিকটবর্তী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে একটি। অন্য দিকে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মতো অন্য দেশ লো সময়ে সময়ে চীনের কাছে তাদের অভিযোগ জানাতে থাকে। সামগ্রিক পরিস্থিতি হলো যে, আসিয়ান এ অঞ্চলে একটি নীরব দর্শক। এখন অকাস আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি শক্তি ব্লক তৈরি করছে যা কেবলমাত্র চীনকে লক্ষ্য করে।

বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের ৮০০টি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কিছুই প্রশংসার যোগ্য তবে বেশ কয়েকটি বিষয় রয়েছে যা উদ্বিগ্ন করে। দেশটি প্রায় সব সময়ই যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। অনেকে বলেন, যুদ্ধই আমেরিকার অর্থনীতির চালিকাশক্তি। যুদ্ধ হলে বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করতে পারে ওয়াশিংটন। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতার পর থেকে ৯৩ শতাংশ সময় আমেরিকা যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছে। আমেরিকা সারা বিশ্বে সরকার উৎখাতের জড়িত থাকে এবং হলুদ বিপ্লবের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করতে চায়।

যুক্তরাষ্ট্র সবসময় নিজের স্বার্থে বিশ্বব্যাপী ঘুরে ফিরছে। অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ চীন সাগরে নিরাপত্তাহীনতার কথা বলে ত্রিপক্ষীয় জোটের মাধ্যমে এই অঞ্চলে আমেরিকার হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। অকাস এমন একটি পদক্ষেপ যেখানে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, চীনকে বিশ্বের কোথাও আধিপত্য বিস্তার করতে দেয়া হবে না।

আসিয়ান চীনের দরজায় কড়া নাড়লেও জোটভুক্ত দেশগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যয় শুধু সম্প্রসারিত হয়নি তাই নয়, দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে অসংখ্য সামুদ্রিক বিরোধ রয়েছে। এসব বৈরী পরিস্থিতিতে ন্যাটোর মতো কোনো বড় জোট এশিয়ায় গড়ে ওঠেনি।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার

পুতিনের পারমাণবিক হুমকি কতটা বাস্তবসম্মত?

হল ব্র্যান্ডস

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভদ্মাদিমির পুতিন নতুন করে আবারও বলেছেন, তিনি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু স্মার্ট মানুষ বলছে, তিনি সেটা করবেন না। কারণ ইতোমধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি যেদিকে গেছে, সে খারাপ পরিস্থিতিকে আর ভালো করার উপায় নেই। মঙ্গলবার প্রকাশিত পুতিনের বক্তব্যের বহুলাংশ জুড়ে শুধু তাঁর পরিচিত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি। তিনি বর্তমান সংঘাতের জন্য আবারও যুক্তরাষ্ট্র, ন্যাটো ও ইউক্রেনকে দোষী করেছেন। দোনবাস অঞ্চলকে স্বাধীন করার তাঁর লক্ষ্যের কথা তিনি আবারও বলেছেন। তার পরও পুতিনের বক্তব্যে নতুন কিছু রয়েছে। যদিও তিনি আসলে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে চান না। তিনি এমনকি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে তাঁর যে 'স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন' চালু করেছেন; সে যুদ্ধও অব্যাহত রাখতে চাইছেন বলে মনে হয় না। তার পরও তিনি যুদ্ধ করছেন। তার মানে, তিনি জয়লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এখন নতুন করে ইউক্রেনে যুদ্ধের জন্য তিন লাখ রিজার্ভ সৈন্যকে তলব করা হবে। এই সংখ্যাটি নাকি রাশিয়ার মোট আড়াই কোটি রিজার্ভ সৈন্যের মাত্র ১ শতাংশ। পুতিন এই সপ্তাহে রাশিয়ার অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব ইউক্রেনের অঞ্চলগুলোতে গণভোট আয়োজনের কথা আবারও বলেছেন। একই সঙ্গে পশ্চিমাদের দায়ী করে বলেছেন, তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে পারমাণবিক হুমকি দিচ্ছে। একই সঙ্গে পুতিন সতর্ক করে বলেছেন, যারা আমাদের পারমাণবিক দিক দিয়ে জিম্মি করছে, তাদের জানা উচিত, বাতাস ঘুরে যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, যুদ্ধ যে খারাপ দিকে যাচ্ছে- অবশেষে পুতিন তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এর আগে সম্ভবত তাঁর অনুগতরা বিষয়টি গোপন করেছেন। পুতিন অংশবিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার মানে হচ্ছে, তিনি কট্টরপন্থিদের তুষ্ট করতে চাইছেন। তাঁর লক্ষ্য সম্ভবত রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর ক্ষয়রোধ। সে জন্যই পুতিন পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি দিয়ে আসলে কূটনৈতিক সমাধানের জন্য চেষ্টা করছেন।

এটি অন্যভাবেও কাজ করতে পারে। অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, কম অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম কিংবা মানসিক দিক থেকেও শক্তিশালী নয় এমন সৈন্যবাহিনী দিয়ে সামরিক সমীকরণের পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। এমনকি ইউক্রেনের যে অংশকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, সেখানেও রাশিয়ার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। রাশিয়ার সমাজ থেকে যুদ্ধে মানবসম্পদের হিসাবের দাবি উঠলে কী করবেন পুতিন? কারণ যুদ্ধে পুতিন হারলে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষতি বহন করা কঠিন হবে।

যুদ্ধের এ খারাপ অবস্থা থেকে অর্থাৎ হার এড়াতে চাইলে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার একটি বিকল্প। ভদ্মাদিমির পুতিন তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, যুদ্ধ যদি তাঁর দেশের অখণ্ডতায় হুমকি হয়, তবে রাশিয়া তাদের কাছে থাকা সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করবে। এটাকে এভাবে বলা যায়, ইউক্রেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্রিমিয়া হারানোর ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। কারণ ক্রিমিয়াকে ইতোমধ্যে রাশিয়া তার সার্বভৌম অঞ্চল হিসেবে দাবি করেছে এবং মস্কো দোনবাসকে তার অন্তর্ভুক্ত বলে যে ঘোষণা দিয়েছে, তা না মানলে পারমাণবিক সংঘাতের ঝুঁকি থেকে যাবে। প্রশ্ন হলো, পুতিন কি তাঁর এই হুমকি কার্যকর করতে পারবেন? ওয়াশিংটন এবং পশ্চিমা অন্য রাজধানীগুলো দুটি বিষয় চিন্তা করছে।

আশাবাদীরা বিশ্বাস করেন, পুতিন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবেন না। কারণ এটি ব্যবহার করলেও তাঁর তেমন লাভ হবে না। পারমাণবিকের তথাকথিত যুদ্ধ বড় সৈন্য ও ট্যাঙ্কের বিপরীতে কাজ করে। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধ সে অর্থে বিচ্ছিন্ন। পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে যেসব অঞ্চল কিংবা শহরের দখল নেওয়া হবে সেগুলো ততটা আকর্ষণীয় নয়। পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করলে তার প্রতিঘাত যেভাবে রাশিয়ার ওপর পড়বে, সে তুলনায় ওইসব শহর দখল করা আকর্ষণীয় নয়।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভদ্মাদিমির পুতিন তার পরও পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন, যাতে যুদ্ধের মোড় মনস্তাত্ত্বিকভাবে ঘোরানো যায় এবং কিয়েভ ও ওয়াশিংটনকে শোকাহত করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের সরাসরি ইউক্রেনে প্রবেশ করে যুদ্ধ করতে হবে। এর অন্যথা হলে একটি ভয়ংকর নজির সৃষ্টি হবে। নৈরাশ্যবাদীরা এটা নিশ্চিত নয় যে, পুতিন আসলে ব্লাফ দিচ্ছেন বা প্রতারণা করছেন। কারণ পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করলেও সেটা রাশিয়াকে উল্টো বিপদে ফেলবে, এমনটা নয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অজানা কিছু অংশ এখনই যুদ্ধ বন্ধের জন্য মরিয়া চেষ্টা করছে। এমনকি মস্কোর কাছে কিছু ছাড় দিয়ে হলেও তারা যে কোনো মূল্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে চায়। এ ক্ষেত্রে সাড়া দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্রদের কাছে কিছু আকর্ষণীয় প্রস্তাবও রয়েছে।

রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে সীমিত পর্যায়ে পারমাণবিক হামলা হলেও তার বিপরীতে ক্ষতি অনেক বেশি হবে। যুদ্ধে ন্যাটো সৈন্যবাহিনীর অংশগ্রহণ করা মানে রাশিয়াকে আরও অধিক সংখ্যায় পারমাণবিক হামলায় প্ররোচিত করা। সাইবার আক্রমণ কিংবা আরও অধিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মতো সেনাবাহিনীর সরাসরি হামলার বাইরের প্রতিশোধ দুঃখজনভাবে রাশিয়ার অপরাধের তুলনায় অনেক দুর্বল হবে।

হ্যাঁ, পারমাণবিক বোমার ব্যবহার পুতিনের জন্য এক অস্তিত্বগত জুয়া হবে। কিন্তু তিনি যদি পরাজয়ের কথা চিন্তা করেন, যাতে তাঁর ক্ষমতা এবং সম্ভবত জীবনও হুমকিতে পড়বে, তবে তিনি কেন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার আল গাদ্দাফির মতো পরিণতি মেনে না নিয়ে এই জুয়া খেলবেন না? পুতিন যদি তাঁর ধারাবাহিক ভয়ংকর ভুল হিসাবের পরও সফল হন, তার পরও আমরা কীভাবে তাঁকে বিশ্বাস করব?

এটা অনুধাবন করা দুঃখজনক যে, এখন আমরা অর্ধশতকের মধ্যে মহাশক্তির পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে গভীর সংকটে নিপতিত। এটা বলা আরও জরুরি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভদ্মাদিমির পুতিনকে পারমাণবিক অস্ত্র পরিত্যাগ করে আরও বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া উচিত। যুদ্ধটি তিনি শুরু করেছেন। এখন তা শেষ করতে এর বিকল্পও নেই।

হল ব্র্যান্ডস: জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির স্কুল অব অ্যাডভান্সড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর; ব্লুমবার্গ থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

সাক্ষাৎকারে সাবিনা খাতুন

যাদের জন্য এত দূর এসেছি, কাউকেই ভুলিনি

উৎপল শুভ্র

(১৩ পাতার পর)

সাবিনা: মেয়েরা কাজ করছে। ৪৫ বছর হলো ফেডারেশন জিমও দিয়েছে। আমার মনে হয়, ফেডারেশন চেষ্টা করছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, নিজেদের আরও প্রফেশনালি তৈরি করা।

শুভ্র: গত বছর জুনে ক্রীড়া লেখক সমিতির অনুষ্ঠানে আপনার ছোটবেলার কোচ আকবর আলী স্যারের পুরস্কারটা গ্রহণ করে আপনি কেঁদেছিলেন। এর আগের দিনই তিনি হঠাৎ চলে যান। এমন একটা সাফল্যের পর কোচের কথা নিশ্চয়ই মনে পড়ছে?

সাবিনা: অবশ্যই, যাদের জন্য এত দূর এসেছি, তাদের কাউকেই আমি ভুলিনি। আমার বাসায় যে সাংবাদিকই যাচ্ছেন, আমি আকবর স্যারের স্ত্রীকে সামনে রেখেই কথা বলাচ্ছি। ওনাকে ছাড়া আমি এত দূর আসতে পারতাম না। আজকের সাবিনা হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় যাঁর অবদান, তিনি আকবর স্যার।

শুভ্র: আকবর আলী স্যারই তো আপনাকে ফুটবলে এনেছেন। এর বাইরে কোনো ঘটনা, যেটা না হলে হয়তো ফুটবলার হতেন না...

সাবিনা: আমি মনে করি, নিজেকে একটা বড় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি অবদান থাকে নিজের। নিজের ইচ্ছাশক্তি না থাকলে আমাকে কেউ এখানে নিয়ে আসতে পারত না। সুতরাং আমি সব সময়ই মনে করি, যা পাচ্ছি, তা আমার প্রাপ্য।

শুভ্র: অবসরে কী করেন?

সাবিনা: মুভি দেখি।

শুভ্র: কী ধরনের মুভি?

সাবিনা: আমি সব ধরনের মুভি দেখি। ইংলিশ, হিন্দি, তামিল, মালয়ালম। তামিল বেশি দেখা হয়।

শুভ্র: আপনার সবচেয়ে পছন্দের মুভি?

সাবিনা: হোম।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

অক্টোবর ২০২২ ভিসা বুলেটিনঃ

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট (ডিওএস) অক্টোবর ২০২২ ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। অক্টোবর ২০২২ এর ফ্যামিলি ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা নিম্নে প্রকাশ করা হোল।

'ফাইনাল অ্যকশন ডেট' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে সেই তারিখটিকে যেদিনে ইউএসসিস অ া ই এ স / ি ড ও এ স আবেদনকারীদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে। আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার তারিখটি হবে পূর্বে উল্লেখিত তারিখটি। অক্টোবর ২০২২ ভিসা বুলেটিন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিবার ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে অধিকাংশ আবেদনকারীর কোন পরিবর্তন নেই।

ফ্যামিলি স্পন্সড অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফ-১) ইউএস সিটিজেনের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ ডিসেম্বর ১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বমী-স্ত্রী, এবং সন্তানগণ এবং অবিবাহিত পুত্র ও কর্নাগণ।

এ. (এফ ২ বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণ (২১ নিম্ন বা ২১ উর্ধ বয়সী)ঃ সেপ্টেম্বর ১২,২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) -ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) পূর্ন বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই ও বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭।

আরো বিস্তারিত এবং চাকরি সংক্রান্ত অগ্রাধিকার বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট বুলেটিন/ ২০২২/ বিসা বুলেটিন দেখুন।

পূর্বে ফাইল করা কতিপয় ফরম যেমন ইবি-১ এবং ইবি-২, ফরম আই-১৪০ আবেদনের পরবর্তী প্রিমিয়াম প্রসেসিং পর্বটি ইউএসসিআইএস বাস্তবায়ন করছে।

ইউএস টিজিনেশীপ এবং ইমিগ্রেশন সার্ভিস যারা ইতিপূর্বে ফরম আই-১৪০, ইবি-১ এবং ইবি-২ শ্রেণীর বিদেশী শ্রমিকদের ইমিগ্র্যান্ট আবেদন হস্তান্তর করার উদ্যোগ নিয়েছে।

যারা নিজেদের আবেদন প্রিমিয়াম প্রসেসিং এর জন্য আপগ্রেড করতে চান তাদের অবশ্যই ফরম আই-৯০৭ আবেদন করার জন্য প্রিমিয়াম প্রসেসিং সার্ভিসে আবেদন জানাতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ইউএসসিআইএস'র ঘোষণা অনুযায়ী ইমিগ্রেশন সার্ভিসের দক্ষতা বাড়াতে লিগ্যাল ইমিগ্রেশন সার্ভিস বোঝা কমাতে প্রিমিয়াম প্রসেসিং এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নিউইয়র্ক থেকে সালমা আলমের প্রশ্নঃ

আমি একজন এদেশের গ্রিনকার্ডধারী, বাংলাদেশে আমার স্বামী বসবাস করেন। আমি এখান থেকে আমার স্বামীর জন্য আবেদন করতে চাই। কিন্তু আমার জন্য সমস্যার কারণ হচ্ছে আমার নিজের তেমন উপার্জন নেই। এই অবস্থায় আমি আমার স্বামীর জন্য আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত কিনা। এ ব্যাপারে আমি আপনার কাছে জানার জন্য অনুরোধ করছি। উত্তর পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

সালমা আলমের প্রশ্নের উত্তরঃ

গ্রিনকার্ডের আবেদনকারীদের উপার্জন ব্যাপারটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য যে, আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আপনি গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে আপনার স্বামীর জন্য আবেদনের ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

ইউএসসিআইএস চায় যে, গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদনকারী বা তার স্পন্সরকারীকে অবশ্যই তার সাপোর্ট দিতে হবে। অধিকাংশ ফ্যামিলি ভিত্তিক অভিবাসী এবং কতিপয় চাকরি ভিত্তিক ইমিগ্র্যান্টদের আই-৮৬৪ ফরম পূরণ করে প্রমাণ করতে হবে যে, তাদের নিজেদের ভরণ পোষনের জন্য যথার্থ সামর্থ আছে। তাদের আর্থিক সহায়তার জন্যে কারো উপর নির্ভর করতে হবে না। আর এফিডেভিট অব সাপোর্ট আইনগত বৈধ। আর্থিক সমর্থনের এই দায় একজন ইমিগ্র্যান্ট ইউএস এর সিটিজেন বা চল্লিশ কোয়ার্টার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেই আর্থিক সাপোর্ট থাকতে হবে। এটা সোস্যাল সিকিউরিটি এ্যাক্টের নিয়ম। আবেদনকারী এবং যৌথ স্পন্সরের ক্ষেত্রে স্পন্সরকারী উভয়কে আই-৮৬৪ ফরমে স্পন্সর করতে হবে।



আর্থিক দায়ভার গ্রহণকারীকে যা করতে হবেঃ

স্পন্সরকারীকে অবশ্যই ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী হবে হবে। বয়স ১৮ বছর অথবা ইউএসএ বসবাস করতে হবে।

আর্থিক স্পন্সরকারীর আয় প্রোভার্টি গাইড লাইন অনুযায়ী কমপক্ষে ১২৫ ভাগ হতে হবে। পরিবারে অধিক সদস্য থাকলে সেই অনুযায়ী আয় থাকতে হবে।

ব্যয় সীমা মেটাতে স্পন্সরকারী প্রোপার্টি, স্টক এবং বন্ডও দেখাতে পারেন।

স্পন্সরকারী স্বামী বা স্ত্রী হলে তারা তাদের আয় দেখাতে পারেন। এবং গ্রিনকার্ড পাওয়া পর্যন্ত একই উৎসের আয় অব্যাহত থাকতে হবে।

কুইন্স থেকে এম চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস এর সিটিজেন। আমার ভাই বোনেরা তাদের পরিবারের সদস্যসহ বাংলাদেশে বসবাস করে। এখন আমি তাদের জন্যে আবেদন করতে চাই। কিন্তু ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমি তেমন অভিজ্ঞ নই। সেজন্য এই বিভাগের মাধ্যমে আমি আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

এ ব্যাপারে আরো একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চাই- আর তাহোল যে, আমার স্ত্রী একজন গ্রিনকার্ডধারী। সে বাংলাদেশে বসবাসকারী তার মা বাবার জন্যে আবেদন করতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাদের জন্য আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত কিনা?

এম চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রথম আমাদের জানতে দরকার ইউএস সিটিজেনের ভাই-বোনদের জন্য গ্রিনকার্ডের আবেদনের ব্যাপারে এবং একজন ইউএস সিটিজেন কাদের গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী), ২) বিবাহিত-অবিবাহিত পুত্র/কন্যা, ৩) মা-বাবা এবং ৪) ভাই বোন।

আবার একজন গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্য আবেদন করতে পারেন। এ ব্যাপারে আমাদের জানা থাকা দরকারঃ

১)স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী), ২) ২১ বছরের নিচে অবিবাহিত সন্তান, ৩) ২১ বছর উপরে অবিবাহিত সন্তান। গ্রিনকার্ডধারীরা বিবাহিত সন্তান, মা-বাবা এবং ভাইবোনের জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর!

সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় সেই সব নবীনকে চিরসুন্দর বলেছেন, যারা ভেঙে আবার গড়তে জানে। যে ব্রিটিশ শাসনকাঠামোতে তারা বাস করে, তা ভেঙে আবার গড়ে প্রগতির যাত্রী হতে পারে বলেই তারা চিরসুন্দর। মহাকালের প্রেক্ষাপটে দেখলে দেখা যাবে, হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা ঠিক এই কাজটাই করেছেন। বারবার নিজেদের ভেঙে-গড়ে নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছেন, পুরো পৃথিবীকে তাঁদের করায়ত্তে এনেছেন।

আমাদের যারা প্রতিপক্ষ ছিল, তারা হয় আমাদের বশ মেনেছে, নয়তো এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বুদ্ধির দিক দিয়ে আমাদের নিকটতম প্রাণী হোমো সোলোনসিস (Soloensis) ৫০ হাজার বছর আগেই এই ধরাধাম ত্যাগ করে। এর কিছুদিন পরই হোমো ডেলিসোভাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। শেষ যে নিয়ান্ডারটালের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে সেটা আরেকটু পরের, ৩০ হাজার বছর আগের। এর পরও কিছু বামন আকৃতির মানুষ ছিল, তারাও ১২ হাজার বছর আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমরা যে টিকে আছি, জগতের যাবতীয় জীব ও জড় পদার্থকে পদানত করতে পেরেছি, তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আমরা কখনো নিজেদের পরিবর্তন করে, কখনো বা প্রকৃতিতে পরিবর্তন এনে ক্রমাগত আমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছি। আমরা ভালো করেই জানি, শুধু উপভোগের জন্য নয়, টিকে থাকার জন্যও আমাদের এই ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে চলমান রাখতে হয় এবং সেটাকে চলমান রাখার অন্যতম চালিকাশক্তি হলো এই অভিযোজন করার মানসিকতা ও দক্ষতা।

ইউরোপ যে এভাবে এগিয়ে গেল তার কারণ কিন্তু শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়। ১৮৫০ সালের আগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দিক দিয়ে এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। যে প্রযুক্তি দিয়ে ক্যাপ্টেন কুক অস্ট্রেলিয়া দখল করলেন, সেই একই প্রযুক্তি দিয়ে ক্যাপ্টেন ওয়ান জেংসে বা ক্যাপ্টেন হোসেইন পাশা ওই একই কাজ করতে পারতেন। তাঁরা সেটা করেননি।

তবে আমরা সবাই যে অভিযোজনে সমান সক্ষম, তা নয়। শরীর ও মস্তিষ্কের গঠনের দিক থেকে বর্ণভেদে মানুষে মানুষে পার্থক্য না থাকলেও মানসিকতায় সামান্য পরিবর্তনও অভিযোজন ক্ষমতাকে বাড়াতে-কমাতে পারে, রাজাকে ভিখারি কিংবা ভিখারিকে রাজা বানাতে পারে। এই যে ইউরোপীয়রা একসময় সারা পৃথিবীর রাজা বনে গিয়েছিল, তার মূল কারণ হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য যে মানসিকতা প্রয়োজন, সেটা গত মিলেনিয়ামের মাঝামাঝি এসে তারা অন্য যে কারো চেয়ে অনেক ভালোভাবে অর্জন করে ফেলেছিল। ইউরোপীয়দের অগ্রগতি একটু-আধটু শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। ১৫০০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে তারা আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। তার পরও তখন পর্যন্ত এশিয়ার চীন, ভারত, মিসর বা পারস্য সভ্যতার কাছে তারা নস্যি। সেই সময় এশিয়ানরা বিশ্ব অর্থনীতির ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত। ইউরোপীয়রা যে সমুদ্রে কিংবা আমেরিকায় নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করতে পারল, তার কারণ এশিয়ার শক্তিধর দেশগুলো এদিকে নাক গলানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ইউরোপ অর্থনীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯০০ সালের দিকে এসে সেটা খুব শক্ত ভিত্তি পায়। ১৯৫০ সালে যখন পৃথিবীর মোট উৎপাদনের বেশির ভাগ পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় হচ্ছে, তখন চীনের উৎপাদন উল্টো কমে গিয়ে ৫ শতাংশে নেমে আসে।

ইউরোপ যে এভাবে এগিয়ে গেল তার কারণ কিন্তু শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নয়। ১৮৫০ সালের আগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দিক দিয়ে এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। যে প্রযুক্তি দিয়ে ক্যাপ্টেন কুক অস্ট্রেলিয়া দখল করলেন, সেই একই প্রযুক্তি দিয়ে ক্যাপ্টেন ওয়ান জেংসে বা ক্যাপ্টেন হোসেইন পাশা ওই একই কাজ করতে পারতেন। তাঁরা সেটা করেননি। কারণ কৃষির জায়গাটা যে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য এসে দখল করে নিচ্ছে, সেটা তাঁরা বুঝতে পারেননি বা বুঝলেও নতুন পরিবর্তনের জন্য যে অভিযোজন সক্ষমতার প্রয়োজন, সেটা তাঁদের ছিল না। ১৮৫০ সালে ইউরোপে যে ৪০ হাজার কিমি রেল রোড তৈরি হয়, সেটা চীনেও হতে পারত, কিন্তু চায়নিজরা তার গুরুত্বই বোঝেনি। ১৮৭৬ সালে ২৫ কিমির একটা রেল রোড তৈরি করলেও পরের বছর তারা সেটা আবার তুলে ফেলে।

সেই সময় ইউরোপে বিজ্ঞানের যে সামান্য অগ্রগতি হয়েছিল, চাইলে এশিয়ানরা সেটা কিনে বা নকল করে ব্যবহার করতে পারত। সেই সময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দিক দিয়ে নয়, এশীয়দের সঙ্গে ইউরোপীয়দের পার্থক্য ছিল বিজ্ঞানমনস্কতা ও অভিযোজন সক্ষমতায়। আধুনিক যুগের সেই শুরুর সময়টায় চায়নিজ, ভারতীয়, মুসলিম বা নেটিভ আমেরিকানরাও বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। অ্যাডাম স্মিথ কিংবা কার্ল মার্ক্স মুসলিম অর্থনীতিবিদদের অবদানে যেমন সমৃদ্ধ হয়েছেন, তেমনি ইংরেজ চিকিৎসাশাস্ত্রও নেটিভ আমেরিকান ডাক্তারদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় উপকৃত হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানে যে কেউ কারো চেয়ে খুব একটা পিছিয়ে ছিল তা নয়, পিছিয়ে ছিল সারা পৃথিবী থেকে তা সংগ্রহ করার মানসিকতায়। রোমান, মঙ্গোল বা আজটেকরা হন্যে হয়ে দেশে দেশে শুধু ক্ষমতা ও সম্পদের পেছনে ছুটেছে। কিন্তু ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা তার সঙ্গে জ্ঞান সংগ্রহের বিষয়টাকেও মাথায় রেখেছিল। যেমন নেপোলিয়ন ১৭৯৮ সালে যখন মিসর দখল করেন, তখন তিনি ১৬৫ জন বুদ্ধিজীবীকেও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এ তো গেল মানব প্রজাতির বা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কথা। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। যেমন–ফটোকপি মেশিন বা ফিল্মের ব্যবসায় একসময় জেরক্স ও কোডাক কম্পানির মনোপলি থাকলেও এখন আর তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ তারা পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি। এ কারণেই বড় বড় কম্পানির সিইওরা এখন আর তাঁদের কর্মচারী হিসেবে আর ভালো ছাত্র খোঁজেন না, খোঁজেন সৃষ্টিশীল ও অভিযোজনে সক্ষম মানুষদের।

শুধু চাকরির খাতিরে নয়, এখন শুধু একজন মানুষ হিসেবে সত্যিকারের পৃথিবীতে বাঁচতে হলেও আপনাকে অভিযোজনে সক্ষম হতেই হবে। নইলে সোশ্যাল মিডিয়া মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে আপনাকে এক অবাস্তব জগতে ডুবিয়ে রাখবে। আপনাকে দিয়ে যা খুশি খাওয়াবে, যা খুশি কেনাবে, যাকে খুশি তাকে ভোট দেওয়াবে, এমনকি আপনাকে দিয়ে সে হয়তো আপনার আত্মহননের কাজটাও করিয়ে নেবে।

ফলে এখন নজরুলের সেই 'চিরসুন্দর' না হয়ে আর উপায় নেই। পরিবর্তনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হলে কিংবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে লাখ গুণ শক্ত এই প্রযুক্তি শৃঙ্খল ভেঙে নিজেকে গড়তে হলে এই অভিযোজন সক্ষমতা অপরিহার্য।

লেখক : মাউশি ও নায়েমের সাবেক মহাপরিচালক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনৃক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

সংঘাত নয়, আলোচনায়ই সমঝোতা সম্ভব

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী বছরের শেষে কিংবা ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ওই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি এবং সমমনা বাম, ডান, কিছু কিছু নামধারী বাম যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করে আগামী নির্বাচন করতে জোট বাঁধছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিএনপির নেতৃত্বে যেসব দল ও জোট এক কাতারে শামিল হতে যাচ্ছে তারা শেখ হাসিনার সরকারকে আগে পদত্যাগ করার দাবি জানাচ্ছে। পরে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের মাধ্যমে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার লক্ষ্যে সংগঠিত হচ্ছে।

এখনো বিএনপি এককভাবে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে দলীয় নেতাকর্মীদের দ্বারা সমাবেশ ও মিছিল সংগঠিত করার পর্যায়ে রয়েছে।

বিএনপি এই সভা-সমাবেশগুলোতে মূলত লোড শেডিং, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদির প্রতিবাদের পাশাপাশি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায়ের জন্য দেশে গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টি করার ঘোষণা দিচ্ছে। অবশ্য অনেক জায়গায়ই বিএনপির এসব সভা-সমাবেশ ও মিছিল পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বাধার মুখে পড়ছে। কোথাও কোথাও সংঘর্ষও হচ্ছে। অন্য ছোট রাজনৈতিক দলগুলো এখনো মাঠে নেই। তাদের কোনো কোনোটিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভেতরে আলোচনা অনুষ্ঠান, বাইরে মানববন্ধন করতে দেখা যাচ্ছে। তবে ওই সব রাজনৈতিক ছোট দল ও জোটের অবস্থান এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বড় দল হিসেবে বিএনপি দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংগঠিত হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। নেতাকর্মীদের মধ্যে লড়াকু মনোভাবও দেখা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ এখনো এসব দলীয় সমাবেশে যোগ দিচ্ছে বলে মনে হয় না। তাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণের পর্যায়ে রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষেরই কেউ না কেউ আহত হচ্ছেন। কোথাও কোথাও পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এগিয়ে যায় এবং ধাওয়াধাওয়ির ঘটনা ঘটে। বিএনপির আন্দোলন এখনো কিছু সংঘাত-সংঘর্ষে আক্রান্ত হলেও তাদের কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। কোথাও কোথাও অবশ্য অভ্যন্তরীণ নেতাকর্মীদের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। বিএনপির নেতাকর্মীদের ধারণা, তাঁরা বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাবে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং জ্বালানি তেলের সংকটের ইস্যুকে কেন্দ্র করে জনসাধারণকে তাদের আন্দোলনে যুক্ত করতে পারবে। অবশ্য এরই মধ্যে লোড শেডিং কমে যাওয়ায় হারিকেন মিছিল মোমবাতি প্রজ্বালনে নেমে এসেছে। দ্রব্যমূল্য সরকারের পক্ষে কতটা কমানো সম্ভব হবে সেটি অবশ্য জটিল প্রশ্ন। কারণ এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও মুদ্রাস্ফীতি। যার প্রভাব থেকে বাংলাদেশ মুক্ত নয়। সুতরাং এই ইস্যুতে আন্দোলন করা গেলেও এটিকে শেখ হাসিনার সরকার পতনের আন্দোলনে রূপান্তর করা আদৌ সম্ভব হবে কি না সেটি একটি জটিল বিষয়।

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এবারের দাবি ১৯৯৪-৯৬-এর মতো ব্যাপক জনসমর্থন পাওয়ার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। কারণ তখন মানুষ ১৯৯১-এর নির্বাচন থেকে কিছুটা ধারণা নিয়ে দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে যা ভেবেছিল তার সবটাই ছিল ভবিষ্যৎ কল্পনা। সে কারণে তখন মানুষ দল-মত-নির্বিশেষে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে ওই রকম একটি সরকারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাই আন্দোলনও অনেকটা গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিয়েছিল। যেখানে ১৫ ফেব্রুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচন, সংসদ এবং খালেদা জিয়ার সরকার অসহযোগ আন্দোলনের মুখে টিকে থাকতে পারেনি। দ্রুত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে সংসদ ভেঙে দিয়ে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তিন মেয়াদে চারটি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠিত হওয়া এবং পরম্পরা সরকারগুলোর বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়া কিংবা নিজেরা সৃষ্টি করার কারণে দেশ ভয়াবহ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক গভীর সংকটে পড়েছিল। ১৯৯৬ সালে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৮ থেকে ২১ মে তারিখে সামরিক অভ্যুত্থানের মুখে পড়ে, ২০০১ সালের ১৫ জুলাই দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনভিজ্ঞতা, দুর্বলতা কিংবা পক্ষপাতিত্বের কারণে ভোটের আগে ও পরে যে নৈরাজ্য দমনে ব্যর্থ হয়েছিল তা পুরো ভোটগ্রহণ, ফলাফল প্রকাশসহ নির্বাচনব্যবস্থাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকার বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কে এম হাসানের পদ নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। সব বিরোধী দল তা প্রত্যাখ্যান করার পর জোট সরকার মেয়াদ শেষে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে প্ররোচিত করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক ধারা লঙ্ঘন করে গঠিত সরকারও নির্বাচন নিয়ে যে রং-তামাশা সৃষ্টি করেছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় দেশ ফুলেফেঁপে উঠেছিল, চারজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেছিলেন। এর পরও জানুয়ারি মাসে নির্বাচনের নামে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হতে থাকে। এর ফলে ১/১১ সৃষ্টি হয়। তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদায় নেয়।

১২ জানুয়ারি গঠিত হয় আরেকটি নতুন সরকার। অনির্বাচিত এই সরকারের পেছনে সামরিক-বেসামরিক নানা গোষ্ঠী জড়িয়ে পড়ে, বিরাজনৈতিকীকরণের চেষ্টা হয়, কিংস পার্টি গঠিত হয়, দেশ চরম সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকটে পড়ে। ছাত্র, শিক্ষক, বিভিন্ন পেশার মানুষের আন্দোলন এবং বিদেশিদের চাপে সরকার নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। অবশেষে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ৬ জানুয়ারি সরকার গঠিত হয়। দেশ গভীর সংকট থেকে মুক্তি পায়।

১২ জানুয়ারি গঠিত হয় আরেকটি নতুন সরকার। অনির্বাচিত এই সরকারের পেছনে সামরিক-বেসামরিক নানা গোষ্ঠী জড়িয়ে পড়ে, বিরাজনৈতিকীকরণের চেষ্টা হয়, কিংস পার্টি গঠিত হয়, দেশ চরম সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকটে পড়ে। ছাত্র, শিক্ষক, বিভিন্ন পেশার মানুষের আন্দোলন এবং বিদেশিদের চাপে সরকার নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। অবশেষে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ৬ জানুয়ারি সরকার গঠিত হয়। দেশ গভীর সংকট থেকে মুক্তি পায়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পথচলার এই ভয়ংকর স্মৃতি ভুলে যাওয়ার নয়। সে কারণে নির্দলীয় সরকারের দাবি তেমন জনসমর্থন পাচ্ছে না। যদিও অনেকেই ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে দোলাচলে দুলছেন, নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিবন্ধকতা দূর করার দুনিয়াব্যাপী অভিজ্ঞতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনেকের আছে দূরদৃষ্টির অভাব, অনেকে বিষয়গুলো নিয়ে হালকাভাবেই ভাবেন। কিন্তু গণতন্ত্র এবং নির্বাচনের রাজনীতি ভাবাবেগের বিষয় নয়। এটি নিয়মসিদ্ধ পথেই অর্জন করতে হবে। ভিন্নপথে চলতে গিয়ে গর্তে বারবার পড়েও অনেকের হুঁশ হচ্ছে না—সেটি ভাবার বিষয়। তবে সচেতন মানুষ নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকলেও নির্দলীয় ব্যক্তি কিংবা সরকার গঠনের বাস্তবসম্মত কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। আন্দোলনরত বিএনপিও কোনো নির্দলীয় সরকারের রূপরেখা এ পর্যন্ত প্রস্তুত করতে পারেনি। বিএনপির হাতেই তো ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা দেশকে সংকটে ফেলে দেয়। বিএনপি বা অন্যান্য দল যতই এ দাবি মাঠে গলা ফাটিয়ে করুক না কেন। কিন্তু তাদের পক্ষে রূপরেখা দেওয়া সম্ভব হবে কি না, সেটি গ্রহণযোগ্য হবে কি না—সেসব প্রশ্নের উত্তর কারোরই জানা নেই। সুতরাং একটি সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করার পর দেশে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে তার ধকল কেউই সহ্য করতে পারবে না—এটি অনেকেই বুঝতে পারছে। সুতরাং বিএনপি এবং তার সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া দলগুলো যে দাবি করছে তা নিয়ে মাঠ কিছুটা গরম করা গেলেও ১৯৯৪-৯৬-এর পরিস্থিতি হবে বলে মনে হয় না।

তাহলে করণীয় কী? এটি একটি মস্ত বড় প্রশ্ন। নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে—এ প্রশ্নে কোনো বিভ্রান্তি থাকার কারণ নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারও আমাদের সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে পারেনি, দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু হওয়ার কৃতিত্ব বেশি দাবি করা যাবে না। তবে অপেক্ষাকৃত নির্বাচিত সরকারের অধীনেই ঐকমত্যের ভিত্তিতে সুষ্ঠু নির্বাচন করার নানামুখী উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নিতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। ২০১৩ সালে একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, কোনো কোনো নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাবের কারণে সেই সুযোগটি দেশ হারিয়েছে। সেই বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা অনেকের ভালো লাগবে না। তবে যেই উদ্যোগ তখন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বিরোধীদলীয় নেত্রীর প্রতি রাখা হয়েছিল, সেটি যদি দুই নেত্রী একত্রে বসে একটি সাংবিধানিক বিধির মতো চুক্তিপত্র তৈরি করতেন, যেখানে বাংলাদেশে নির্বাচনকালে সংসদে নির্বাচিত সরকারি ও বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করতেন, যে সরকার নির্বাচনকালে শুধু রুটিন দায়িত্ব ছাড়া কোনো বড় ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে এমন ব্যবস্থা গৃহীত হতো—তাহলে বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে প্রতিবারই আস্থার সংকট সৃষ্টির সুযোগ হতো না।

২০১৩ সালের সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও ভবিষ্যৎ নির্বাচনের জন্য সেই ধরনের ব্যবস্থা করা যাবে না—এ-মনটি তো হতে পারে না। সেটি করতে হলে সরকারি দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। সেখানে কোনো বিশেষ দলের জয়-পরাজয় নয়; বরং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে করণীয় সব উদ্যোগ বিবেচনায় নিতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে, নির্বাচনকালীন সরকারও কোনোভাবেই বিতর্কে জড়ানোর মতো কাজ করবে না—এমন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। এই পথ ছাড়া অন্য পথে নির্বাচনের কথা ভাবতে গেলেই দেশে সংঘাত ও হানাহানি যেমন বাড়বে, একই সঙ্গে নির্বাচনী ব্যবস্থা আরো ভেঙে পড়বে। সে ক্ষেত্রে দেশে নৈরাজ্য, হানাহানি এবং প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব গোটা রাজনীতিতে ছড়িয়ে পড়বে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিবিসিতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হওয়া যায় কি না সেই চেষ্টা ও উদ্যোগ আগে করা জরুরি। সেখানে যাঁর ব্যত্যয় ঘটবে তাঁর বিরুদ্ধেই জনমত চলে যেতে পারে। বিষয়টি ফেলে দেওয়ার নয়, বরং গভীরভাবে উপলব্ধিরও বটে।

লেখক: সাবেক অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্ন্যান্স ও সরকারি কলেজের গভর্নিং বডি

ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান খান

একটি এফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি হিসাবে ১৯৯২ সালের ৩৭নং আইনানুসারে যাত্রা শুরু করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। মূলত ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিভুক্ত কলেজগুলো তদারকি সংক্রান্ত বাড়তি চাপ থেকে মুক্ত করতে এবং সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোর শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়টির অধিভুক্ত কলেজগুলোয় অধ্যয়ন করেন ২৯ লাখ ৭৫ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী।

অধিভুক্ত কলেজগুলোর শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও যাত্রার কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়টি জড়িয়ে পড়ে নিয়োগ বাণিজ্যসহ নানাবিধ নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে। একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয়টির অদূরদর্শিতার পরিচয় মিলে বিশেষ করে ভর্তি প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে। প্রথমদিকে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির বিধান থাকলেও হঠাৎ করেই এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী বাছাই শুরু হয়।

ফলে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাবহারিক পরীক্ষায় তুলনামূলক অধিক নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এগিয়ে থাকে অধিভুক্ত কলেজগুলোয় ভর্তির ক্ষেত্রে। কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এইচএসসি পর্যন্ত বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগের সিলেবাস তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত। ফলে এসব শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্সে ভর্তির সুযোগ পেলেও মৌলিক ভিত দুর্বল থাকায় তাদের অনেকের পক্ষেই বেশিদূর এগোনো সম্ভব হয় না।

এতে বৃদ্ধি পায় ঝরে পড়ার হার। অপচয় বাড়ে রাষ্ট্রীয় অর্থের আর মহামূল্যবান সম্পদ তারুণ্যের। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণকল্পে কোনো গবেষণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। বরং জনবল ও অবকাঠামোগত আবশ্যকীয়তা উপেক্ষা করে যত্রতত্র এবং বাজার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালুর মতো অপরিণামদর্শী কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

তাছাড়া কয়েক বছর ধরে চলে আসা তীব্র সেশনজট কমাতে বিশ্ববিদ্যালয়টি ক্রাশ প্রোগ্রাম নামে কিছু অভিনব কৌশল গ্রহণ করে। কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট সেশনের মেয়াদ পূর্তির আগেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এছাড়া দ্রুত ফলাফল প্রকাশের লক্ষ্যে সুদীর্ঘ সময় প্রচলিত প্রতিটি উত্তরপত্র কমপক্ষে দুজন পরীক্ষকের মূল্যায়নের বিধান প্রত্যাহার করে, একজন মূল পরীক্ষক এবং বেশ কয়েকজন পরীক্ষকের মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্রের যথার্থতা যাচাইয়ে একজন প্রধান পরীক্ষক নিয়োগের বিধান প্রবর্তন করা হয়। এই নবতর পদ্ধতি উত্তরপত্রের সঠিক মূল্যায়নের প্রশ্নটিকে তীব্র করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর একটি আয়বর্ধক ও নিবর্তনমূলক কর্মসূচি হচ্ছে, সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তীব্র প্রতিযোগিতার বৈতরণি পার হওয়ার অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকি কাটাতে বিপুলসংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থী মোটা অঙ্কের ফি দিয়ে অধিভুক্ত কলেজে ভর্তি হন। তাদের একটা বৃহৎ অংশ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বাতিলের আবেদন করেন। অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, ভর্তি বাতিলের জন্যও শিক্ষার্থীদের দিতে হয় নির্দিষ্ট ফি। তাছাড়া উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অযাচিত ফি নির্ধারণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ক্রমান্বয়ে এমন একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, অনেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় পেট্রোলিয়াম করপোরেশন সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব কর্মকাণ্ড সচেতন শিক্ষাবিদদের উদ্বিগ্ন করে তুলছে।

এতে বৃদ্ধি পায় ঝরে পড়ার হার। অপচয় বাড়ে রাষ্ট্রীয় অর্থের আর মহামূল্যবান সম্পদ তারুণ্যের। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণকল্পে কোনো গবেষণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। বরং জনবল ও অবকাঠামোগত আবশ্যকীয়তা উপেক্ষা করে যত্রতত্র এবং বাজার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালুর মতো অপরিণামদর্শী কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক একটি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এ উদ্বিগ্নতার পারদ চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছার অপেক্ষায়। জানা যায়, অধিভুক্ত সরকারি কলেজগুলোর মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গভর্নিং বডি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির এ উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কলেজসংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এমনকি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যেও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ছে।

১৯৯২ সালের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ধারা-২৪-এর উপধারা-২-এ অধিভুক্ত কলেজসহ পরিচালনায় গভর্নিং বডি গঠনের কথা বলা আছে। সম্প্রতি দেশ টিভি কর্তৃক আয়োজিত একটি টকশোতে সংশ্লিষ্ট আইনটি প্রণয়নের সময় দায়িত্বে থাকা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, এই আইনটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভেটিং প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ ছিল। অথচ এ ত্রুটিপূর্ণ বিধানের দোহাই দিয়েই সরকারি কলেজগুলো পরিচালনায় গভর্নিং বডি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বাস্তবতা হচ্ছে, সরকারি কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর ব্যবস্থাপনা এবং পাঠদানের দায়িত্ব পালন করেন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তারা। যারা ১৯৮১ সালের ক্যাডার রিক্রুটমেন্ট রুলস অনুযায়ী সিভিল সার্ভিসের অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তার মতো বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে, মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদায়ন লাভ করেন। তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বদলি, পদোন্নতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তির বিষয়াদিও সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ক্ষেত্রমতো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পাদন করে থাকে। সরকারি কলেজগুলোর অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের মাধ্যমে বিধি মোতাবেক পরিচালিত হয়। তাছাড়া সরকারি কলেজগুলোর অভ্যন্তরীণ আয়ব্যয়ের বাৎসরিক নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে মুখ্য (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

সাক্ষাৎকারে সাবিনা খাতুন

যাদের জন্য এত দূর এসেছি, কাউকেই ভুলিনি

উৎপল শুভ্র

বাফুফে ভবনে মাত্রই শেষ হয়েছে সংবাদ সম্মেলন। তাঁর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলার জন্য অপেক্ষমাণ আরও অনেক সাংবাদিক। কোচের সঙ্গে আবার বাইরে কোথায় যেন যেতে হবে। এই তুমুল ব্যস্ততার মধ্যেই একটু সময় বের করে উৎপল শুভ্রকে সাক্ষাৎকার দিলেন সাফজয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন

উৎপল শুভ্র: আপনারা দেশে ফেরার পর যা হলো, এমন কিছু তো বাংলাদেশে আর কখনো হয়নি। এই যে নেপালে খেলতে গেলেন, শিরোপা জিতলেন, আপনি সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন, সেরা খেলোয়াড়ও, দেশে ফিরে এমন সংবর্ধনা...মাঝখানে একটা রাত যাওয়ার পর পুরো বিষয়টা কেমন মনে হচ্ছে, একটু কি স্বপ্নস্বপ্ন লাগছে?

সাবিনা খাতুন: চ্যাম্পিয়ন ট্রফিটা আমাদের মেয়েদের দলের জন্য স্বপ্ন ছিল। ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারের জন্যও আমার স্বপ্ন ছিল দেশকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি দেওয়ার। গতকালের বিষয় নিয়ে যদি বলি, তাহলে বলব, হঠাৎ হঠাৎ আমার মনে হয়েছে আমি স্বপ্নের ভেতরে আছি কি না! বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ যে ফুটবলকে এত ভালোবাসে, তা বুঝতে পেরে আমি আলোড়িত। কালকের ঘটনায় বোঝা যায় তারা বাংলাদেশকে কতটা ভালোবাসে, ফুটবলকে কতটা ভালোবাসে, বিশেষ করে মেয়েদের কতটা ভালোবাসে। এটা অবশ্যই আমার ক্যারিয়ারের একটা সেরা দিন। আমার বয়সে আমার মনে হয় না, এত মানুষ আমি একসঙ্গে দেখেছি।

শুভ্র: নেপাল থাকতেই তো এমন কিছু হবে বলে আভাস পাচ্ছিলেন। বিশেষ করে ফেসবুকে যেমন ঝড় উঠেছিল...

সাবিনা: হবে ভেবেছি, তবে এতটা প্রত্যাশা করি নাই।

শুভ্র: বয়সভিত্তিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অনেক সাফল্য ছিল, কিন্তু জাতীয় দলে কম বয়সী খেলোয়াড় বেশি বলেই সেখানে সাফল্য আসছিল না। আপনি কি একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন, কারণ আপনার বয়স ২৯ ছুঁই ছুঁই, ক্যারিয়ারের খুব বেশি আর বাকি নেই...

সাবিনা: ক্যারিয়ার আর কত দিন আছে না আছে, এটা আসলে নির্ভর করে নিজের পারফরম্যান্সের ওপর।

শুভ্র: তা তো অবশ্যই। এটা বলছি এ কারণে যে বয়সভিত্তিক দলগুলো যখন জিতছিল, সিনিয়াররা পারছিল না, আপনিও বুঝতে পারছিলেন, এতে আরও সময় লাগবে...

সাবিনা: যেহেতু ওরা এখনো ছোট ছিল, ওভাবে ম্যাচুরিটি আসেনি। মাত্র বয়সভিত্তিক দল থেকে সিনিয়র লেভেলে আসছে। প্রেসিডেন্টও (বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন) বলেছেন, ২০২৪-২৫ সালের দিকে শিরোপা প্রত্যাশা করেছিলেন, এর আগেই আমরা তা পেয়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত এটা নির্ভর করে মেয়েদের পারফরম্যান্সের ওপরে। পারফরম্যান্স ভালো, শিরোপা জিতে ফেলেছি, মেয়েদের ফুটবল সামনে যাচ্ছে।

শুভ্র: বাফুফে সভাপতি এবারই ট্রফির আশা করেননি, আপনি কি করেছিলেন?

সাবিনা: নাহ্! তবে মনে হয়েছে ভালো কিছু হবে, মেয়েদের ওপর বিশ্বাস ছিল। সবকিছু মিলেই এটা হয়েছে।

শুভ্র: দলে আপনার ভূমিকার কথা যদি বলি, আপনি এই দলের সবচেয়ে বড় তারকা। পারফরম্যান্স, অভিজ্ঞতা–সবকিছু মিলিয়েই। বয়সেও আপনি ওদের চেয়ে অনেক বড়। বয়সের কারণে আপনার ভূমিকাটা কি অধিনায়কের সঙ্গে অনেকটা বড় বোনের মতোও?

সাবিনা: ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ।

শুভ্র: সেটা তো আমরা জানি। দলে যেহেতু ১৯২০ বছর বয়সী খেলোয়াড়ই বেশি, অভিভাবকসুলভ একটা ভূমিকাও কি আছে আপনার?

সাবিনা: অভিভাবক বলতে একজন অধিনায়ক হিসেবে মাঠ ও মাঠের বাইরে যা করা দরকার, আমি তা করার ফাইনালে যাব।

শুভ্র: এর আগে আমরা ভারত, নেপালকে কোনো দিন হারাতে পারিনি। সেটাও ১২টা ম্যাচ না, এক দলের সঙ্গে ১০ ম্যাচ (ভারত), আরেক দলের সঙ্গে ৮ (নেপাল)। সেই দুটি দলকেই হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া তো বিরাট ব্যাপার...

সাবিনা: মেয়েদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ছিল। স্যারদেরও চেষ্টা করি।

শুভ্র: এর বাইরে জীবন সম্পর্কেও কি ওঁদের গাইড করেন? কারণ, আপনি অনেক বছর ধরে খেলছেন, অনেক কিছুর ভেতর দিয়ে এসেছেন...

সাবিনা: সবার জীবনেই কোনো না কোনো সমস্যা আছে, প্রতিবন্ধকতা আছে। ওদেরও আছে। কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে সাপোর্ট দিই, নিজেরটাও ওদের সঙ্গে শেয়ার করি।

শুভ্র: আপনার মুকুটে তো অনেক পালক। জাতীয় দলে খেলছেন সেই ২০০৯ সাল থেকে, ২০১৫ থেকে অধিনায়ক। মালদ্বীপে খেলেছেন, ভারতে খেলেছেন। অনেক কিছুতেই বাংলাদেশের প্রথম, গোলসংখ্যায়ও আপনার ধারেকাছে কেউ নেই। এত কিছুর পরও আপনি যখন কল্পনা করতেন, একটা বড় কিছু অর্জন করতে চাই, সেটা কি এই সাফ শিরোপা?

সাবিনা: অবশ্যই আমার স্বপ্ন ছিল সাফে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি।

শুভ্র: সেই স্বপ্ন তো পূরণ হয়ে গেল। এখন কী?

সাবিনা: যেহেতু ফেডারেশন চাচ্ছে, এশিয়ার মধ্যে নিজেদের আরও ভালো অবস্থানে নিয়ে যেতে চাই। নিজেদের সেভাবে তৈরি করতে চাই।

শুভ্র: সে জন্য কী করতে হবে?

সাবিনা: অবশ্যই আরও প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। প্র্যাকটিস, জিম...। প্রেসিডেন্ট স্যার বলেছেন, ভালো করার জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া দরকার, সেগুলো তাঁরা দেবেন।

শুভ্র: আপনার সুনির্দিষ্ট কোনো চাওয়া আছে? এত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আপনার কী মনে হয়, এই এই জায়গাগুলো ঠিক করলে আমাদের মেয়েদের টিম আরও ভালো হতো। (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

বিএনপির ভবিষ্যৎ



গোলাম মাওলা রনি

এমন একটি সময় ছিল যখন বিএনপির ভবিষ্যৎ নিয়ে বেগম জিয়া অথবা তারেক রহমানের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তারা ছাড়াও বিএনপির অনেক শীর্ষ নেতা দলটির ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন এবং অনাগত দিনে কী হবে ইত্যাদি হাজারও প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে তারা রীতিমতো পেরেশানিতে পড়ে যেতেন। তারা অঞ্চল ভেদে ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনায় বসতেন এবং দলের দুরবস্থার জন্য এক অঞ্চলের নেতারা অন্য অঞ্চলের নেতাদের দায়ী করতেন। এ ছাড়াও তাদের মধ্যে আরো নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক হতো। দলের প্রবীণ নেতৃত্ব বনাম নবীন নেতৃত্ব, মনোনয়ন বাণিজ্য, কমিটি গঠন নিয়ে বিভিন্ন আপত্তি-অভিযোগ ছাড়াও বিএনপি-জামায়াত জোট হিসেবে পরিচিতি পাওয়া রাজনৈতিক জোটটির অন্য শরিকদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ ও আক্ষেপের নিষ্পত্তি করতে গিয়েও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব রীতিমতো হিমশিম খেতেন। বিএনপির উল্লিখিত অভ্যন্তরীণ সমস্যার পাশাপাশি দলটিকে নিয়ে আওয়ামী লীগের ঠাট্টা মশকারা, বহুবিধ কূটনৈতিক চাল, মামলা-হামলা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা, অর্থনৈতিকভাবে বিএনপির নেতাকর্মীদের ক্ষতিসাধন এবং চাকরি-বাকরি-ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে শুরু করে বিয়েশাদি-প্রেম-ভালোবাসা-আনন্দ-বিনোদনে বিষ ঢেলে দেয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দলের সব স্তরের নেতাকর্মীদের শেষ করে দেয়ার নীলনকশার কারণে বিএনপির ভবিষ্যৎ নিয়ে খোদ দলের নেতাকর্মীদের মধ্যেই আতঙ্ক বিরাজ করছিল। বিশেষ করে দেশ-বিদেশ কাঁপানো কিছু গুম-খুনের ঘটনা, গায়েবি মামলার তান্ডব, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাজানো মামলা, মিথ্যা ও আজগুবি মামলা ছাড়াও হাতুড়ি বাহিনী, হেলমেট বাহিনী, লগি-বৈঠার সৈনিক- ইত্যাদি শিরোনাম সংবলিত মনুষ্য সৃষ্ট আজাব-গজবে বিএনপিকে নির্জীব-নিঃশেষ এবং দেউলিয়া বানানোর যে কৌশল তাদের রাজনৈতিক শত্রুরা নিয়েছিল তা দলটির ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

উপরি উক্ত অবস্থায় বিএনপি আন্দোলন-লড়াই-সংগ্রামের মুরোদ নিয়ে কটাক্ষ করতে করতে আওয়ামী লীগের লোকজন ক্লান্ত-বিধ্বস্তও হয়ে পড়ছিল। ঠিক তখনই অনেকটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বিএনপি হঠাৎ করে ১৮০ ডিগ্রি এঙ্গেলে এসে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াল তা নিয়ে সরকারি দলে হিসাব-নিকাশ অথবা আতঙ্ক-উৎকণ্ঠার শেষ নেই। বিষয়টি বিএনপিবিরোধী লোকজনের ওপর কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা বুঝানোর জন্য এরশাদ জমানার একটি জনপ্রিয় কৌতুক বর্ণনার লোভ সামলাতে পারছি না।

এরশাদ জমানার শেষ দিকে কৌতুকটি বেশ মুখরোচক গল্পে পরিণত হয়েছিল। যদিও ঘটনাটি ছিল নিছক রূপক মাত্র। কিন্তু আশির দশকের আবহমান বাংলার সরলসোজা মানুষগুলো ওসব রূপক-ঠুপক বুঝত না- তারা ঘটনাটিকে সত্যি ভাবত। কারণ এরশাদ শাসনামলে একটি লং ড্রাইভের গল্পের পর একটি পাতানো নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ এবং রাজপথে বিএনপির দুর্দান্ত অবস্থানের কারণে বিএনপি সম্পর্কে মানুষের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য রাজনৈতিক দলগুলো থেকে অনেক বেশি। ঠিক সেই সময়ে এরশাদের নাপিতসংক্রান্ত কৌতুকটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। কৌতুকটি বলা হতো এভাবে, এরশাদের নাপিত চুল কাটতে গিয়ে সব সময় বিএনপি সম্পর্কে নানান কথাবার্তা বলা আরম্ভ করেন। এরশাদ এক দিন মহা বিরক্ত হয়ে নাপিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, আরে মিয়া তুমি এত বিএনপি বিএনপি করো ক্যান। নাপিত বললেন-স্যার! বিএনপির নাম শুনলে আপনার চুলগুলো সব খাড়ায়া যায়! আর তখন চুল কাটা আমার জন্য সহজ হয়ে যায়।



উল্লিখিত কৌতুকটি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এসে মনে হবার মূল কারণ হলো আওয়ামী লীগের লোকজনের মধ্যে ইদানীংকালে যে বিএনপি ভীতি লক্ষ করা যাচ্ছে তা এরশাদ জমানার সেই বিএনপি ভীতির সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করছে। আওয়ামী লীগের লোকজন যেভাবে সকাল সন্ধ্যায় তারেক রহমানকে গালাগাল দিয়ে দান-াপানি গ্রহণ করে অথবা বিএনপির নাম শুনলে তাদের মুখ যেভাবে বিকৃত হয়ে যায় তা আমরা নিকট অতীতে কোনো দিন দেখিনি। বিশেষ করে কট্টর বিএনপিবিরোধী লোকজন যাদের বয়স সত্তর বছরের বেশি এবং যারা নিজেদের বার্ধক্য লুকানোর জন্য বাহারি থেরাপি নেন এবং চোখমুখে নানান মেকআপ ও রঙচঙ মাখেন তারা এখন বিএনপিকে নিয়ে মহাবিপদে আছেন। কারণ বহু টাকা খরচ করে যারা নিজেদের গলা ও গালের চামড়ার ঝুলে যাওয়া লুকানোর জন্য থেরাপি নেন এবং যেখানে কমপক্ষে দুই সপ্তাহ সেসব থেরাপির কার্যকারিতা থাকার কথা তা বিএনপির কারণে এক ঘণ্টার মধ্যে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে জনসম্মুখে অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রায়ই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যান।

বিএনপির রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং শত্রুদের মনে হঠাৎ করে কেন এত বিএনপিভীতি শুরু হলো অথবা বিএনপির নাম শুনলে কেন তাদের চিত্তে চঞ্চলতা দেখা দেয় অথবা তাদের শরীর কেন অস্থিরতায় কাঁপতে থাকে তা নিয়ে আরেকটি রসঘন নিবন্ধ লেখার চেষ্টা করব। আজকের নিবন্ধে আমি বিএনপির ঘুরে দাঁড়ানোর কার্যকারণ এবং আওয়ামী লীগ কেন বিএনপির সাথে বেসামাল আচরণ করছে তার কিছু বাস্তব নমুনা পেশ করব যার মাধ্যমে আজকের শিরোনাম অর্থাৎ বিএনপির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে!

বিএনপির দুর্ভোগ দুর্দশা শুরু হয়েছিল ২০০৫ সাল থেকে যখন ক্ষমতার আধিপত্য এবং গণতন্ত্রের সাধারণ সূত্রের মধ্যে বিএনপির তৎকালীন এমপি-মন্ত্রী আমলা-কামলারা সমন্বয় ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। পরে এক-এগারোর দুর্বিষহ ধাক্কা এবং ২০০৯ সাল থেকে আজ অবধি বিএনপি যে চতুর্মুখী ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে পড়েছে তার সাথে কেবল মরুঝড় সাইমুমের ভয়াবহতার তুলনা করা যেতে পারে। এক-এগারোর সময়ে বেগম জিয়ার ওপর যে চতুর্মুখী চাপ এবং পরে মা-ভাই এবং প্রিয় সন্তানের মৃত্যুর বোঝা মাথায় নিয়ে তার টিকে থাকা এবং আজ অবধি অবিচল থাকার কার্যকারণ না বুঝার কারণেই-বিএনপিবিরোধীরা বিএনপিকে নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করেছে তা প্রাকৃতিক কারণেই এখন তাদের জন্য গলার কাঁটায় পরিণত হয়েছে।

বিএনপির দীর্ঘ দিনের ব্যর্থতা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো নিয়ে যদি আপনারা চিন্তাভাবনা করেন তবে দেখতে পাবেন যে, অতীতে তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট গন্তব্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতায় যাওয়ার লোভ তাদের তাড়া করত। তৃতীয়ত, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তারা সময় সুযোগ এবং বিভিন্ন দেশী-বিদেশী চক্রের সাহায্য-সহযোগিতার ওপর নির্ভর করত। এর বাইরে তারা ২০১৬ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কে অহেতুক ভয় পাওয়ার পাশাপাশি দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়। তারেক রহমান নাকি বেগম জিয়া কে হবেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী অথবা তারেক রহমানকে বিএনপির কান্ডারি হিসেবে মেনে নিতে দলের অনেক অনেক সিনিয়র নেতার মধ্যে সঙ্কোচ ছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার প্রকাশ্যে বিরূপ মন্তব্য করে দলের রাজনৈতিক শক্তি দুর্বল করে দিতেন। উল্লিখিত অবস্থার কারণে বিএনপি বারবার ভুল করেছে কখনো বা বিভ্রান্ত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রতারিত হয়েছে বা ঠকেছে এবং একেকটি ব্যর্থতার হাত ধরে যখন দ্বিতীয় ব্যর্থতার দিকে এগিয়েছে তখন তাদের সেই করুণ অবস্থা দেখে প্রতিপক্ষরা ইচ্ছেমতো ঠাট্টা-মশকারা করার সুযোগ পেয়েছে। পরাজয় ও ব্যর্থতার ধারাবাহিক হ্যাটট্রিকের পর বিএনপি কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে তা যদি বিশ্লেষণ করেন তবে আপনি নিম্নলিখিত সমীকরণ দেখতে পারেন।

প্রথমত, বিএনপি এখন ক্ষমতায় যাওয়া, নির্বাচন করা, ভোটাভুটি ইত্যাদি বাদ দিয়ে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে সরকারের যাবতীয় কুকর্মের বিরুদ্ধে। ফলে তাদের গন্তব্য নিয়ে অতীতে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল বা ক্ষমতা লাভের ব্যাপারে যে বহুমুখী দেশী-বিদেশী সমীকরণের সাথে সময় নষ্ট করার ইতিহাস ছিল এখন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম এবং আওয়ামী লীগকে পরাজিত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় এসে নির্ধারিত হয়েছে। তারা ক্ষমতায় যাওয়া, নির্বাচন ইত্যাদি পরিহার করে যখন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে বিদায় এবং আওয়ামী লীগের সব কুকর্মের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের বিষয়ে যখন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে ঠিক তখনই তাদের কর্মে এক অলৌকিক গতিময়তা যুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগ সম্পর্কে অহেতুক ভয়-দ্বিধা ও সঙ্কোচ তাদের ২০১৬ সাল থেকে যেভাবে তাড়া করছিল তা থেকেও তারা সাম্প্রতিক সময়ে বের হয়ে আসতে পেরেছে। এর ফলে ২০২২ সালের আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে তারা বহু বছর পর আবারো খন্ডিতভাবে বেগম জিয়ার জন্মদিন পালন করেছে। তারা এখন মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের ভূমিকা এবং বঙ্গবন্ধুর ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে বেশ খোলামেলা বক্তব্য দেয়া আরম্ভ করেছে। তারা শেখ হাসিনা নাম থেকে শেখ শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু হাসিনা বলে সম্বোধন শুরু করেছে এবং কেউ কেউ তাকে হাসিনা ওয়াজেদ বলে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় অভিহিত করছে। তারা শেখ হাসিনার নামের সাথে পারতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী শব্দটি যোগ করছে না এবং ভোট চোর শব্দটিকে ব্রান্ডিং করার ক্ষেত্রে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে শুরু করেছে।

তৃতীয়ত, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিষয়ে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তারা তারেক রহমানকেই সর্বোচ্চ নেতা নির্ধারণ করেছে এবং নজিরবিহীনভাবে ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীরূপে তারেক রহমানের নাম বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা সমিতিতে বারবার উচ্চারণ করে চলছে। এ অবস্থায় অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বিএনপির কর্মকাণ্ডে এক ধরনের গতিময়তা এসেছে। তাদের ভবিষ্যৎ টার্গেট থেকে যখন ক্ষমতায় যাওয়ার লোভটি বাদ পড়েছে তখন তাদের কর্মকান্ডে বিস্ময়কর এক শক্তি ভর করেছে, যা দেখার পর আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রীতিমতো ভড়কে গেছে। বিএনপি এখন নির্ভার ও নির্বিকারচিত্তে বলতে পারছে যে, হাসিনাকে বিশ্বাস করি না- তার অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ নয় এবং ২০১৪ ও ২০১৮ সালের ভোট চুরির সাথে জড়িত সবারই বিচার করা হবে, তখন বিএনপিবিরোধী শিবিরে যে সুনামি আরম্ভ হয় তা ইতঃপূর্বে কখনোই দেখা যায়নি। উল্লিখিত অবস্থায় বিএনপির নেতৃত্বকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় বিএনপির ভবিষ্যৎ কী, সে ক্ষেত্রে তারা একবাক্যে বলবেন যে, ভোট চোরদের কবল থেকে দেশ উদ্ধার এবং চোরদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করাই বিএনপির একমাত্র ভবিষ্যৎ।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্ন্যান্স ও সরকারি কলেজের গভর্নিং বডি

দায়িত্ব পালন করে সাংবিধানিক পদ ঈড়সঢ়ঃৎড়ষষবৎ ধহফ অঁফরঃড়ৎ এবহবৎধষ ড়ভ ইধহমষধফবংয-এর নিয়ন্ত্রাধীন প্রতিষ্ঠান লোকাল অডিট ডিপার্টমেন্ট। এমতাবস্থায় সরকারি কলেজ পরিচালনায় বেসরকারি কলেজের মতো গভর্নিং বডি তৈরির বাস্তব কোনো প্রয়োজন নেই। বরং এজাতীয় উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট কলেজগুলো একধরনের দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে।

আর ১৯৭৭ সাল থেকে বেসরকারি স্কুল-কলেজ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা স্কুল ম্যানেজিং কমিটি (এসএমসি) এবং গভর্নিং বডির কার্যক্রমকে বিবেচনায় নিলে নিঃসংশয়ে বলা যায়, সরকারি কলেজে গভর্নিং বডি তৈরির বিধান কার্যকর হলে তা অচিরেই স্থানীয় প্রভাবশালীদের সামাজিক মর্যাদা, বিত্ত এবং প্রতিপত্তি সৃষ্টির হাতিয়ারে পরিণত হবে। গভর্নিং বডিতে নিজের অবস্থান পোক্ত করতে সৃষ্টি হবে যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে লড়াই, যা স্থানীয় সামাজিক-রাজনৈতিক গণ্ডি পেরিয়ে বিস্তৃত হবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সরকারি কলেজগুলোয় কর্মরত বিসিএস (সাধারণ) শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের ক্রমবর্ধমান হতাশার স্তূপ অনতিবিলম্বে ধাবিত হবে ৯০ ডিগ্রি কৌণিক উচ্চতায়। ফলস্বরূপ সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোর শিক্ষার মানের অনিবার্য অবনমন নেহায়েতই সময়ের ব্যাপার।

এ সম্ভাব্য চিত্রকে কোনো উর্বর মস্তিষ্কের আকাশকুসুম কল্পনা ভাবার সুযোগ নেই। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক লাঞ্ছনা, উন্নয়নমূলক কাজে অর্থের হেরফেরসহ যেসব অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটছে, এর পেছনে রয়েছে এসএমসি ও গভর্নিং বডি। এসংক্রান্ত অসংখ্য ঘটনা থেকে দু-একটা ঘটনা উদাহরণ হিসাবে বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

চলতি বছরের ২৫ জুন সাভারের আশুলিয়ায় হাজী ইউনুস আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজের বখাটে ছাত্র আশরাফুল আহসান জিতুর হাতে কলেজ প্রাঙ্গণেই মারাত্মকভাবে আহত হন সহকারী অধ্যাপক উৎপল কুমার সরকার। পরে হাসপাতালে মারা যান নিবেদিতপ্রাণ এ শিক্ষক। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জিতু জানায়, ঘটনার তিন দিন আগে স্কুল প্রাঙ্গণে এক ছাত্রীর সঙ্গে জিতুকে অশালীন অবস্থায় দেখতে পেয়ে শিক্ষক উৎপল কুমার সরকার জিতুর ওই বান্ধবীকে এ পথ থেকে সরে আসতে বলেন, অন্যথায় তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে বলে জানিয়ে দেন।

জিতুর বিষয়ে তিনি গভর্নিং বডির একাধিক সদস্যকে অবহিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেন। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে জিতু শিক্ষককে হত্যা করে। জানা যায়, গভর্নিং বডিতে জিতুর পরিবারের চারজন সদস্য রয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন চাচা গভর্নিং বডির সাবেক চেয়ারম্যান, যার আশকারাতেই ক্রমে বেপরোয়া হয়ে উঠে জিতু। এ ঘটনার পর ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কলেজটির গভর্নিং বডি ভেঙে দেয়।

পরিচালনা পর্ষদের দাপটে অসহায় শিক্ষকরা বহুক্ষেত্রেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও জড়িয়ে পড়েন নানা অনিয়মের সঙ্গে। সেই গভর্নিং বডি গঠনের মাধ্যমেই অধিভুক্ত সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষার মানোন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। যার ভিত্তি ত্রিশ বছরের পুরোনো একটি ত্রুটিপূর্ণ আইন। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতারা ইতোমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে একাধিকবার বৈঠক করেছেন। প্রস্তাবিত গভর্নিং বডি গঠনের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব এবং আইনগত জটিলতা যৌক্তিকভাবে তুলে ধরে এজাতীয় উদ্যোগ থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু যতদূর জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত গভর্নিং বডি গঠনের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন। অথচ শিক্ষাব্যবস্থায় এ বিশাল পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বিস্তৃত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন কি না এবং এই জনগুরুত্বপূর্ণ সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়েছে কি না, সেটিও কারও জানা নেই।

১৮ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শিক্ষাব্যবস্থায় যে কোনো রকমের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা এবং বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার। কারণ শিক্ষাব্যবস্থা যে কোনো জাতির জন্যই অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই প্রতিফলিত হয় জাতির স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি উপাদানই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। যার যে কোনো একটির পরিবর্তন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরাপর উপাদানকে প্রভাবিত করে। তবে শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবর্তন সব সমাজেই কাম্য।

কিন্তু সেই পরিবর্তন অবশ্যই একটি দেশের আর্থসামাজিক-নৈতিক, এমনকি রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হওয়া অত্যাবশক। তাই বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডির সুদীর্ঘ নেতিবাচক অভিজ্ঞতাকে সক্রিয় বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত, সরকারি কলেজে এ ধরনের কাঠামো গঠনের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসা। শিক্ষকদের আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধকে অটুট রেখেই শিক্ষালয়গুলোকে কঠোর জবাবদিহির মধ্যে রাখার প্রয়াস নিতে হবে। কারণ আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধহীন কোনো মানুষের পক্ষে সুনাগরিক তৈরির কাজ নিতান্তই অসম্ভব। এক্ষেত্রে কেবল সরকারি কলেজে গভর্নিং বডি গঠনের প্রক্রিয়া থেকে বিরত হলেই চলবে না, বরং দেশের প্রায় ২৮ হাজার বেসরকারি স্কুল-কলেজকেও এসএমসি এবং গভর্নিং বডির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে হবে।

ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান খান, সহকারী অধ্যাপক, ময়মনসিংহ সরকারি কলেজ





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পদোন্নতির মানদন্ড হওয়া উচিত গবেষণা ও প্রকাশনা: ড. মোহাম্মদ আতাউল করিম



আতাউর রহমান

খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আতাউল করিম যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস ডার্টমাউথের এক্সিকিউটিভ ভাইস চ্যান্সেলর, প্রভোস্ট ও চিফ অপারেটিং অফিসার ।সতিনি যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুততম ভাসমান (ম্যাগলেভ) ট্রেন চলাচল প্রযুক্তির বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তার জন্ম সিলেটের বড়লেখায়, ১৯৫৩ সালে। চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক করেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি করেন।

দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্কের সিটি ইউনিভার্সিটি, আরকানসাস ইউনিভার্সিটি, ডেটন ইউনিভার্সিটি, ওল্ড ডমিনিয়ন ইউনিভার্সিটিসহ দেশটির বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, গবেষণা এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৩ সাল থেকে তিনি ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় পদটিতে রয়েছেন। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মান, বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং র‍্যাংকিংয়ে পিছিয়ে পড়ার কারণ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে সম্প্রতি কথা হয় তার সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আতাউর রহমান

প্রশ্ন: দেশসেরা দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) চলতি বছর বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ৮০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। এত পেছনে কেন তাদের স্থান?

আতাউল করিম: বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নির্ণয়ের সুপরিচিত বৈশ্বিক র‍্যাংকিং কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডসের (কিউএস) র‍্যাংকিংয়ে ২০০৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৩৬৫তম পজিশনে; ২০১০ সালে ঢাবি ও বুয়েট ৫৫০ থেকে ৬০০-এর মধ্যে ছিল; ২০১২ সালে ছিল ৬০১ থেকে ৭০০-এর মধ্যে; ২০১৪ সালে আরও পিছিয়ে গিয়ে ছিল ৭০১ থেকে ৮০০-এর মধ্যে। এ বছর র‍্যাংকিংয়ে তাদের স্থান হয়েছে ৮০১ থেকে ১০০০-এর মধ্যে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষের ইতিহাসে বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে বাজে অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে এবার, যা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য সম্মানের নয়। আমরা একটু লক্ষ করলেই দেখব-গত ১৭ বছরে আমরা র‍্যাংকিংয়ে প্রায় ৩৬৫ থেকে ৫০০ ধাপ পিছিয়ে গেছি।

প্রশ্ন: পিছিয়ে পড়ার কারণ কী?

আতাউল করিম: এর মূল কারণ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেরা আজও ঠিক করতে পারেনি তারা কী চায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের প্রকাশিত কোনো লক্ষ্য নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাইস চ্যান্সেলর যখন বলেন, ১০ টাকায় চপ-শিঙাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না; অর্থাৎ এই যদি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, তাহলে সেখানে র‍্যাংকিং নিয়ে ভাবনা আসার জায়গা কোথায়?

বিশ্ববিদ্যালয় গণতন্ত্র দিয়ে পরিচালিত হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হবে মেধায়। সবচেয়ে মেধাবী, সম্মানজনক ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদে থাকবেন, বাকিরা তাকে অনুসরণ করবেন। অথচ বাংলাদেশে দলীয় লেজুড়বৃত্তির আঁতুড়ঘর হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়। লাল দল, নীল দল, বিভিন্ন রঙা দলগুলো ঠিক করে কে বি-ভাগীয় প্রধান হবেন, কে ডিন হবেন, প্রভোস্ট হবেন, কে প্রোভিসি হবেন, ভিসি হবেন।

প্রশ্ন: পৃথিবীর ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে পরিচালিত হয়?



আতাউল করিম: পৃথিবীতে কোনো ভালো বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় না। পরিচালিত হয় মেধার ভিত্তিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকেই বেশির ভাগ মানুষকে সন্তুষ্ট রাখার নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মেধার ভিত্তিতে পরিচালিত না হলে যেটি হয়; যেমন ধরুন আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হয়ে যদি একজন অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেন, তিনি কিন্তু চাকরির বয়স পর্যন্তই শিক্ষকতা করবেন। তিনি যখন বিভাগের দায়িত্ব পালন করবেন, তখন তিনি কিন্তু আরও অযোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করবেন। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এটাই হচ্ছে। যদি কোয়ালিটি পিপল এখানে পড়াতেন, তাহলে র‍্যাংকিংয়ে গত ১৭ বছরে ৫০০ পজিশন পেছাত না ঢাবি ও বুয়েট।

স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ১৯ জন ভিসি হয়েছেন, গবেষণায় তাদের ব্যক্তিগত অবদান যদি দেখেন, তাহলে হতাশ হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ব্যক্তির পারফরম্যান্সই যদি এমন হয়, তাহলে অন্যদের অবস্থা কী হবে? আর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক অগ্রগতি কীভাবে আশা করেন?

প্রশ্ন : আপনি বলতে চাচ্ছেন, লক্ষ্যহীন হওয়ায় আমাদের শিক্ষাটা এখনো বিশ্বমানে পৌঁছতে পারেনি?

আতাউল করিম : এর উত্তর অবশ্যই 'হ্যাঁ' হবে। আমরা কয়েক দশক আগেও যে স্ট্যান্ডার্ডে ছিলাম, সেটি এখন হারিয়ে ফেলেছি। আমি একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়েছি, সেই পদার্থবিদ্যায় এখন যেসব বিষয় পড়ানো হচ্ছে, সেগুলো ৫০ বছর আগেকার। আপনি যদি বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যান, সেখানে দেখবেন কোর্সগুলোর বড় একটি অংশ পাওয়ার সিস্টেমের ওপর। বাংলাদেশ সৃষ্টির আগে যখন বুয়েটের সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছিল, তখন পাওয়ারের একটা ফিল্ড ছিল। আজ সেই ফিল্ড নেই। আজ পাওয়ার ছয় কোর্সে পড়াতে হবে না, একটা কোর্স হলেই যথেষ্ট।

আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের দেশের দুটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলাম আধুনিক নয়। ৪০-৫০ বছর আগের কোর্সগুলো এখনো সেখানে পড়ানো হচ্ছে। তাহলে শিক্ষার মান ভালো হবে কীভাবে?

প্রশ্ন : একটা সময় এদেশে বিদেশি শিক্ষক ও ছাত্ররা আসতেন, এখন আগ্রহ দেখান না কেন?

আতাউল করিম : আমি যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে পড়াতে যাই, তারা বলবে আপনার তো ফিজিক্সে পিএইচডি নেই। আবার বুয়েটে যখন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে চাইব, তারা বলবে আপনার স্নাতক তো ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নয়। এ রকম বিষয়গুলো এখানে ফেস করা লাগে। আমি যুক্তরাষ্ট্রে ১২-১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি, যেখানে কোথাও আমাকে এ রকম প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়নি। তারা আমাকে বলেনি, আপনি যে ঢাবির স্নাতক, সেই সার্টিফিকেট কোথায়? সুতরাং বিদেশি ফ্যাকাল্টিকে আকৃষ্ট করতে হলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এসব বাধা দূর করতে হবে। সেই সঙ্গে পরিবেশটাও তৈরি করতে হবে।

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মানদন্ড কী?

আতাউল করিম : সবচেয়ে যোগ্য লোকটিকে বেছে নেয় তারা। দ্বিতীয়ত, যাকে নিয়োগ দেওয়া হয়, তাকে রাখার জন্য যা যা দরকার সেই চাহিদা পূরণ করে। তার জন্য যদি ল্যাব তৈরি করে দিতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় সেটি দেয়; গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট দেওয়া দরকার হলে দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষকদের অবসরের কোনো বয়স নেই। আমাদের এখানে নির্দিষ্ট বয়সের পর শিক্ষকতা করা যায় না। আমি যতদিন বাঁচব, ততদিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষকতা করতে পারব। এ কারণে সবচেয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞদের সাহচর্যে ছাত্রদের বিশ্বমানের শিক্ষাটাও নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষকদের পদোন্নতির মানদন্ড হচ্ছে-আপনি ওই র‍্যাংকে কত বছর ছিলেন! এটি কোনো মানদন্ড হতে পারে না। আপনি কী কী গবেষণা করেছেন, কী প্রকাশনা আছে সেসবই বিবেচ্য হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : আমাদের দেশের ভালো ভালো গ্র্যাজুয়েটেরা বিদেশে গিয়ে স্থায়ী হচ্ছে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে দেশের প্রতি তাদের কমিটমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন ওঠা কি স্বাভাবিক নয়?

আতাউল করিম : আসলে যে যেখানে কাজ করতে সুবিধা পাবে, সেখানেই করতে চাইবে। আপনি কমিটমেন্টের কথা বলছেন তো? বাংলাদেশে কাজ করার ক্ষেত্রে বহু বাধা। অবকাঠামোগত বাধা, বাজেট সংকট, আবার নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোয় সমস্যা।

দেখুন, জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষে আইআইটিগুলো প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যিনি লন্ডনের হেয়ার স্কুলে পড়েছেন। নেহরু জেনেছিলেন, ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা নোবেল পদক পেয়েছেন। তিনি সেখান থেকে এক্সপার্ট হায়ার করলেন। তাদের চড়া বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। তাদের হাত ধরে আইআইটিগুলো বেড়েছে। এখন আর ভারতকে বিদেশ থেকে এক্সপার্ট হায়ার করতে হয় না। আমাদের দেশে কি এমন উদ্যোগ কখনো নেওয়া হয়েছে?

প্রশ্ন : সরকার তো উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে হেকেপসহ বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছে...

আতাউল করিম : দেখতে হবে প্রকল্পগুলো রান করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাকে? যোগ্য ও সৎ ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব অর্পিত না হলে ফল আসবে কোত্থেকে। কোয়ালিটি বাড়াতে হলে তো কোয়ালিটি ফ্যাকাল্টি লাগবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় কতজন কোয়ালিটি ফ্যাকাল্টি আছেন।

প্রশ্ন : বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষপদ নিতে বরেণ্য শিক্ষাবিদরা অনাগ্রহী। তাহলে পরিবর্তনটা আসবে কীভাবে?

আতাউল করিম : এ বিষয়ে আমি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একটি উদ্ধৃতি দেব। তিনি বলেছেন, 'আমরা যখন শিক্ষকতা করতাম কখনোই প্রমোশনের কথা ভাবিনি। এখনকার শিক্ষকরা প্রমোশনের কথা চিন্তা করে নকল করতেও আগ্রহী।'

তিনি বলেছেন, এদেশে একজন ভিসি স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, যেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে প্রভাব ফেলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব লেকচারার নিয়োগ হচ্ছে, তাদের বেশির ভাগকেই মেধার ভিত্তিতে নয়, রাজনৈতিক মতাদর্শ বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেছেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালগুলো শিক্ষিত লোকদের একটা বস্তিতে পরিণত হয়েছে।

আমিও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্যারের সঙ্গে একমত। এদেশে ভিসি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নন। এ ব্যক্তিটিকে ক্ষমতা না দিলে পরিবর্তনটা আসবে কোত্থেকে? যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু এমনটি নেই। সেখানে ভিসিরা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, তাদের সব ধরনের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় ৬ প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর

ঢাকা, ২২ সেপ্টেম্বর : ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক সংহতির আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এ যুদ্ধ বৈশ্বিক অর্থনীতি বিপর্যস্ত করেছে এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা ও এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ যোগ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ (জিসিআরজি) চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে মহাসচিব আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপনকালে এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, এই রক্তক্ষয়ী ও বিপর্যয়কর সংকটের অবসানের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞা বিশ্বজুড়ে মানুষকে গভীরভাবে আঘাত করছে। বিশেষ করে সরাসরি সংঘাতের সংশ্লিষ্ট দেশগুলো এবং উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত বিশ্বের মানুষকে বেশি আঘাত করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইউক্রেনের যুদ্ধের অব্যাহত ও প্রসারণশীল প্রভাব এবং যুগপৎ অন্যান্য সংকট আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে এটি উন্নয়নশীল দেশগুলো এবং আমাদের কোভিড পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা ও এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনেক নতুন চ্যালেঞ্জ যুক্ত করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, তবু কোনো একক দেশ একা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে না। এ মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও বৈশ্বিক সংহতি। আমি এ বিষয়ে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট চিন্তা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই।

প্রধানমন্ত্রী তার প্রথম প্রস্তাবে বলেন, বিশ্বনেতৃবৃন্দকে বৈশ্বিক আর্থিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা মোকাবিলা করতে হবে। জি-৭, জি-২০, ওইসিডি, আইএফআই ও এমডিবিকে এখন তাৎক্ষণিক উদ্বেগগুলো মোকাবিলার প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে এসডিজি অর্থায়নের অভাব, সীমিত আর্থিক সংস্থান, ক্রমহ্রাসমান ওডিএ এবং ঋণ পরিষেবা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্বিতীয়ত মহাসচিব ব্ল্যাক 'সি' গ্রেইন উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য আমরা আপনাকে সাধুবাদ জানাই। আমরা সংঘাতের সময় খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে ক্ষতির হাত থেকে দূরে রাখার জন্য ভবিষ্যতের যে কোনো উদ্যোগকে সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তৃতীয় প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সাহসী ও ব্যাপক পদক্ষেপের প্রয়োজন। বিশ্ববাণিজ্য ও রপ্তানি আয়ে নিম্ন ও মধ্যমআয়ের দেশগুলোর ন্যায্য অংশীদারত্ব নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

প্রধানমন্ত্রী তার চতুর্থ প্রস্তাবে বলেন, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং কার্যকর খাদ্য সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি করতে প্রযুক্তি সহায়তা, বর্ধিত ওডিএ এবং রেয়াতি অর্থায়নের লক্ষ্যে আমাদের আরও জিটুজি ও বিটুবি সহযোগিতার প্রয়োজন।

পঞ্চমত তিনি বলেন, জলবায়ু সহযোগিতার জন্য বৈশ্বিক কাঠামোকে আরও কার্যকর ও ন্যায্য করতে হবে।

ষষ্ঠ দফায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের আসন্ন কপ-২৭ এর সুযোগটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর উদ্বেগ নিরসনে কাজে লাগানো উচিত। আমরা আমাদের অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। যাতে সার্বিক উপায়ে জ্বালানি নিরাপত্তার সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ মহাসচিবকে তার নিরন্তর প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে, তার প্রচেষ্টায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, শিগগির এ ব্যাপারে একটি পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানো যাবে।

তিনি বলেন, আমরা সে লক্ষ্যে আপনার প্রচেষ্টা জোরদার করতে আপনার নির্দেশনার ওপর আস্থা অব্যাহত রাখব।

প্রধানমন্ত্রী সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘের ব্যবস্থাকে গতিশীল করার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'আমাদের সামনে উত্থাপিত তিনটি নীতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্দেশনা প্রদান করে। আমরা এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে সঠিক নীতি বিকল্পগুলো সামনে আনতে অন্য অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট রাজস্ব ও আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'আমাদের সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচিগুলো বহুগুণে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। কৃষি, এমএসএমই ও অন্যান্য দুর্বল খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আমরা আমাদের জ্বালানি উৎসসমূহের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ বাড়ানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছি।

সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনকে স্বাগত জানিয়ে আমাদের সবিনয় আবেদন



১৯শে সেপ্টেম্বর,নিউইর্য়ক সিটি

মাননীয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সমীপেষু।

বিষয়: বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করা প্রসঙ্গে।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী:

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে আপনার যুক্তরাষ্ট্রে আগমনকে আমরা স্বাগত জানাই, এবং এই সফরের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশের সকল সেক্টরে যে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তৎজন্য আমরা আপনার প্রশংসা করি। আপনার সরকারের এই অর্জনের জন্য আপনি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের এই স্মারকলিপির উদ্দেশ্য হল দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ক্রমবর্দ্ধমান সামপ্রদায়িক সন্ত্রাস বন্ধ করে এর একটি টেকসই, গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করতে আপনার ব্যক্তিগত সাহায্য চাওয়া। বাংলাদেশের জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তানের ধারাবাহিকতায় দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন চলে আসছে। কোন সরকার কখনো সংখ্যালঘুর সুরক্ষা ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তরিকতা দেখায়নি। আপনি বঙ্গবন্ধু কন্যা এবং আমাদের শেষ ভরসাস্থল, তাই আমাদের আবেদন, আপনি এ সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান করে দিন।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, ২০১৩ সালে রামুর ঘটনা থেকে ২০২১ সালের পুজো এবং তৎপরবর্তী সময়ে ক্রমবর্দ্ধমান হারে সংখ্যালঘু নির্যাতন অব্যাহত থাকার কারণ হচ্ছে, এ' বিষয়ে প্রশাসন ও সরকারের উদাসীনতা, এবং নির্যাতনকারীদের বিচার না করে তাদের প্রশ্রয় দেওয়া। এ'ছাড়া ১৯৭২'র সংবিধান পুন:প্রতিষ্ঠা না করা এবং ৮ম ও ৫ম সংশোধনী বহাল রাখা সংখ্যালঘু নির্যাতনের অন্যতম কারণ। উপরন্তু সামপ্রতিক কালে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন সংখ্যালঘু নির্যাতনের নুতন অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জন্মগতভাবে বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ-গনতান্ত্রীক রাষ্ট্র, সেই দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন কাম্য নয়, বিশেষত: বঙ্গবন্ধু পরিবারের কেউ যখন দীর্ঘদিন ক্ষমতায় আসীন। সংখ্যালঘু নির্যাতনের কারণে আপনার সরকারের প্রচারিত শান্তি সংস্কৃতি'র স্লোগান অসাড় হয়ে পড়েছে; প্রতি বছরেই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সন্ত্রাস এবং সেটা বন্ধ করতে সরকারের অনীহা দেখে বিশ্ববাসী এই স্লোগানে বিশ্বাস করতে পারছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এতেও দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং এই ব্যর্থতা আপনার সকল অর্জন ও সাফল্যকে ম্লান করে দিচ্ছে।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, জজ শাহাবুদ্দীন কমিশন বিচার-যোগ্য পাঁচ হাজারেরও অধিক সংখ্যালঘু নির্যাতক অপরাধীর একটি দীর্ঘ তালিকা আপনার হাতে রয়েছে, যাদের বিচার করতে আপনি অঙ্গীকারবদ্ধ। রামু থেকে শাল্লা হয়ে ২০২১ সালে শারদীয় পুজোর সময় পর্যন্ত সংঘটিত সকল সংখ্যালঘু নির্যাতকদের দীর্ঘতর তালিকা গোয়েন্দা বিভাগের কাছে রয়েছে। আপনি চাইলেই এদের বিচার হতে পারে। আমরা বুঝি না, আপনি কেন এই কলঙ্কের ভাগীদার হবেন! আপনার কাছে আমাদের তথা দেশের প্রগতিশীল মুসলমানদের চাওয়া-পাওয়া এর চেয়ে অনেক বেশি, কারণ আপনি শুধু বঙ্গবন্ধু কন্যা নন, আপনি আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত একজন স্টেটসওমেন।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, সংখ্যালঘু নির্যাতনের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে অবশিষ্ট হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ও আদিবাসী আগামী দুই-তিন দশকের মধ্যে নি:শেষ হয়ে যাবে। মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তাই চায়। কিন্তু বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে এটা কাম্য হতে পারে না। আপনি নিজে এবং আপনার সরকারের প্রতিনিধিগণ নিয়মিত বলছেন যে বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেখানে সকল নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করছে; কিন্তু বাস্তবতা তো তা নয়। এটা আপনার লক্ষ্য বলে আমরা বিশ্বাস করি, আর আমরা জানি যে আপনি চাইলেই সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা করে ওই লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। তাই, আপনার কাছে আমাদের আবেদন এই যে, আপনি সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে "জিরো টলারেন্স" ঘোষণা করুন, এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে স্পষ্ট ভাষায় বলুন যে সংখ্যালঘু নির্যাতন সহ্য করা হবে না।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, নীচে আমরা কিছু সুপারিশ পেশ করছি। আমাদের বিশ্বাস আপনি এগুলো বাস্তবায়ন করলে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ হয়ে যাবে।

সুপারিশসমূহ:

(১) ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনর্বহাল করে দেশের সকল নাগরিকের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন।

(২) হেইট স্পীচ ও ক্রাইম আইন পাশ করে সংখ্যালঘু নির্যাতকসহ সকল নির্যাতকদের ওই আইনে বিচার করে শাস্তি দিন।

(৩) একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ' পর্যন্ত সংঘটিত সকল সংখ্যালঘু নির্যাতনের শ্বেতপত্র তৈরি করে প্রকাশ করুন, এবং অবিলম্বে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জজ সাহাবুদ্দীন কমিশন রিপোর্টে চিহ্নিত সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচার করে শাস্তি প্রদানের কাজ শুরু করুন।

(৪) একটি সংখ্যালঘু কমিশন ও সংখ্যালঘু মন্ত্রনালয় গঠন করুন, এবং একটি সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশ করুন।

(৫) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আদলে সংখ্যালঘু ফাউন্ডেশন গঠন করুন।

(৬) নির্যাতনের শিকার সকল সংখ্যালঘু মানুষকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন।

(৭) অর্পিত সম্পিত্তি প্রত্যার্পণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে ব্যবস্থা গ্রহন করুন।

(৮) পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করুন।

(৯) ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মিথ্যা অজুহাতে শাল্লার ঝুমন দাস-সহ আটক নিরপরাধ সকল সংখ্যালঘু তরুণ-তরুণী এবং এই "অপরাধে" শাস্তিপ্রাপ্তদের অবিলম্বে মুক্তি দিন।

পরিশেষে আমরা আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

ইতি। বিনীত

যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষে----------

অধ্যাপক নবেন্দু দত্ত, সভাপতি, ড. টমাস দুলু রায়, সভাপতি, ও রণবীর বড়ুয়া, সভাপতি

ড: দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য সাধারণ সম্পাদক

বিষ্ণু গোপ, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক

শিতাংশু গুহ, সিনিওর পলিসি এনালিস্ট; চন্দন সেনগুপ্ত, ডিরেক্টর; ডক্টর জিতেন রায়, ডিরেক্টর

রূপকুমার ভৌমিক, ডিরেক্টর ; সুশিল সাহা, ডিরেক্টর

মতিলাল দেবরায়, ডিরেক্টর; প্রদীপ মালাকার, ডিরেক্টর; রীণা সাহা, ডিরেক্টর.

যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, নিউইর্য়ক

যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, নিউইর্য়ক

সত্ত্বেও চাল আমদানি!



ড. মাহবুব উল্লাহ্

বিশ্ব পরিসরে খাদ্যশস্যের সরবরাহ সংকট দেখা দিতে পারে এমন সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে জাতিসংঘের তরফ থেকে। এই সাবধানবাণীতে বিশ্বের অনেক দেশই চেষ্টা করবে খাদ্যশস্য আমদানি করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। খাদ্য উৎপাদনের দিক থেকে ঘাটতি দেশগুলোর জন্য এই সাবধানবাণীটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সময়মতো খাদ্যশস্য আমদানি করা না গেলে পরে কোথাও খাদ্যশস্য পাওয়া মুশকিল হবে। সরবরাহ ঘাটতির পরিস্থিতি দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত গড়াতে পারে।

বাংলাদেশ সরকার, বিশেষ করে সরকারঘনিষ্ঠ মহলগুলো দাবি করছে, বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু এর পাশাপাশি যখন বিভিন্ন দেশ থেকে লাখ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়, তখন খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দাবিকে আমরা কীভাবে দেখব? সরকারের কর্তাব্যক্তিরা যখন বলেন বাংলাদেশ তাদের শাসনামলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন এমন দাবিকে নিছক রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না।

খাদ্যশস্য আমদানির তথ্যগুলো দিবালোকের মতো স্পষ্ট। দৈনিক সংবাদপত্রগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে খাদ্যশস্য আমদানির খবর প্রকাশ করে। একথা ঠিক যে, খাদ্যশস্যের বাজারে অস্থিরতা ঠেকাতে সরকারের হাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের খাদ্যশস্যের মজুত থাকতে হয়। কৃত্রিমভাবে খাদ্য ব্যবসায়ীরা দাম বাড়ালে তা নিয়ন্ত্রণের জন্যও সরকারের হাতে মজুত খাদ্যশস্য থাকা প্রয়োজন। অস্থিরতার সময়ে মজুত থেকে চাল বা গম তুলে নিয়ে বাজারে ছড়িয়ে দিতে পারলে ব্যবসায়ীদের কারসাজি বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব। এর অর্থ দাঁড়ায়, বাজারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নিছক খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা যথেষ্ট নয়। বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দেশীয় মোট উৎপাদনের ১০ শতাংশ মজুত হিসাবে থাকা বাঞ্ছনীয়। এই পরিমাণটি কম-বেশি ৩০ লাখ টন। এমন বিরাট অঙ্কের খাদ্যশস্য যদি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, তাহলে শিল্পের কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতি কেমন করে আমদানি করা সম্ভব হবে?

একটি জাতীয় দৈনিক গত ১৫ সেপ্টেম্বর প্রধান শিরোনাম করেছে, 'চালের বড় মজুতেও অস্বস্তিতে সরকার।' গুদামে ১৯ লাখ টনের মতো খাদ্যশস্য মজুত, তবুও যেন স্বস্তিতে নেই সরকার। এখন ৯ লাখ টন চাল আমদানির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। বাজারের অস্থিরতার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় মনে করছে ব্যবসায়ীদের নেতিবাচক আচরণই খাদ্যের বাজারে অস্থিরতার জন্য দায়ী।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি, দেশে পর্যাপ্ত চাল আছে। জ্বালানি তেলের বাড়তি দরের কারণে চালের দাম ৪০-৬০ পয়সা পর্যন্ত দাম বাড়ানো যেতে পারে প্রতি কেজিতে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, সাম্প্রতিককালে অকারণেই প্রতি কেজি চালের দাম ৮-১০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

ব্যবসায়ীরা সরকারের বক্তব্য মানতে রাজি নন। বাংলাদেশ অটোমেজর অ্যান্ড হাসকিং মিল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কেএম লায়েক আলী উল্লিখিত সংবাদপত্রকে জানিয়েছেন, 'চালের বাজার শুধু ব্যবসায়ীদের হাতে নেই, এখন মধ্য পর্যায়ের অনেক ধান ব্যবসায়ী মজুত ব্যবসা করছেন। তারাও এর জন্য দায়ী।' লায়েক আলী আরও বলেছেন, 'সম্প্রতি ভারতে আতপ চালে ২০ শতাংশ শুল্ক বসানোর খবরে মধ্য ও বড় ব্যবসায়ীরা বাজারে ধান ছাড়া বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন আমাদের অলস সময় কাটাতে হচ্ছে। ধান ছাড়া চাল করব কী দিয়ে।'



দেখা যাচ্ছে, চালের বাজারে অংশীজনের সংখ্যা বেশ কয়েকটি। বাজার পরিস্থিতি কেমন হবে তার জন্য একদিকে এই অংশীজনদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি চালের বাজারে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। সব মিলে চালের বাজার খুবই জটিল। এই জটিলতার মধ্যে যে কোনো একজন স্বাভাবিক আচরণ না করলে বাজারে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

কেএম লায়েক আলীর আরও বক্তব্য হলো, যারা ধান মজুত করে রেখেছেন, তাদের দিকে নজর দিতে হবে, একই সঙ্গে আমদানি বাড়িয়ে ওএমএসে বেশি চাল ছাড়তে হবে। না হলে বাজার ঠিক রাখা কঠিন হবে। বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের বাজারে অস্থিরতার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে দায়ী করা যায় না। খাদ্যমন্ত্রীর মতে, 'একশ্রেণির ব্যবসায়ী বিভিন্ন সুযোগে চালের বাজার অস্থির করে তোলেন। তখন খুচরা ব্যবসায়ীরা দায়ী করেন পাইকারি ব্যবসায়ী ও মিল মালিকদের। অন্যদিকে মিল মালিকরা খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের ওপর দোষ চাপান।'

তিনি বলেন, 'এ সমস্যার সমাধানে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তিন স্তরের দাম ঘোষণার ব্যবস্থা করা হবে, যাতে কেউ কাউকে দোষারোপ করতে না পারে।' প্রশ্ন হলো, এই সামান্য কাজটি কেন করা হয়নি? সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলে। এই যদি হয় ডিজিটাল বাংলাদেশের নমুনা, তাহলে এতদিন কী করা হয়েছে? ওয়েবসাইটে অতিরিক্ত কিছু তথ্য যোগ করা রকেট সায়েন্সের মতো কঠিন কোনো কাজ নয়। তবুও কাজটি করা হয়নি!

খাদ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ১৪ সেপ্টেম্বর বুধবার ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে যে ৯ লাখ টন চাল আমদানির নীতিগতভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে; এতে আমদানি প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকা ৫ লাখ ৩০ হাজার টন চালও অন্তর্ভুক্ত। এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, ৫ লাখ ৩০ হাজার টন চাল আমদানির জন্য যথাসময়ে ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন নেওয়া হয়নি।

সম্প্রতি দেশে বোরো সংগ্রহ শেষ হয়েছে। ডিসেম্বরে আমন ধান ঘরে উঠতে শুরু করবে। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর-এই তিন মাস বাজারে চালের দাম বাড়ার একটা প্রবণতা থাকে। এই তিন মাসে ওএমএস, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও টিসিবির কার্ডের জন্য সরকারের গুদাম থেকে ৯ লাখ টনের ওপর চাল বের হয়ে যাবে। এই ঘাটতি পূরণে সরকার আমদানির ওপর জোর দিচ্ছে। মনে রাখা দরকার, আমন মৌসুমের শুরুতে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়নি বলে আমন চাষে বিঘ্ন ঘটেছে।

সরকারকে মনে রাখতে হবে, আমনের উৎপাদন আশানুরূপ নাও হতে পারে। সেজন্য আগাম প্রস্তুতি প্রয়োজন। ব্যবসায়ীরা ধান আটকে রাখছেন বলে অভিযোগ করেছেন মিল মালিকদের এক নেতা। ব্যবসায়ীরা, যে পর্যায়ে হোন না কেন, তাদের সামনের দিকে দুটি চোখ আছে এবং পেছনের দিকেও তাদের একটি চোখ আছে। এই চোখগুলো তারা ব্যবহার করেন বিশ্ব খাদ্যশস্য বাজার পরীবেক্ষণে এবং একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্তরে সরবরাহ ও চাহিদা পরিস্থিতিও তারা পর্যবেক্ষণ করেন। এই পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখার জন্য তারা নিজেদের মধ্যে এক ধরনের তাড়না বোধ করেন। এটা সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের তাড়না। এই তাড়না আছে বলেই তারা দেশের একটি স্মার্ট শ্রেণি।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায়, ৫ লাখ ৩০ হাজার টন চাল আমদানির প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষ করেছে মন্ত্রণালয়, আরও ৩ লাখ ৭০ হাজার টন চাল আমদানির চেষ্টা চলছে। সরকারের হাতে এখন মজুত আছে ১৮ লাখ ৮৩ হাজার টন খাদ্যশস্য। এর মধ্যে চাল আছে ১৭ লাখ ৮০ হাজার টন।

সরকারের দায়িত্বশীল সূত্র থেকে জানা গেছে বোরোর ফলন কম হয়েছে। আমনের ফলনেও আশানুরূপ চাল পাওয়া যাবে না। এই তথ্য আমার সন্দেহকে সঠিক প্রমাণ করেছে। এসব কারণে চাল আমদানির বিষয়টি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন! চাল আমদানিতে নয়-ছয় হচ্ছে বলেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে। কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার আলোচ্য সংবাদপত্রটিকে বলেছেন, 'যে দামে চাল কিনেছি, এর চেয়ে কম দামে কেউ চাল কিনে দেখান। আমরা জনগণের সেবক, এখানে নয়-ছয় করতে আসিনি।'

ভিয়েতনাম থেকে জি টু জি পদ্ধতিতে ২ লাখ ৩০ হাজার টন চাল আমদানির চুক্তি করেছে সরকার। এর মধ্যে ২ লাখ টন সেদ্ধ চাল আর ৩০ হাজার টন আতপ। ভিয়েতনাম ওই ২ লাখ টন সেদ্ধ চাল থাইল্যান্ড থেকে কিনে বাংলাদেশে সরবরাহ করবে। সেদ্ধ চাল কেনার চুক্তির সময় প্রতি টন চালের এফওবি দর ছিল ৪১৭ ডলার।

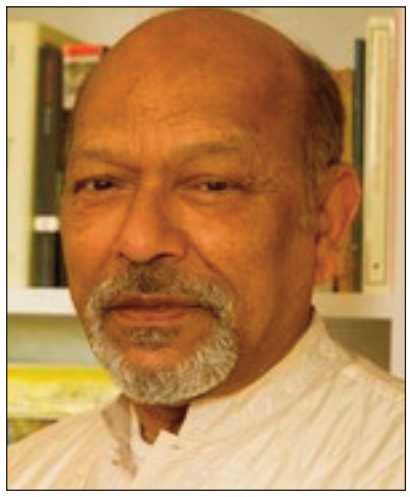
এর সঙ্গে জাহাজ ভাড়া, বার্থ অপারেটিং, হ্যান্ডলিং, লাইটেনিং, বিমা ও মুনাফা খরচসহ প্রতি টন চালের জন্য সরকারকে পরিশোধ করতে হবে ৫২১ ডলার। অর্থাৎ এফওবি দাম ছাড়া অন্য খরচ ১০৪ ডলার। ভিয়েতনাম থেকে চাল বাংলাদেশের গুদামে পৌঁছে দেবে সাউদার্ন ফুড করপোরেশন। খাদ্য অধিদপ্তরের সূত্র অনুযায়ী, ভিয়েতনাম থেকে কেনা চালের বর্তমান এফওবি দর ৪৩২ ডলার। অর্থাৎ সরকার প্রতি টন চাল ১৫ ডলার কমে কিনতে পেরেছে। অন্যদিকে, ভিয়েতনামের চুক্তি করা ৩০ হাজার টন আতপ চালের প্রতি টনে এফওবি দর ছিল ৩৮৫ ডলার। এটির দাম আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিবর্তিত রয়েছে।

পর্যবেক্ষক মহল বলছে, সরকার এফওবি দর নিয়ে যে তথ্য দিচ্ছে, তাতে সমস্যা নেই। তবে ভিয়েতনামের চালের পরিবহণ খরচ অনেক বেশি দেখানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন, এটা খুবই পরিষ্কার বিষয়। বেসরকারিভাবে যারা বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে, তাদের সঙ্গে যাচাই করে দেখুন। যদি আমাদের চালের পরিবহণ খরচ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, সেটাও লিখুন।

আমরা কোনো লুকোচুরি করছি না। থাইল্যান্ড সরাসরি বাংলাদেশের কাছে চাল বিক্রি করতে চাচ্ছে না। অথচ ভিয়েতনামের কাছে চাল বিক্রি করছে। এটা একটা বিরাট পাজল। যতদূর জানি, থাইল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক খারাপ নয়। তা সত্ত্বেও থাইল্যান্ড কেন বাংলাদেশে চাল রপ্তানি করতে নানা অজুহাত দিচ্ছে, সেটা এক তাজ্জব ব্যাপার। তবে ভিয়েতনাম থেকে চাল আমদানির অন্য খরচ কিছুটা হলেও অস্বাভাবিক। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা প্রয়োজন।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

এলিজাবেথ-উত্তর যুক্তরাজ্য ও চার্লসের ভবিষ্যৎ



গাজীউল হাসান খান

জনশ্রুতি আছে, একসময় মিসরের প্রয়াত শাসক রাজা ফারুক নাকি বলেছিলেন, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে মাত্র দুই ধরনের রাজা-রানির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। আর তা হচ্ছে তাসের রাজা-রানি এবং ইংল্যান্ডের (বর্তমান যুক্তরাজ্য) রাজা-রানি। যুক্তরাজ্য এখন একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হলেও সাংবিধানিক দিক থেকে দেশটির আইনানুগ রাজা বা রানি হবেন রাষ্ট্রপ্রধান। অর্থাৎ চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী না হলেও রাজতন্ত্র এখনো ঐতিহ্যগতভাবে টিকে রয়েছে।

ইংল্যান্ড থেকে ব্রিটেন এবং ব্রিটেন থেকে যুক্তরাজ্য হয়ে ওঠার দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল ইতিহাসে সদ্যঃপ্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ছিলেন সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান। ৭০ বছরের কিছুটা দীর্ঘ সময় তিনি যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তাঁর তুলনায় ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই মাত্র দুই বছরের কিছু বেশি সময় রাজত্ব করেছিলেন। তবে মহিলা হিসেবে বিশ্বের ইতিহাসে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথই দীর্ঘস্থায়ী রাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ প্রধান ছিলেন।

কিংবদন্তি রাজনীতিক ও যুক্তরাজ্যের সাবেক ও প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল থেকে শুরু করে সবেমাত্র ক্ষমতায় আসা লিজ ট্রাস পর্যন্ত মোট ১৫ জনকে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ পাঠ করানোর গৌরব অর্জন করেছিলেন। বিশিষ্ট ব্রিটিশ সাংবাদিক ও রাজপরিবারের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনচরিত রচয়িতা রবার্ট হার্ডম্যান তাঁর 'কুইন অব দ্য ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে বলেছেন, যুক্তরাজ্যের রাজশক্তি (সমসাময়িক) একটি কল্পকাহিনির মতো। সেখানে সদ্যঃপ্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ছিলেন একজন অদ্বিতীয় ও অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর সত্তর বছরের রাজত্বকালে (১৯৫২-২০২২) বিশ্বমঞ্চে নেতৃত্বের পর্যায়ে তিনি ছিলেন শুধু একজনই। সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের অনন্যসাধারণ একজন। রানি এলিজাবেথ তাঁর প্রজাসাধারণ এবং সমকালীন এ গ্রহের জন্য ছিলেন সম্পূর্ণ বৈশ্বিক ও যুগোপযোগী। অন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের তুলনায় ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ইতিহাসে তিনি বলতে গেলে কারো মতোই ছিলেন না। ভবিষ্যতে তাঁর মতো আর কেউ হবে বলেও মনে হয় না। তিনি তাঁর কঠোর জীবনাচরণ, শৃঙ্খলাবোধ ও বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়ে তাঁর নিজ দেশে এবং এমনকি বিশ্বপরিমন্ডলে তাঁর আভিজাত্য ও জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। গল্প-উপন্যাসের এক রূপকথার রাজকন্যা হয়েও তিনি ছিলেন আধুনিক, সমসাময়িক ও জননন্দিত।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ব্রিটিশ রাজতন্ত্র, উপনিবেশবাদ কিংবা বিভিন্ন বিতর্কের পাত্রী না হয়েও তাঁর পিতার পুরনো রাজত্বকে তিনি 'কমনওয়েলথ' নামের একটি 'বহু জাতির পরিবারে' পরিণত করেছিলেন, যা তাঁদের স্বাধীনতা লাভের পরও মুক্তিপ্রাপ্ত সদস্যরা (দেশ বা জাতিসমূহ) এখনো টিকিয়ে রেখেছেন। ৫৬ সদস্যবিশিষ্ট কমনওয়েলথ সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এখনো বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রকৌশল কিংবা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক কিছুই বিনিময় বা হস্তান্তর (ট্রান্সফার) হচ্ছে। সে কারণেই প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ছিলেন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ বহু ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্রের সরকারপ্রধান। অস্ট্রেলিয়াসহ কয়েকটি দেশে অনুষ্ঠিত জনমত জরিপ কিংবা গণভোটেও স্থানীয় জনগণ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বহাল রাখার জন্য মত প্রকাশ করেছিলেন। এলিজাবেথ প্রায় সব দিক থেকে অনগ্রসর কমনওয়েলথ সদস্য দেশসমূহকে টেনে ওপরে তোলার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ও সচেষ্ট ছিলেন। কমনওয়েলথ-প্রধান হিসেবে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কোনো শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে কখনো অপারগতা প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায় না। তবু বিশ্বরাজনীতি দিনে দিনে অনেক জটিল হয়ে উঠেছে। পারস্পরিক স্বার্থপরতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা সংঘাতে অসহনশীল হয়ে পড়ছে পরিস্থিতি। মানুষ অতীত উপনিবেশের তিক্ত অভিজ্ঞতা কিংবা অন্যায় শোষণ-শাসনকে এখনো ভুলতে পারছে না। যদিও আমাদের উপমহাদেশে মোগল শাসকদের তুলনামূলক অনেক উন্নয়ন ও অগ্রগতির পর ব্রিটিশ শাসকরা শিক্ষাদীক্ষা, যোগাযোগব্যবস্থা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে আরো অনেক পরিবর্তনের সূচনা করেছেন, তবু মানুষ পরাধীনতার কথা ভুলতে পারে না। সে কারণেই রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর কমনওয়েলথভুক্ত অনেক রাষ্ট্র, যাঁরা রানিকে তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বহাল রাখার পক্ষে ছিলেন, তাঁরা এখন সে ধারা আর অব্যাহত রাখবেন কি না? নাকি তাঁরা ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের শেষ যোগসূত্রটুকুও ছিন্ন করে সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করবেন? কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ইংরেজিভাষী কিংবা তাদের বেশির ভাগ নাগরিকই ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত হলেও শেষ পর্যন্ত তারাও অতীতের যোগসূত্রটুকু রাখতে চাইবেন কি না সেটি এখন নিঃসন্দেহে দেখার বিষয়বস্তু।

বর্তমান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসকে স্কটল্যান্ডের ব্যালমোরাল রাজপ্রাসাদে শপথ (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞা বন্ধের আহ্বান

(প্রথম পাতার পর)

কভিড মহামারির শিক্ষা নিয়ে এটি সংস্কারের আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী দারিদ্র্য বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন, সংঘাত প্রতিরোধ এবং আর্থিক, বিদ্যুৎ ও জ্বালনি সংকটের মতো বৈশ্বিক প্রতিকূলতাগুলোর রূপান্তরমূলক সমাধানের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা ব্যতীত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বরাবরের মতো এবারও জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এনিয়ে তিনি ১৭ বার সরাসরি জাতিসংঘে ভাষণ দিলেন। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষাগুলোতে তাৎক্ষণিকভাবে সেই ভাষণ অনুবাদ করা হয়।

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষনের পূর্ন বিবরণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি,

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, সাধারণ পরিষদের পুরো অধিবেশন জুড়েই আমার প্রতিনিধি দল আপনাকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা দিয়ে যাবে। একইসঙ্গে আপনার পূর্বসূরি জনাব আবদুল্লাহ শহীদকেও অভিনন্দন জানাই। জাতিসংঘ মহাসচিব জনাব আন্তোনিও গুতেরেসকে আমি সাধুবাদ জানাই জাতিসংঘকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরও প্রাণবন্ত করে তোলার লক্ষ্যে তাঁর দৃঢ় প্রতিশ্রুতির জন্য।

এ বছরের সাধারণ বিতর্কের প্রতিপাদ্য: "একটি সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিক্ষণ: আন্তঃসংযুক্ত প্রতিকূলতাসমূহের রূপান্তরমূলক সমাধান"। জলবায়ু পরিবর্তন, সহিংসতা ও সংঘাত, কোভিড-১৯ মহামারির মত একাধিক জটিল এবং বহুমাত্রিক প্রতিকূলতায় পৃথিবী নামক আমাদের এই গ্রহ আজ জর্জরিত। এবারের প্রতিপাদ্যটি এ সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলায় এবং আমাদের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে শান্তিপূর্ণ ও টেকসই পৃথিবী গড়ে তোলার উপায় খুঁজে বের করার জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ আকাঙ্ক্ষার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের এখনই সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে।

জনাব সভাপতি,

গত আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে করোনাভাইরাসের মহামারির মারাত্মক প্রভাব বিশ্ব যখন সামলে উঠতে শুরু করেছে, তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত বিশ্বকে নতুন করে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, জ্বালানি এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা-প্রার্থী ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো এখন আরও প্রতিকূলতার মুখে পড়েছে। বর্তমানে আমরা এমন একটি সঙ্কটময় সময় অতিক্রম করছি, যখন অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে অধিক পারস্পরিক সংহতি প্রদর্শন করা আবশ্যক।

আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, সঙ্কটের মুহূর্তে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো জাতিসংঘ। তাই সর্বস্তরের জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের জন্য জাতিসংঘকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে সকলের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করতে হবে।

যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা-নিষেধাজ্ঞার মত বৈরীপন্থা কখনও কোন জাতির মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাই সঙ্কট ও বিরোধ নিস্পত্তির সর্বোত্তম উপায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, 'গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ' গঠন করায় জাতিসংঘের মহাসচিবকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এই গ্রুপের একজন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে, আমি বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব ও সঙ্কটের গভীরতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বৈশ্বিক সমাধান নিরূপণ করতে অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরীতা নয়"। বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রতিপাদ্য-উদ্ভূত জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে আসছে। ১৯৭৪ সালের ২৫-এ সেপ্টেম্বর এই মহান পরিষদে তিনি তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন: কোট "শান্তির প্রতি যে আমাদের পূর্ণ আনুগত্য তা এই উপলব্ধি থেকে জন্মেছে যে, একমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই আমরা আমাদের কষ্টার্জিত জাতীয় স্বাধীনতার ফল আস্বাদন করতে পারবো এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ-শোক, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের সকল সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হবো।

সুতরাং আমরা স্বাগত জানাই সেই সকল প্রচেষ্টাকে, যার লক্ষ্য বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস করা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা সীমিত করা, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাসহ পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থানে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি জোরদার করা।" আনকোট।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই বক্তব্য এখনও সমভাবে প্রাসঙ্গিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্বাস করতেন যে, শান্তি হলো বিশ্বের সকল নারী-পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিরূপ। যুদ্ধের ফলে মানবজাতি, বিশেষ করে শিশু ও নারীরা চরম কষ্ট ভোগ করে। কত মানুষ রিফিউজি হয়ে পড়ে।

সভাপতি মহোদয়,

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারির শুরু থেকে এ সঙ্কট মোকাবেলায় আমরা মূলত তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে কৌশল নির্ধারণ করেছি।

প্রথমত, মহামারি সংক্রমণ ও বিস্তাররোধ করতে আমরা জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রসারিত করেছি;

দ্বিতীয়ত, আমাদের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে কৌশলগত আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করেছি; এবং **তৃতীয়ত**, আমরা জনগণের জীবিকা সুরক্ষিত রেখেছি। এসব উদ্যোগ মহামারিজনিত মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করার পাশাপাশি মানুষের দুর্ভোগ কমাতে সাহায্য করেছে।

মহামারি থেকে আমাদের নিরাপদ উত্তরণের মূলচাবি কাঠি হলো টিকা। এই টিকা সরবরাহের জন্য আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও এর কোভ্যাক্স ব্যবস্থা এবং আমাদের সহযোগী দেশগুলোকে ধন্যবাদ জানাই। ২০২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত, বাংলাদেশে টিকা পাওয়ার যোগ্য শতভাগ মানুষকে আমরা টিকা দিয়েছি।

জনাব সভাপতি,

একটি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তিপূর্ণ সমাজ এবং সামাজিক সম্প্রীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল পাঁচটি অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম।

জিডিপির হিসাবে আমাদের অবস্থান ৪১তম। বিগত এক দশকে আমরা দারিদ্র্যের হার ৪১ শতাংশ থেকে ২০.৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। আমাদের মাথাপিছু আয় মাত্র এক দশকে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৮২৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের পূর্বে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮ দশমিক এক পাঁচ শতাংশ। এর আগে, আমরা টানা তিন বছর ৭ শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। মহামারি চলাকালেও ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ৬ দশমিক নয় চার শতাংশ হারে প্রসারিত হয়েছে।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার ফলে সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত এবং জ্বালানি, খাদ্যসহ নানা ভোগ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে আমাদের মত অর্থনীতি মারাত্মক চাপের মুখে পড়েছে। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছি।

২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছে। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার জন্য এবং ২১০০ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ও জলবায়ু-সহিষ্ণু বদ্বীপে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

সভাপতি মহোদয়,

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, মা ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। গত এক দশকে সাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমরা তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছি।

আমাদের শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২১ জনে এবং প্রতি লাখ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু হার ১৭৩ জনে নেমে এসেছে। মানুষের গড় আয়ু এখন ৭৩ বছরের অধিক।

আমরা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ মনযোগ দিয়েছি যাতে সমাজের কেউ পিছিয়ে না থাকে। স্বামী-পরিত্যাক্তা নারী, বিধবা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গ এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় উপকৃত হচ্ছেন।

উন্নত ভৌত অবকাঠামো মজবুত অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এজন্য আমরা নদীর তলদেশের টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেমসহ টেকসই বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণ করছি। আমাদের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত "পদ্মা বহুমুখী সেতু"। এটি বাংলাদেশের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজতর করবে এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে। এই সেতু জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ১ দশমিক দুই-তিন শতাংশ হারে অবদান রাখবে।

জনাব সভাপতি,

মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব। জলবায়ু নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর ভাঙার একটি দুষ্টচক্র আমরা অতীতে দেখেছি। আমাদের এখনই এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের সঙ্গে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অসংখ্য পদক্ষেপ নিয়েছে।

ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের সভাপতি থাকাকালে আমরা 'মুজিব ক্লাইমেট প্রস্পারিটি প্লান' গ্রহণ করি, যার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে "ঝুঁকির পথ থেকে জলবায়ু সহনশীলতা ও জলবায়ু সমৃদ্ধির টেকসই পথের" দিকে নিয়ে যাওয়া।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা এবং নীতিগুলো জেন্ডার সংবেদনশীল করে তৈরি করা হয়েছে।

ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য দেশগুলোকে তাদের নিজস্ব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা প্রণয়ণে সহায়তা করতে আমরা প্রস্তুত আছি। অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু কার্যক্রমের প্রসারের জন্য আমি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানাই।

সভাপতি মহোদয়,

অভিবাসীরা এখনও তাঁদের অভিবাসন যাত্রায় অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। তাঁরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে আমাদের অবশ্যই বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব এবং সংহতি বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন মাইগ্রেশন এবং এর "অগ্রগতি ঘোষণা" আমাদের এ বিষয়ে একটি চমৎকার রোডম্যাপ দিয়েছে।

বর্তমানে, এসব জটিল বৈশ্বিক সঙ্কট অনেক উন্নয়নশীল দেশের বিগত কয়েক দশকের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে স্থবির করে দিচ্ছে। এই মুহূর্তে ২০৩০-এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা তাদের অনেকের কাছেই একটি অধরা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং কৃষিসহ মারাত্মভাবে প্রভাবিত ক্ষেত্রগুলোতে সুনির্দিষ্ট সহায়তা প্রয়োজন। এখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

আমরা লক্ষ করছি, কীভাবে নিত্য-নতুন প্রযুক্তি বিশ্বকে দ্রুত পরিবর্তন করে ফেলছে। এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারে সকলের ন্যায্য এবং সমান সুযোগ পাওয়া অপরিহার্য। ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত বিভাজন অবশ্যই দূর করতে হবে।

বাংলাদেশসহ ১৬টি দেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নীত হওয়ার পথে। তবে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক সঙ্কট আমাদের টেকসই উত্তরণের পথে গুরুতর প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে। আমাদের উন্নয়নের অংশীজনদের কাছে বর্ধিত এবং কার্যকর সহযোগিতার আহ্বান জানাই। এ বিষয়ে দোহা কর্মসূচিকে আমরা স্বাগত জানাই।

জনাব সভাপতি,

প্রতিবেশি দেশগুলোর সঙ্গে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ নিস্পত্তির পর সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের উন্নয়নের নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে।

আমরা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আমাদের সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীজনদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করি।

সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সমুদ্র আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশনের বিধানগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

এ বিষয়ে যেকোন দুর্বলতা উত্তরণের জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার এবং জাতীয় এখতিয়ারের বাইরের অঞ্চলে সামুদ্রিক জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক আইন যা "বি বি এন জে" নামে পরিচিত, সেটি প্রণয়নে আরও তৎপর হওয়ার জন্য সদস্য দেশগুলোকে আহ্বান জানাই।

সভাপতি মহোদয়,

পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তাররোধসহ সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা ২০১৯ সালে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক ঐতিহাসিক চুক্তি অনুস্বাক্ষর করি।

আমরা ধারাবাহিকভাবে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করে আসছি। আমাদের শান্তি-কেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতির প্রতিফলন হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সৈন্য ও পুলিশ প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে আমরা বর্তমানে শীর্ষে অবস্থান করছি।

শান্তিরক্ষাসহ, জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান, নারী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি টেকসই সমাজ গঠন করতে এ সকল অঞ্চলের জনগণকে তাঁরা সাহায্য করে যাচ্ছেন। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের অনেক শান্তিরক্ষী নিহত হয়েছেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল কারণগুলোর সমাধান ব্যতিত টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের বর্তমান সভাপতি হিসেবে আমরা সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে বহুমাত্রিক অংশীজনদের একসঙ্গে কাজ করার একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। নারী, শিশু, শান্তি ও নিরাপত্তা এজেন্ডাকে আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও সহিংস উগ্রপন্থার বিষয়ে আমরা 'শূণ্য সহনশীলতা' নীতি গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশের ভূখ- কোনোরূপ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা জনগণের ক্ষতি হয় এমন কোন কর্মকা- সংঘটিত হতে দেই না।

এ ছাড়া সাইবার-অপরাধ এবং সাইবার সহিংসতা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক বাধ্যতামূলক চুক্তি প্রণয়ণে একসঙ্গে কাজ করার জন্য আমি সদস্য দেশগুলোকে আহ্বান জানাই।

জনাব সভাপতি,

একটি দায়িত্বশীল সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে, বাংলাদেশ তার জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটি সামগ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পন্থা অবলম্বন করেছি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় অধিকার ও কল্যাণ সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনি বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছি।

দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য বিনামূল্যে আবাসন প্রদানের লক্ষ্যে 'আশ্রয়ণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প আমরা বাস্তবায়ন করছি। ১৯৯৭ সাল থেকে আমার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বিগত ১৮ বছরে প্রায় ৩৫ লাখেরও বেশি মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অব্যাহত গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাই মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি নিশ্চিত করতে পারে।

সভাপতি মহোদয়,

অধিকৃত ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। ১৯৬৭ সালের পূর্বের সীমান্তের ভিত্তিতে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান ও রাজধানী হিসেবে পূর্ব জেরুজালেমকে নির্ধারণ করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি বাংলাদেশের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি।

জনাব সভাপতি,

আমি এখন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দিকে। গত মাসে ২০১৭ সালে স্বদেশ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে তাদের গণহারে বাংলাদেশে প্রবেশের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতে দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক এবং জাতিসংঘসহ অন্যান্য অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও একজন রোহিঙ্গাকেও তাদের মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠানো যায়নি। মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘাত বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনকে আরও দুরূহ করে তুলেছে। আশা করি, এ বিষয়ে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘায়িত উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতি, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। তাদের প্রত্যাবাসনের অনিশ্চয়তা সর্বস্তরে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করেছে। মানবপাচার ও মাদক চোরাচালানসহ আন্তঃসীমান্ত অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এমনকি এ পরিস্থিতি উগ্রবাদকেও ইন্ধন দিতে পারে। এ সঙ্কট প্রলম্বিত হতে থাকলে তা এই উপমহাদেশসহ বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

জনাব সভাপতি,

কোভিড-১৯ মহামারি হতে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় হলো 'যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই নিরাপদ নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই নিরাপদ নয়'। এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে জাতিসংঘসহ আমাদের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাস্তবিক ও অত্যাবশ্যক সংস্কার করা উচিত যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য আরও কার্যকর প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়।

আমরা দারিদ্র্য বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন, সংঘাত প্রতিরোধ এবং আর্থিক, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সঙ্কটের মত বৈশ্বিক প্রতিকূলতাগুলোর রূপান্তরমূলক সমাধান খুঁজতে আগ্রহী। তবে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা ব্যতিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আমরা ইউক্রেন ও রাশিয়ার সংঘাতের অবসান চাই। নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা-নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে একটি দেশকে শাস্তি দিতে গিয়ে নারী, শিশুসহ ও গোটা মানবজাতিকেই শাস্তি দেওয়া হয়। এর প্রভাব কেবল একটি দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং সকল মানুষের জীবন-জীবিকা মহাসঙ্কটে পতিত হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। বিশেষ করে, শিশুরাই বেশি কষ্ট ভোগ করে। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

বিশ্ব বিবেকের কাছে আমার আবেদন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ, স্যাংশন বন্ধ করুন। শিশুকে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা দিন। শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন।

আমরা দেখতে চাই, একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব- যেখানে থাকবে বর্ধিত সহযোগিতা, সংহতি, পারস্পরিক সমৃদ্ধি এবং ঐকবদ্ধ প্রচেষ্টা। আমাদের একটি মাত্র পৃথিবী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই গ্রহকে আরও সুন্দর করে রেখে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব।

জনাব সভাপতি,

এখন আমি এক নিদারুণ ট্রাজেডির কথা বলবো।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট আমার পিতা, জাতির পিতা, বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একইসঙ্গে আমার মা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আমার ছোট তিন ভাই - মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ও তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী সুলতানা কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী পারভিন রোজী, আমার দশ বছরের ছোট ভাই শেখ রাসেলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, ফুফা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর কন্যা ১৩ বছরের বেবী সেরনিয়াবাত, ১০ বছরের আরিফ সেরনিয়াবাত এবং ৪ বছরের সুকান্ত, আমার ফুফাত ভাই মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, ব্রিগেডিয়ার জামিল, পুলিশ অফিসার সিদ্দিকুর রহমানসহ ঘাতকেরা ১৮ জন মানুষকে হত্যা করে। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট জার্মানিতে ছিলাম বলে আমার ছোটবোন শেখ রেহানা ও আমি বেঁচে যাই। ৬ বছর রিফিউজি হিসেবে বিদেশে থাকতে হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করে। দুই লাখ মাবোনের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

১৯৭১ সালে আমার পিতাকে গ্রেফতার করার পর পাকিস্তানের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকায় আমার মা, দুই ছোটভাই শেখ রাসেল ও শেখ জামাল, ছোটবোন শেখ রেহানা ও আমাকে গ্রেফতার করে একটি একতলা স্যাতসেতে বাড়িতে রাখে। আমার প্রথম সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয় ঐ বন্দিখানায় জন্মগ্রহণ করে। আমাদের ঘরে কোন ফার্নিচার দেওয়া হয়নি। সুচিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। দৈনন্দিন খাবার পাওয়াও ছিল অনিশ্চিত। কাজেই যুদ্ধের ভয়াবহতা, হত্যা-ক্ষু-সংঘাতে মানুষের যে কষ্ট-দুঃখ-দুর্দশা হয়, ভুক্তভোগী হিসেবে আমি তা উপলব্ধি করতে পারি। তাই যুদ্ধ চাই নে, শান্তি চাই; মানবকল্যাণ চাই। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি চাই। আগামী প্রজন্মের জন্য শান্তিময় বিশ্ব, উন্নত-সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করতে চাই। আমার আকুল আবেদন, যুদ্ধ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন। সমুন্নত হোক মানবিক মূল্যবোধ।

আসুন, সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা একটি উত্তম ভবিষ্যৎ তৈরির পথে এগিয়ে যাই।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



রোহিঙ্গাদের জন্য ১৭০ মিলিয়ন ডলার দেবে যুক্তরাষ্ট্র

(প্রথম পাতার পর)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি জে. ব্লিঙ্কেন শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিশেষ করে বাংলাদেশে কর্মসূচিগুলোর জন্য প্রায় ১৩৮ মিলিয়ন ডলার প্রদান করা হবে। এ কর্মসূচির অধীনে মিয়ানমারে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও জাতিগত নির্মূল অভিযান থেকে বেঁচে যাওয়া ৯ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গাদের জীবনরক্ষামূলক উদ্যোগ এবং বাংলাদেশে তাদেরকে আশ্রয়দানকারী গোষ্ঠীর ৫ লাখ ৪০ হাজার সদসস্যের জন্য এ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। নতুন এ সহায়তা খাদ্য, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসেবা, সুরক্ষা, শিক্ষা, আশ্রয় এবং মানসিক-সামাজিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে। ব্লিঙ্কেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সরকার ও জনগণসহ এই অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানকারী অন্যান্য দেশের উদারতারও প্রশংসা করেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এই নতুন অর্থায়নের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের মোট সহায়তা ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে প্রায় ১.৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ২০১৭ সালে ৭ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজারে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। অতিরিক্ত মানবিক সহায়তার মধ্যে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ৯৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি এবং ইউএসএআইডি-এর মাধ্যমে ৭৭ মিলিয়ন ডলারের বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে।

ব্লিঙ্কেন বলেন, আমরা স্বীকার করছি বার্মার (মিয়ানমার) পরিস্থিতি বর্তমানে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছায়, মর্যাদাপূর্ণ এবং টেকসই প্রত্যাবর্তন এবং প্রত্যাবাসনের জন্য সহায়ক নয়। আমরা এই সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য বাংলাদেশ সরকার, রোহিঙ্গা এবং বার্মার অভ্যন্তরের জনগণের সাথে কাজ করছি। তিনি মিয়ানমারে সহিংসতার কারণে বিতাড়িত ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান ও সমর্থন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবদান রাখার জন্য অন্যান্য দাতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিনিয়ত রোহিঙ্গাদের জীবনরক্ষামূলক কাজ করার জন্য মানবিক সহায়তাকারী আমেরিকান অংশীদারদেরও প্রশংসা করেছেন। সূত্র : বাসস

যোগ্য প্রার্থী খুঁজছেন শেখ হাসিনা

(প্রথম পাতার পর)

তাতে কিছুই হবে না। সবকিছু নির্ভর করছে দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন-মর্জীর ওপর। এতে কেন্দ্রীয় অন্য কোন নেতারও কোন হাত নেই। কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ হাসিনা যা চাইবেন তাই হবেন। সূত্র মতে, প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের জন্য যোগ্য নেতা খুঁজছেন।

দলের অপর একটি সূত্র জানান, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবাদুস সোবহান গোলাপ এমপি'র মাধ্যমে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা জানিয়েছেন যে, প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সফরের সময় সঙ্গত কারনেই অন্যান্যবারের মতো এবারও প্রবাসের দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে পারছেন না। তবে তার মাথায় দলীয় নেতা-কর্মীদের দাবী-দাওয়ার কথা বিবেচনায় রয়েছে।

এদিকে নানাবিধ কারণে আপাতত: যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কমিটি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তেমন আগ্রহ নেই বলে দলের একাধিক সূত্রে জানা গেছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নয়, দেশ-বিদেশের অন্য কোন কমিটির বিষয়ে দল বা দলীয় সভাপতির আপাতত: কোন চিন্তা-ভাবনা নেই বলে সূত্র দাবী করেছে। অপর একটি সূত্র জানায়, দীর্ঘ প্রায় ১১ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে কমিটি হচ্ছে না। ফলে দলের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি লেগেই আছে। এতে কেন্দ্র বিব্রত। তাই নতুন কমিটি হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। তবে কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি হওয়াই উত্তম বলে অধিকাংশ নেতা-কর্মীর দাবী।

সূত্র মতে, নতুন কমিটিতে বর্তমান সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান আর থাকছেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে যাদের নাম উঠে আসছে তাদের মধ্যে রয়েছেন- বর্তমান উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, উপদেষ্টা ড. প্রদীপ কর, সিনিয়র সহ সভাপতি এম. ফজলুর রহমান প্রমুখের নাম। অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ ছাড়াও যুগ্ম সম্পাদক আইরীন পারভীন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, জনসংযোগ সম্পাদক ও সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি কাজী কয়েস, কার্যকরী সদস্য হিন্দার কাদির বাপ্পা, গোলাম রব্বানী প্রমুখের নাম শুনা যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কমিটির ব্যাপারে জানতে চাইলে সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান এই প্রতিনিধিকে বলেন, এই বিষয়টি নির্ভর করছে সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনার উপর। তিনি যা চাইবেন আমরা চাই মেনে নেবো। কেন্দ্রীয় নেতা আবাদুস সোবহান গোলাপ এমপি'র বরাত দিয়ে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের জন্য যোগ্য নেতা খুঁজছেন।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র নাগরিক কমিটির ব্যানারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার কাছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি গঠন করার দাবী করা হয়েছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফিরিস্তি তুলে ধরে মূল বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম কার্যকরী সদস্য হিন্দাল কাদের বাপ্পা।

সরকারের পতন ঘটিয়ে শাওন হত্যার জবাব দেব : ফখরুল

(প্রথম পাতার পর)

কার্যালয়ের সামনে শহীদুল ইসলাম শাওনের জানাজার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এই মন্তব্য করেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, শাওনের রক্ত আমাদের নতুন করে শপথ নেওয়াচ্ছে যে আমরা যেকোনো মূল্যে এই ফ্যাসিবাদী কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটিয়ে শাওনের আত্মত্যাগের আমরা প্রতিদান দেব। আজকে আমরা শপথ নেব- শাওন যে গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দিয়েছে, মানুষের অধিকারের জন্য প্রাণ দিয়েছে, ভোটাধিকারের জন্য প্রাণ দিয়েছে তাকে আদায় করার জন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের সকল মানুষ এই কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করবে তবেই হবে শাওনের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা নিবেদন। তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আসুন, আমরা এখন সবাই তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করব আলাহ যেন তাকে বেহেশত নসিব করেন।

গত বুধবার মুন্সিগঞ্জ সদরের মুক্তারপাড়ায় পুলিশের সঙ্গে বিএনপির নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে বিএনপির প্রায় ৪০ জন নেতাকর্মী আহত হয়। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন যুবদলের নেতা শহীদুল ইসলাম শাওন। শুক্রবার বিকেল ৬টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সে করে শাওন ভুঁইয়ার কফিন নয়া পল্টনে নিয়ে আসা হয়। দলের পক্ষ থেকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায় দলীয় পতাকা দিয়ে ঢাকা তার কফিনে পুস্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। নামাজে জানাজায় বিএনপির মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মির্জা আব্বাস, আবদুল্লাহ আল নোমান, শাহজাহান ওমর, রুহুল কবির রিজভী, আসাদুজ্জামান রিপন, ফজলুল হক মিলন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, কামরুজ্জামান রতন, মাসুদ আহমেদ তালুকদার, আজিজুল বারী হেলাল, রফিকুল ইসলাম, মীর আলী নেওয়াজ, যুব দলের সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, মোনায়েম সরকারসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের কয়েক হাজার নেতা-কর্মী অংশ নেয়।

জানাজা শেষে শাওন ভুঁইয়াকে দাফন করতে মুন্সিগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। শাওনের কফিন নয়া পল্টনের সড়কে নেতাকর্মীরা মিছিল করে এগিয়ে দেয়। পরে কর্মীরা মশাল মিছিল বের করে।

নিউইয়র্কে ক্রেন ভেঙে পড়ে গাড়ি চূর্ণবিচূর্ণ, বেঁচে গেলেন তরুণী

(প্রথম পাতার পর)

থাকা ওই তরুণী সামান্য আঘাত পেয়ে বেঁচে যান। ১১ তলা একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের নির্মাণকাজে সামগ্রী তোলার সময় ট্রাক থেকে ক্রেনটি ভেঙে পড়ে বলে জানা গেছে। তবে ঠিক কি কারণে ক্রেনটি ভেঙে পড়ে তা স্পষ্ট নয়।

২২ বছর বয়সী ড্যানিয়েল ক্রুজ স্থানীয় এক কলেজের শিক্ষার্থী। গত ২০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার তিনি কলেজে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনার শিকার হোন। তিনি জানিয়েছেন, প্রথমে ক্রেনটিকে একটি আলোর খুঁটি নামাতে দেখেন তিনি। তখন অনুমান করছিলেন যে এটি তার গাড়িতে আঘাত করতে পারে।

ক্রুজ বলেছেন, যদি তিনি তার গাড়িটি আর তিন ইঞ্চি সামনে থামাতেন তাহলে তিনি মারা যেতেন।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ক্রুজ প্রাথমিকভাবে তার চূর্ণবিচূর্ণ গাড়ির ভেতর আটকে গিয়েছিলেন। তখন অনেকেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু তিনি অপরিচিতদের ধন্যবাদ দিয়ে নিজেই বেরিয়ে আসেন। ক্রুজকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে দেওয়া হয়েছে। তিনি মাথায় সামান্য আঘাত পেয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন উইলিয়ামস বলেছেন, আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ করে ওপরে তাকাতেই দেখলাম চলচ্চিত্রের মত একটি বিম নিচে নেমে আসছে। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে তিনি ঠিক আছেন।

ও

নিউইয়র্ক ডেলি নিউজ জানিয়েছে, স্থানীয় ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ২৯ জন নির্মাণ শ্রমিককে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়েছে। এ ছাড়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বেশ কয়েকটি নিরাপত্তা লঙ্ঘন খুঁজে পেলে কর্তৃপক্ষ সেখানে আংশিক কাজ বন্ধের নির্দেশ দেয়। সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান।

মিয়ানমার জান্তার ওপর চাপ প্রয়োগের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের

(প্রথম পাতার পর)

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) একজন সিনিয়র কর্মকর্তা এ কথা জানান।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন চলাকালীন মিয়ানমার বিষয়ে আমেরিকান কূটনীতির নেতৃত্বদানকারী স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাউন্সেলর ডেরেক চোলেট এএফপি'কে বলেন, 'জান্তা শাসকদের ওপর আরো চাপ প্রয়োগের ব্যাপারে এখানে ব্যাপক সম্মতি রয়েছে।' এএফপি'কে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি এই মাসে একটি বিমান হামলায় ১১ জন স্কুল ছাত্রের মৃত্যু এবং সেইসঙ্গে জুলাই মাসে জান্তা কর্তৃক চারজন বিশিষ্ট বন্দীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, গণতন্ত্রের এক দশক-ব্যাপী পরীক্ষা শেষ করে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারীতে সামরিক জান্তা নির্বাচিত সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

চোলেট বলেছেন যে, তিনি অন্যান্য সরকার এবং ক্ষমতাচ্যুত বেসামরিক নেতা অং সান সু চি'র পার্টি দ্বারা প্রভাবিত জাতীয় ঐক্য সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেছেন। বার্মা নামে পরিচিত দেশের অভ্যন্তরে সশস্ত্র জাতিগোষ্ঠীর সাথে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন তিনি বলেছিলেন যে, তিনি নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাবের বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে কথা বলেছেন যদিও প্রচেষ্টাটি 'খুব প্রাথমিক পর্যায়ে' এখনও সুনির্দিষ্টভাবে স্পষ্ট নয়।

তিনি মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর পক্ষে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী মিত্রদের কথা উলেখ করে বলেন, 'আমরা মনে করি যে, রাশিয়া এবং চীন কাউন্সিলকে পদক্ষেপ নিতে দিতে কতদূর ইচ্ছুক সে বিষয়ে আমাদের সকলকে বাস্তববাদী হতে হবে।' তিনি বলেন, আগামী আগস্টে জান্তার নির্বাচনের পরিকল্পনা রয়েছে। এ বিষয় তিনি অন্যান্য সরকারকেও জানিয়েছেন, 'এই নির্বাচনে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতার কোনো ধারণা দেওয়া উচিত নয়।'

চোলেট বলেন, এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে, দেশের অর্ধেকের মতো অঞ্চলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই, রাজনৈতিক বন্দীদের আটকে রেখে হত্যা করছে এবং অং সান সু চি মূলত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন এবং ২০ মাস ধরে কেউ তাকে দেখেনি। এ অবস্থায় আমি তাদের বলেছিলাম যে এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হতে পারে এমন কোন সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

এর আগে বৃহস্পতিবার, মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিষয়ে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক টমাস অ্যান্ড্রুজস সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, নির্বাচনে 'জালিয়াতি' হবে।

যুক্তরাষ্ট্র অভ্যুত্থানের পর থেকে জান্তা নেতাদের লক্ষ্য করে একাধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

জাতিসংঘ কীভাবে ভুল করতে পারে?

(প্রথম পাতার পর)

প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনি বলেন, জাতিসংঘের একটি গ্রুপ কীভাবে এত বড় ভুল করতে পারে? উত্তরটি সহজ, তারা শুধুমাত্র স্থানীয় বাংলাদেশ-ভিত্তিক এনজিওদের দ্বারা সরবরাহকৃত গুমের ঘটনাবলীকে তথ্য যাচাই না করেই প্রকাশ করেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দেয়া এক পোস্টে তিনি এ প্রশ্ন তোলেন।

সজীব ওয়াজেদ জয় লিখেছেন- বাংলাদেশে 'জোর করে গুমের' শিকার ৭৬ ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। কিন্তু এই তালিকা প্রশ্নবিদ্ধ করছে আন্তর্জাতিক সংস্থাটির গ্রহণযোগ্যতাকে। তালিকায় থাকা ৭৬ জনের মধ্যে অনেকে বাংলাদেশে বসবাস করছে যার প্রমাণ মিলেছে। সেখানে দু'জন ভারতীয় নাগরিকের নাম আছে। আবার অনেক তালিকাভুক্ত পলাতক আসামির নাম রয়েছে এখানে। যার কারণে যেই এনজিওগুলোর ওপর নির্ভর করে জাতিসংঘের প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে, সেই এনজিওসহ প্রশ্ন উঠছে খোদ জাতিসংঘের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে।

তিনি আরো লিখেছেন তালিকায় ২ জন ভারতের মণিপুর রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী, নিষিদ্ধ সংগঠন ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট-ইউএনএলফ এর শীর্ষ নেতা। একজন সংগঠনটির চেয়ারম্যান, অপরজন মেজর পদমর্যাদার। তারা হলেন-সানায়াইমা রাজকুমার ওরফে মেঘান ও কেইথেলাকপাম নবচন্দ্র ওরফে শিলহেইবা।

প্রশ্ন হলো- জাতিসংঘের একটি গ্রুপ কীভাবে এত বড় ভুল করতে পারে? উত্তরটি সহজ- তারা শুধুমাত্র স্থানীয় বাংলাদেশ-ভিত্তিক এনজিওদের দ্বারা সরবরাহকৃত গুমের ঘটনাবলীকে তথ্য যাচাই না করেই প্রকাশ করেছে।

নেপচুনের ঝকঝকে ছবি জেমস ওয়েবের ক্যামেরায়

ঢাকা, ২২ সেপ্টেম্বর : নেপচুনের এক গুচ্ছ ছবি তুলে পাঠিয়েছে আমেরিকান মহাকাশ সংস্থার নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ। গত ৩০ বছরে সৌরজগতের শেষ গ্রহটির এত সুস্পষ্ট, ঝকঝকে ছবি আর পাওয়া যায়নি। জেমস ওয়েবের নতুন এই ছবিগুলো নিয়ে তাই মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

পৃথিবী থেকে নেপচুনের দূরত্ব ৪৩০ কোটি কিলোমিটার। পুরু বরফের চাদরে মোড়া গ্রহটিতে নতুন করে আলোকপাত করেছে জেমস ওয়েব। টেলিস্কোপের ছবিগুলোতে নেপচুনের বলয়গুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। নেপচুনের বলয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ অনেক দিনের। কিন্তু, উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে এত দূরের গ্রহের চার দিকের বলয় ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৯ সালে নাসার ভয়েজার ২ মহাকাশযানের তোলা ছবিতে শেষবার দেখা গিয়েছিল নেপচুনের বলয়। তার পর থেকে আর এই বলয়ের দেখা পাননি গবেষকরা। জেমস ওয়েবের ছবি ঘিরে তাই তাদের মধ্যে আগ্রহ তুঙ্গে।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, তিন দশক আগে নেপচুনের বলয়ের যে ছবি দেখা গিয়েছিল, তা ছিল খুবই অস্পষ্ট। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ অনেক স্পষ্ট ছবি পাঠিয়েছে। নেপচুনের বলয় নিয়ে গবেষণাকে এই ছবি অনেক এগিয়ে দেবে।

সূর্যের চেয়ে পৃথিবী যত দূরে, নেপচুনের দূরত্ব তার তিন গুণ। সৌরজগতের এক কোণে অন্ধকারময় অঞ্চলে









গ্রেস ফর অল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সম্মাননা প্রদান

‘নারীর ক্ষমতায়ন’ শীর্ষক মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: সম্প্রতি টিভি ব্যক্তিত্ব, পিস এক্টিভিস্ট দিমা নেফারতিতি এবং লেখক, একটিভিস্ট মুনিয়া মাহমুদ এর যৌথ উদ্যোগে ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ শীর্ষক মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় কুইন্সের ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত নিউজ ব্রডকাস্টারস এলায়েন্স এর প্রেসিডেন্ট মুমতাহিনা হাসনাত রীতু এবং ট্রান্সজেন্ডার রাইটস একটিভিস্ট হোচেমিন ইসলাম। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন লেখক, নিউইয়র্কের মূলধারার এক্টিভিস্ট লিজি রহমান, শ্রী চিন্ময় সেন্টারের এক্সিকিউটিভ মেম্বার ও পিস এক্টিভিস্ট চন্ডিকা কাপালিকা, লেখক, সাংবাদিক শেলী জামান খান, সাইক্রিয়াটিস্ট ডা. নাসরিন কাদের, সমাজসেবী মিসেস শামীমা, তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি রাইয়ান সামাদ এবং আইজমান সামাদ।

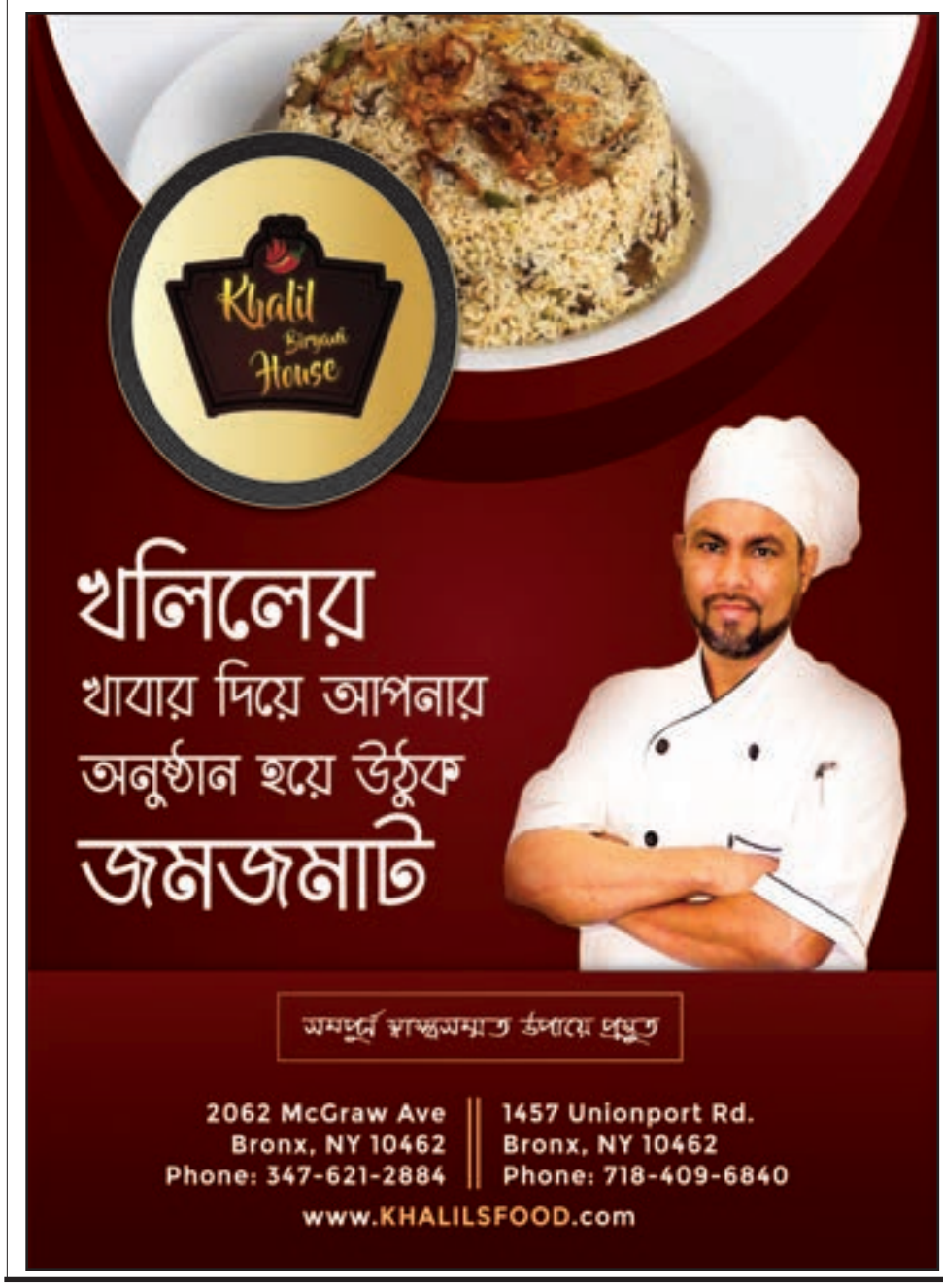
অনুষ্ঠানে ‘গ্রেস ফর অল’ ফাউন্ডেশনের সিইও, পিস এক্টিভিস্ট দিমা নেফারতিতি গ্রেস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তার আম্মা মরহুমা মিসেস মমতাজ শিরিন এর স্মরণে ‘মমতাজ শিরিন এওয়ার্ড অব এক্সেলেন্স’ তুলে দেন মুমতাহিনা হাসনাত রীতু এবং হোচেমিন ইসলাম এর হাতে। দিমা নেফারতিতি জানান, তার আম্মার স্মৃতিতে এই সম্মাননা প্রদান মূলত একটি অনুপ্রেরণামূলক পদক্ষেপ। গ্রেস ফাউন্ডেশন ধারাবাহিকভাবে এই পদক্ষেপ চালিয়ে যেতে আশাবাদী। সমাজে অনুপ্রেরণার আলো ছড়িয়ে দেওয়া, শিক্ষা বিস্তার, সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা, অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে গ্রেস ফাউন্ডেশন। দিমা বিশ্বাস করেন সমমনা আলোকিত মানুষদের যুগ্ম প্রয়াস অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করতে পারে।

লেখক মুনিয়া মাহমুদ জানান, ‘নারী কন্যা-জায়া-জননী। নারীর ক্ষমতায়নের সূত্রপাত হয় পরিবার থেকে। একজন নারী তার সংসার এবং পরিবারের মূল চালিকা শক্তি। নারীর শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বিকাশ, সিদ্ধান্ত নেবার দক্ষতাই পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্রকে মহিমান্বিত করতে পারে।’

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ট্রান্সজেন্ডার রাইটস একটিভিস্ট এবং বাংলাদেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার নার্স হোচেমিন ইসলাম আমেরিকান সরকারের আমন্ত্রণে ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটরস লিডারশীপ প্রোগ্রামে এসে আমেরিকার বেশ কটি স্টেট সফর করে নিউইয়র্কে এসেছেন। তিনি ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ শীর্ষক মুক্ত আলোচনা এবং সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন এবং আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তারপরে বাংলাদেশের সমাজে একজন ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে তিনি তার দীর্ঘ লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। হোচেমিন বলেন, ‘বাংলাদেশের সমাজ এখনো ট্রান্সজেন্ডার কিংবা হিজড়া কমিউনিটিকে শতভাগ বিলং করতে পারেনি। তাই আমাদের আরো অনেক লড়াই বাকী আছে। প্রতিটি আলোকিত মানুষের আন্তরিক সহযোগিতাই আমাদের পথকে মসৃণ করবে।’

অনুষ্ঠানের অপর বিশেষ অতিথি ব্রডকাস্টার, রাজনীতিবিদ মুমতাহিনা হাসনাত রীতু অনুষ্ঠানের আয়োজকদের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘প্রবাসের আলোকিত নারীদের এই মুক্ত আলোচনা এবং মিলনমেলা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ‘মিসেস মমতাজ শিরিন সম্মাননা’র প্রতি অপার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রীতু বলেন, ‘নিউইয়র্কে এসে এই সম্মাননা পাওয়া মূলত একটি অনুপ্রেরণা। সেইসাথে আমি বিশ্বাস করি, নারীদের যুথবদ্ধ প্রায়াসই নারীদের চলার পথকে আরো সহজ করতে পারে।’

মুক্ত আলোচনার অপর সকল আমন্ত্রিত অতিথিরা তাদের স্ব স্ব অবস্থান এবং প্রেক্ষাপট থেকে নারীর ক্ষমতায়ন, দেশে এবং প্রবাসে, বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। তারা প্রত্যেকেই পরিবার থেকেই নারীর সুশিক্ষিত, স্বশিক্ষিত হয়ে বেড়ে ওঠা, সাংস্কৃতিক বিকাশ, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের উপরে গুরুত্বআরোপ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম পরিবার

মা-বাবার চেয়ে বেশি ধর্মভীরু সন্তানরা

ঢাকা ডেস্ক ।: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে তিনজনে একজন পিতা-মাতার চেয়ে বেশি ধর্মভীরু। ধর্মীয় বিশ্বাস ও পশ্চিমা ধাঁচের ভোগবাদিতা এই অঞ্চলের মুসলমানদের অভ্যাসকে পরিবর্তন করছে। তারা ব্যক্তিগত খরচ, ফ্যাশন, ব্যাংকিং, ভ্রমণ এবং শিক্ষার বিষয়ে অনেক বেশি আবেগপ্রবণ।

বুধবার নিউ মুসলিম কনজ্যুমারের প্রকাশিত জরিপের ফলাফলে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

জরিপটি যৌথভাবে পরিচালনা করেছে ওয়াভারম্যান থম্পসন ইন্টেলিজেন্স ও ভিএমএলওয়াইঅ্যান্ডআর মালয়েশিয়া।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৫ কোটি মুসলমানের মাত্র ২১ শতাংশ বলেছেন, তারা তাদের মা-বাবার চেয়ে কম পর্যবেক্ষণশীল। আর ৪৫ শতাংশই নিজেদের ধর্মপ্রাণ হিসাবে বিবেচনা করেন। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার এক হাজার মানুষের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে রিপোর্টটি। এতে ৩৪ শতাংশ সম্পদকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, ২৮ শতাংশ নিজেদের আবেগ-প্রবণ হিসাবে চিহ্নিত করে এবং ১২ শতাংশ খ্যাতিকে অগ্রাধিকার দেয়। রিপোর্টে বলা হয়, ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় বিশ্বাস ও পশ্চিমাশৈলীর ভোগবাদের বিস্তারের ফলে মুসলিম-প্রভাবিত উপভোক্তাবাদ খাদ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামিক আইন অনুযায়ী শালীন ফ্যাশন, ডেটিং অ্যাপস এবং হালাল ভ্রমণও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জরিপটিতে। ওয়াভারম্যান থম্পসন ইন্টেলিজেন্সের এশিয়া প্যাসিফিক ডিরেক্টর চেন মি ইয়ে বলেন, 'মুসলিম গ্রাহকরা ক্রয়সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে ক্রমবর্ধমানভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়েছেন।' নতুন প্রযুক্তি মেটাভার্স হালাল কি-না, একটি পণ্য হালাল বা জায়েজ কি-না-কেনা বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করেন তারা। এসব ক্ষেত্রে ৯১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, মূল্য, গুণমানের চেয়ে ওসব প্রশ্নই তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ৮৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তারা মুসলমানদের তৈরি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফরম দেখতে চান। তবে ৫৯ শতাংশই স্বীকৃতি দিয়েছেন মেটাভার্স ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ৬০ শতাংশেরও বেশি মুসলিম ব্যাংকিং বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামি আইনে চলছে কি-না, সে প্রশ্নে সতর্ক থাকেন। .৭৭ শতাংশই বলেছেন, হালাল খাবার প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করেই ভ্রমণের জন্য দেশ বা স্থান নির্বাচন করেন।

তুর্কি-সৌদি মধ্যস্ততায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের ৩০০ বন্দী বিনিময়

ঢাকা ডেস্কঃ ভয়াবহ বৈরিতার মধ্যেও রাশিয়া ও ইউক্রেন প্রায় ৩০০ বন্দী বিনিময় করেছে। এটিকে একটি অবাক করা পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সাত মাস আগে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরু হওয়ার পর এই প্রথম এ ধরনের ঘটনা ঘটল। আর তুরস্ক ও সৌদি আরবের মধ্যস্ততায় এই বন্দী বিনিময় ঘটেছে বলে জানা গেছে।

মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মরক্কোর নাগরিকও রয়েছে। এমনকি ইউক্রেনে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে আটকের পর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েকজনও মুক্তি পেয়েছে।

রাশিয়া প্রায় ২১৫ ইউক্রেনবাসীকে মুক্তি দিয়েছে। এদের মধ্যে পাঁচজন কমান্ডারও রয়েছেন। তারা চলতি বছরের প্রথম দিকে মরিউপোল রক্ষায় ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।



আর এর বিনিময়ে ইউক্রেন ৫৫ জন রুশ ও মস্কোপন্থী ইউক্রেনীয়কে মুক্তি দিয়েছে। এমনকি রুশপন্থী একটি দলের নেতা ভিক্টোর মেদভেদচুককেও ইউক্রেন মুক্তি দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল।

সৌদি আরব ও তুরস্কের সহায়তায় এই বন্দী বিনিময় ঘটে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এটাকে তার দেশের জন্য সুস্পষ্ট বিজয় হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি এ কাজে সহায়তার জন্য তুর্কি প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যিপ এরদোগানকে ধন্যবাদ জানান।

এর আগে সৌদি আরব ঘোষণা করে যে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের মধ্যস্ততায় ১০ বিদেশী মুক্তি পেয়েছে।

মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে পাঁচজন ব্রিটিশ, দুজন আমেরিকান, একজন ক্রোয়েশিয়ান, একজন মরক্কান, একজন সুইডিশ নাগরিক রয়েছেন বলে সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

নতুন করে সেনা মোতায়েনের ঘোষণায় বিক্ষোভ, গ্রেপ্তার ১৩০০

ঢাকাঃ ইউক্রেন যুদ্ধে নতুন করে সেনা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় বিক্ষোভ শুরু হয়েছে রাশিয়ায়। বিক্ষোভ থেকে ১ হাজারেরও বেশি রুশ নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে রাশিয়ান পুলিশ।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, বিক্ষোভের সময় সবচেয়ে বেশি গ্রেপ্তার করা হয় মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ শহর থেকে। রাশিয়ান হিউম্যান রাইটস গ্রুপ ওভিডি-ইনফো জানিয়েছে, সব মিলিয়ে ১ হাজার ৩০০ বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর আগে গতকাল বুধবার পুতিন জাতির উদ্দেশে টেলিভিশনে ভাষণ দেন। এতে তিনি 'আংশিক সেনা সমাবেশ' করার ঘোষণা দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম রাশিয়া এ ধরনের সেনা সমাবেশ করতে যাচ্ছে। এই আংশিক সেনা সমাবেশে তিন লাখ রিজার্ভ সৈন্যকে ডাকা হবে বলে তিনি জানান। যুদ্ধের ফলাফল নিজেদের পক্ষে আনতে আরও সেনা পাঠাতে চান তিনি। এ লক্ষ্যেই সামরিক বাহিনীর রিজার্ভ সেনাদের একটি অংশকে ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।



রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় রাশিয়ার এ সেনা সমাবেশকে বড় ধরনের উত্তেজনা বৃদ্ধি হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ইউক্রেনে রাশিয়ার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা বিরাট অঞ্চলে মস্কো অনুগত নেতাদের ডাকা গণভোটের প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন জানালেন পুতিন। ওই গণভোট ডাকার পরদিনই তিনি রিজার্ভ সেনাদের ডাকার নির্দেশ দিলেন।

পুতিনের এ ঘোষণার পর বিক্ষোভ শুরু করেন যুদ্ধবিরোধী রুশ নাগরিকেরা। মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গ ছাড়াও বিক্ষোভ হয়েছে সাইবেরিয়ার ইরকুতস্ক শহর ও ইয়েকাতেরিনবার্গ মতো শহরগুলোতে।

এ দিকে পুতিনের এমন ঘোষণার পর রাশিয়া থেকে ছাড়া বিমানের টিকিট বিক্রি বেড়ে গেছে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়।

গতকাল ভাষণে ইউক্রেন ও এর পশ্চিমা মিত্রদের প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়ে পুতিন বলেন, রাশিয়ার ভূখণ্ড রক্ষায় সামর্থ্যে থাকা সব উপায় প্রয়োগ করব। প্রয়োজনে পারমাণবিক অস্ত্রও ব্যবহার করা হবে। পশ্চিমারা যদি 'পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল' অব্যাহত রাখে, তাহলে মস্কো তার হাতে থাকা অস্ত্রের বিশাল মজুতের শক্তি দিয়েই জবাব দেবে। ভাষণে পুতিন বলেছেন, তিনি রিজার্ভ বাহিনীর আংশিক সমাবেশ করার নির্দেশ দিয়ে একটি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করেছেন, আর তা বুধবার থেকেই কার্যকর হবে।

এ দিকে নতুন করে সেনা মোতায়েনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের সতর্ক করেছে রাশিয়ার সরকারি কৌঁসুলির কার্যালয়। গতকালই এই বিক্ষোভকে অননুমোদিত আখ্যা দিয়ে ওই কার্যালয় থেকে বলা হয়, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিক্ষোভে অংশ নিতে আহ্বান করা হলে এবং বিক্ষোভে অংশ নিলে সর্বোচ্চ ১৫ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীকে অসম্মান করা, ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান সম্পর্কে 'ভুয়া খবর' ছড়ানো বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিক্ষোভে অংশ নিতে উৎসাহিত করার অভিযোগ আনা হতে পারে।

রাশিয়ার মানবাধিকার সংগঠন আগোরার আইনজীবী পাভেল শিকভ বলেছেন, গত মঙ্গলবার সকাল থেকে আগোরার হটলাইনে ৬ হাজারটি কল এসেছে, যারা রাশিয়ার সেনাদের অধিকার সম্পর্কে তথ্য চেয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ায় সৈকতে আটকে পড়া প্রায় ২০০ তিমির মৃত্যু

ঢাকা ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়ার পশ্চিম রুক্ষ উপকূলে সমুদ্রতীরে আটকে পড়া প্রায় ২০০ পাইলট প্রজাতির তিমির মৃত্যু হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার উদ্ধারকর্মীরা আজ বৃহস্পতিবার এ কথা জানান। খবর এএফপির।

রাজ্যের বন্য প্রাণী পরিষেবা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপক ব্রেন্ডন ক্লার্ক ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের জানান, আগের দিন সৈকতে খোঁজ পাওয়া ২৩০টি তিমির মধ্যে মাত্র ৩৫টি এখনো জীবিত।

ওপর থেকে তোলা ছবিতে দেখা যায়, মসৃণ ও কালো স্তন্যপায়ী কয়েক ডজন প্রাণী সৈকতজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাণীগুলো তটরেখায় আটকে রয়েছে, যেখানে হিমশীতল দক্ষিণ মহাসাগর বালুকাবেলায় মিলিত হয়েছে।

এ ঘটনার দেখভালের দায়িত্বে থাকা ক্লার্ক বলেন, 'আমরা সৈকত থেকে প্রায় ৩৫টি জীবিত প্রাণী উদ্ধার করতে পেরেছি। আজ সকালে আমাদের প্রথম কাজ হবে উদ্ধার অভিযান চালানো এবং উদ্ধার হওয়া এই প্রাণীগুলো সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া।'



সমুদ্রতীরে আটকে থাকতে দেখার পর স্থানীয় লোকজন তিমিগুলো জীবিত রাখতে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেন এবং প্রচুর পানি ঢালতে থাকেন।

দুই বছর আগে ম্যাককুয়েরি হারবারের কাছেই দেশটির সর্বকালের সবচেয়ে বেশি তিমি আটকে পড়ে। ওই সময় প্রায় ৫০০ তিমি আটকে পড়েছিল। তাসমানিয়ার হিমশীতল পানিতে তাদের অবমুক্ত করতে কয়েক ডজন স্বেচ্ছাসেবকের কয়েক দিনের পরিশ্রম সত্ত্বেও প্রায় ৩০০ মারা তিমি যায়।

ক্লার্ক জানান, সর্বশেষ আটকে পড়ার পরিস্থিতি দুই বছর আগের তিমিগুলোর অবস্থার চেয়েও কঠিন। ওই সময় প্রাণীগুলো আরও বেশি পানির মধ্যে ছিল।

কেন দল বেঁধে সৈকতে উঠে আসে তিমি

তিমির এভাবে গণহারে সৈকতে আটকে পড়ার কারণ এখনো বোঝা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সৈকতের খুব কাছে চলে আসার পর দলছুট সঙ্গীদের অনুসরণ করতে গিয়ে এমনটা ঘটতে পারে।

পাইলট প্রজাতির তিমি ২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এগুলো দল বেঁধে থাকতে পছন্দ করে এবং পথ হারিয়ে বিপদে পড়া সঙ্গীদের অনুসরণ করতে পারে।

কখনো কখনো বয়স্ক, অসুস্থ কিংবা আহত তিমিগুলো সাঁতরে তীরে উঠে আসে এবং অন্য সঙ্গীরা তাঁদের অনুসরণ করলে এমনটা ঘটে থাকে। আটকে পড়া তিমির বিপৎসংকেতে সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে দলের অন্য সঙ্গীরা।

দুই বছর আগে তাসমানিয়ার ম্যাককুয়েরি হারবারের কাছে প্রায় ৫০০ তিমি আটকে পড়েছিলছবি: রয়টার্স

তবে অন্যরা মনে করেন, মৃদু ঢালু সৈকত তিমিগুলোর পানির গভীরতা বোঝার বোধশক্তিকে বিভ্রান্ত করে। তিমিগুলোর মনে করায় যে তারা উন্মুক্ত জলরাশিতেই আছে। এ ধরনের সৈকত তাসমানিয়ায় পাওয়া যায়।

দাপ্তরিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বছরে এ ধরনের তিন শতাধিক প্রাণী সৈকতে উঠে আসে। ২০ থেকে ৫০টি দলবদ্ধ তিমির সৈকতে উঠে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে বড় দল হলে সেটা কয়েক শ তিমিতে গিয়ে ঠেকতে পারে। ২০১৭ সালে নিউজিল্যান্ডের সাউথ আইল্যান্ডের একটি সমুদ্রসৈকতে প্রায় ৭০০টি তিমি উঠে আসে। এর মধ্যে ২৫০টির মৃত্যু হয়।

"নিশ্চয় আপনাকে (মুহাম্মদ সাঃ) আমি বিশ্বজগতের প্রতি রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি" (আল আম্বিয়াঃ ১০৭)

বিশ্বনবীর বিশ্ব উম্মাত ঐক্যবদ্ধ মুসলিম মিল্লাতের বিশ্ব ঘোষণার মহা আয়োজন

মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি যৌথ প্রচেষ্টা

১৫তম
ইন্টারন্যাশনাল
ইউনাইটেড সীরাত
কনভেনশন ২০২২



মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বিশ্ব শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতীক

অক্টোবরর ২, ২০২২, রবিবার

ইংরেজী সেশনঃ বিকাল ৫টা-সন্ধ্যা ৭টা
বাংলা সেশনঃ সন্ধ্যা ৭টা-রাত ১০টা



Venue: 86-45 Edgerton Blvd, Jamaica, NY 11432
F Train Last Stop to Jamaica 178 St. Hillside Ave | Bus: Q1, Q2, Q3, Q43, Q76

আলোচকঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তাবৃন্দ

Parking available | Arrangement for Sisters | Dinner will be served

American Muslim Center

929-361-0609, 347-575-1110 www.amcdawa.org facebook.com/americanmuslimcenterofficial

Alumni Association of Bangladesh Universities

Date: October 01,2022 Time: 6:00 PM

Place: Gulshan Terrace, 59-15 37th Ave, Woodside, NY 11377



Convener

ABU ZAFAR MAHMOOD

CEO & President

Bangla CDPAP Services Inc

Alegra Home Care Inc

Tel: 646-769-0966

Email: netlake111@gmail.com

Powered by:

BANGLA CDPAP SERVICES

ALEGRA® HOME CARE INC.

Care With Love Is Humanity

888-212-3237

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে ‘রব-রুহুল’ প্যানেল জয়ী

(শেষের পাতার পর)

সাধারণ সম্পাদক পদে রুহুল আমীন সিদ্দিকী পুন নির্বাচিত হয়েছেন। রোববার (১৮ সেপ্টেম্বর) ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক সিটির ৫টি কেন্দ্রে (ব্রুকলীন, ব্রঙ্কস এবং কুইন্সের উডসাইড, ওজনপার্ক ও জ্যামাইকা) ভোটগ্রহণ শেষে মধ্যরাত ১২টার দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন। এসময় নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ সহ সোসাইটির কর্মকর্তা, দুই প্যানেলের প্রার্থী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ’র।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর, রোববার সোসাইটির দ্বি-বার্ষিক (২০২২-২০২৩) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। বাংলাদেশ সোসাইটির এবারের নির্বাচনে দু’টি প্যানেল সহ কার্যকরী পরিষদের ১৯টি পদে ৩৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ‘রব-রুহুল’ প্যানেল থেকে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের ১৯ পদে ১৯জন আর ‘নয়ন-আলী’ প্যানেল থেকে ১৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এছাড়াও সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন সভাপতি পদে এবং সোহেল সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। যদিও নির্বাচনী কর্মকান্ডে জয়নাল আবেদীন ও আব্দুল মোমেন সোহেলের কোন প্রচার প্রচারণা লক্ষ্য করা যায়নি। বলা যায় এই দুই প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও নির্বাচন থেকে স্বেচ্ছায় দূরে ছিলেন।

রোববার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তবে নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি ছিলো কম। কুইন্সের জ্যামাইকা কেন্দ্রে ভোটিং মেশিন ঠিকমত কাজ না করায় এক ঘন্টা ৭ মিনিট পরে অর্থাৎ সকাল ১০টা ৭ মিনিটে ভোট গ্রহণ শুরু হয় এবং রাত ১০টা ৭ মিনিটে ভোট গ্রহণ শেষ হয়। এই কেন্দ্রে প্রথম ভোট প্রদান করেন প্রবীণ প্রবাসী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা ছদরুন নূর। জ্যামাইকা কেন্দ্রে দু’বার ভোটিং মেশিনে সমস্যা দেখা দেয় বলে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী অভিযোগ করলেও দুই প্যানেলের এজেন্টদেও সামনেই মেশিনগুলো ঠিক করে তাতে ভোট নেয়া হয় বলে নির্বাচন কমিশন জানায়। উডসাইড কেন্দ্রে ভোটার লিষ্টে জন্ম তারিখ আর নাম ঠিকতম লিখা না থাকায় কোন কোন ভোটারের ভোট গ্রহণ নিয়ে মৃদু উত্তেজনার সৃষ্ট হয়। তবে অন্যান্য কেন্দ্রে শান্তিপূর্ন পরিবেশে বাংলাদেশী স্টাইলেই ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রগুলেঅ ছিলো কুইন্সে উডসাইডের গুলশান টেরেস এবং জ্যামাইকায় ইকরা পার্টি সেন্টার, ওজোনপার্কে দেশি সিনিয়র সেন্টার, ব্রুকলীনে কনি আইল্যান্ডের পাঞ্জাব রেস্টুরেন্ট পার্টি হল এবং ব্রঙ্কসে গোল্ডেন প্যালেস।

সকল কেন্দ্রের ভোট গণনার পর উডসাইড কেন্দ্রে সকল ভোট গণনার পর বেসরকারীভাবে চুড়ান্ত ফলাফর ঘোষণা করা হয়। ফলাফল ঘোষণা পর্ব পরিচালনা করেন নির্বাচন কমিশনের অন্যতম সদস্য মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। এসময় কমিশনের অপর সদস্য মোহম্মদ এ. হাকিম মিয়া, কাওসারুজ্জামন (কয়েস) এবং রুহুল আমিন সরকার উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের সদস্যরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও রাখেন। চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি।

অনুসন্ধানে জানা যায়, নিরব বিপ্লবের মধ্যদিয়ে প্যানেল ভোটের কারনেই ‘রব-রহুল’ প্যানেল জয়লাভ করেছে। আর এই প্যানেলের বিজয়ের নেপথ্যের কারিগণ হিসেবে আলোচিত হচ্ছেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট সমাজসেবী, বৃহত্তর নোয়াখারী সমিতি ইউএসএ’র সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু। তার সাংগঠনিক দক্ষতা আর নির্বাচনী কৌশলের কাছে পরাজিত হয়েছেন ‘নয়ন-আলী’ প্যানেল, বিজয়ী হয়েছেন ‘রব-রুহুল’ প্যানেল। ফলে কেউ কেউ বলছেন জাহিদ মিন্টু-ই হবেন বাংলাদেশ সোসাইটির পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক। অপরদিকে জনশ্রুতি মোতাবেক ‘নয়ন-আলী’ প্যানেল বেশী ভোটার বানালেও তাদের বিপুল পরিমান ভোটার কেন্দ্রে এসে ভোট দেয়নি বলে ‘নয়ন-আলী’ প্যানেলের ভরাডুবি হয়েছে। এদিকে এই প্যানেলের হেভিওয়েট প্রার্থী হিসেবে সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী আব্দুর রহীম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী, সহ সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মিয়া মোহাম্মদ দুলাল ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী মনিকা রায় এর পরাজয় কমিউনিটিতে ব্যাপক আলোচিত হচ্ছে।

‘রব-রুহুল’ প্যানেলের বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- আবদুর রব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক- রুহুল আমিন সিদ্দিকী (পুন:নির্বাচিত), সিনিয়র সহসভাপতি- মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহসভাপতি- ফারুক চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ- মো. নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক- আবুল কালাম ভূঁইয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ডা. শাহনাজ লিপি, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ (পুন:নির্বাচিত), সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মো. টিপু খান, সাহিত্য সম্পাদক- ফয়সাল আহমদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং কার্যকরী সদস্য মো. সাদী মিন্টু (পুন:নির্বাচিত), ফারহানা চৌধুরী (পুন:নির্বাচিত), শাহ মিজানুর রহমান, সিরাজদৌল্লাহ হক বাশার, মো. আখতার বাবুল ও সুশান্ত দত্ত।

নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন: বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে বিজয়ী সভাপতি পদে আবদুর রব মিয়ার প্রাপ্ত ভোট ৩,১৬০। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাজী আশরাফ হোসেন পেয়েছেন ২,৫৪০। সভাপতি পদের অপর প্রার্থী জয়নাল আবেদীন পেয়েছেন ৬৭ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী রুহুল আমিন সিদ্দিকী (পুনঃনির্বাচিত) পেয়েছেন ৩,১৮৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ আলী পেয়েছেন ২,৪৭৯ ভোট। এই পদেও অপর প্রার্থী আব্দুল মোমেন সোহেল পেয়েছেন ৬৭ ভোট।

সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে বিজয়ী মহিউদ্দিন দেওয়ান পেয়েছেন ৩,২১৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুর রহিম হাওলাদার পেয়েছেন ২,৪২০ ভোট।

সহ-সভাপতি পদে বিজয়ী ফারুক ইউ চৌধুরী পেয়েছেন ৩,০৫২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রেজাউল করিম সগির পেয়েছেন ২,৪৪০ ভোট।

সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী আমিনুল ইসলাম চৌধুরী পেয়েছেন ২,৮৭৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মিয়া মোহাম্মদ দুলাল পেয়েছেন ২,৬৫০ ভোট।

কোষাধ্যক্ষ পদে বিজয়ী নওশেদ হোসেন পেয়েছেন ২,৯৮২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ খান ডিউক পেয়েছেন ২,৫৩৩ ভোট।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিজীয় আবুল কালাম ভূঁইয়া পেয়েছেন ২,৯৩৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আহসান হাবীব পেয়েছেন ২,৫৯৪ ভোট।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে বিজয়ী ডা. শাহনাজ লিপি পেয়েছেন ২,৯৯০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনিকা রায় পেয়েছেন ২,৫৬০ ভোট।

জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদে বিজয়ী রিজু মোহাম্মদ (পুনঃনির্বাচিত) সর্বোচ্চ পেয়েছেন ৩,২৯১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ হায়দার আলী পেয়েছেন ২,২৩৯ ভোট।

সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে বিজয়ী খান মোহাম্মদ টিপু পেয়েছেন ২৯৪৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাশেম চৌধুরী পেয়েছেন ২,৫৩২ ভোট।

সাহিত্য সম্পাদক পদে বিজীয় ফয়সাল আহমদ পেয়েছেন ৩,০২০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাসান জিলানী পেয়েছেন ২,৪৯৩ ভোট।

ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদে বিজীয় মাইনুল উদ্দিন মাহবুব পেয়েছেন ২,৯৭৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রশিদ রানা পেয়েছেন ২,৫৫১ ভোট।

স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদে বিজয়ী প্রদীপ ভট্টাচার্য পেয়েছেন ২,৭৫৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সামাদ মিয়া (জাকির) পেয়েছেন ২.৬৭২ ভোট।

সোসাইটির কার্যকরী সদস্য পদে ‘রব-রহুল’ প্যানেল থেকে বিজয়ী সাদী মিন্টু (পুনঃনির্বাচিত) পেয়েছেন ২,৯১৩ ভোট, ফারহানা চৌধুরী (পুনঃনির্বাচিত) পেয়েছেন ৩,২১০ ভোট, শাহ মিজানুর রহমান পেয়েছেন ২,৯০৯ ভোট, সিরাজদৌল্লাহ হক বাশার পেয়েছেন ২,৯৯৩, মোহাম্মদ এ আখতার পেয়েছেন ৩,১৬৭ ভোট, সুশান্ত দত্ত পেয়েছেন ২,৯৪৯ ভোট।

অপরদিকে কার্যকরী সদস্য পদে ‘নয়ন-আলী’ প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সাইদুর খান ডিউক পেয়েছেন ২,২৫১ ভোট, মাহমুদ আলম পেয়েছেন ২,৩৪০ ভোট, মোহাম্মদ এ সিদ্দিকী পেয়েছেন ২,৬০৬ ভোট ও আহসান উল্লাহ মামুন পেয়েছেন ২,৫০৩ ভোট।











Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

জীর্ণ কুঁড়েঘরে রুপনার প্রতীক্ষায় মা

(ছবি আছে স্পোর্টস পিকচার নং-০৫)

ঢাকা: ছোটবেলায় একবার রুপনার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর। তবু তাকে আটকানো যায়নি। মাঠে গেলেই গেল। ফুটবলের প্রতি তার আগ্রহের কাছে আমরা হেরেছিলাম। এখন আমার মেয়ে দেশের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনায় গর্ববোধ করছি, খুব খুশি লাগছে। গতকাল মঙ্গলবার রাঙামাটির দুর্গম পাহাড়ে বেড়ে ওঠা নারী সাফ ফুটবলের সেরা গোলরক্ষক রুপনার মা কালোসোনা চাকমা মেয়েকে নিয়ে এভাবেই বলছিলেন।

রুপনা চাকমার মা জানান, তার মেয়ে নিজের আগ্রহ আসে বলে এতদূর দুর যেতে পেরেছে। তবে এতদূর আসার পেছনে মূল কারিগর হলেন ঘাগড়ার শান্তি মনি চাকমা ও বীরসেন চাকমা। তিনি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার মেয়ে বহুদুর এগিয়ে যেতে পারে সে জন্য সবাইয়ের আশীর্বাদ কামনা করেন।

জানা গেছে, রাঙামাটির নানিয়ারচর উপজেলার ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের দুর্গম ভূইয়োদামের জন্ম রুপনা চাকমার। পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হওয়ার আগে তার বাবা গাথা মনি চাকমা মারা যান। রুপনা চাকমারা দুই ভাই, দুই বোন, তিনি সবাইয়ের ছোট। তার মা অতিদরিদ্রতার সাথে লড়াই করে রুপনাকে কষ্টের মধ্য দিয়ে বড় করে তোলেন।

গ্রামের হাছাছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির পর নানিয়ারচরে উপজেলা পর্যায়ে খেলা খেলতে গিয়ে তার ফুটবল শৈলির নজরে আসে শিক্ষক বীরসেন চাকমার। পরে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় ঘাগড়াতে নিয়ে যান বীরসেন চাকমা ও শান্তি মনি চাকমা। ঘাগড়া প্রাইমারী স্কুলে ভর্তির পর গোলরক্ষকের প্রশিক্ষণ দেন শান্তি মনি চাকমা। পরে ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির পর তার অদম্য শক্তি ও পরিশ্রমে আর্ন্তজাতিক অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলে ডাক পান রুপনা এরপরই তার নামটি ইতিহাস হয়ে গেলো।

মঙ্গলবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কের প্রায় দুই কিলোমিটার দুরে দুর্গম কাঁচা রাস্তা ও বাঁশের তৈরী সাকোঁ পেরিয়ে রুপনা চাকমার বাড়ী। সেখানে রুপনার মা কালোসোনা চাকমা বসে রয়েছেন ভাঙা একটি কুঁড়ে ঘরে। পাশে রয়েছে তার ভাইয়ের বাড়ী। ভাই ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে রুপনা নেপালে গিয়ে যে বিজয় অর্জন করেছেন তার কথা



বলাবলি করছিলেন। সাংবাদিক গেছে জানতে পেরে গ্রামের মুরুব্বীরাও যান সেখানে। গ্রামের মেয়ে রুপনা ও তার দল দেশের জন্য শিরোপা বিজয় ছিনিয়ে আনায় খুশীতে আত্মহারা গ্রামবাসীরা।

কথা হয় রুপনা চাকমার চাচাতো বোন রিপা চাকমার সাথে। তিনি জানান, অনেক দলকে হারিয়ে ফাইনালে নেপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সেজন্য তাদের গ্রামের মানুষ খুবই গর্ববোধ করছে। রুপনার খেলা দেখে তিনি আরো অনেকে উৎসাহিত হচ্ছে। রুপনার আপন বড়ভাই জীবন চাকমা জানান, রুপনা ছোটবেলা থেকে খেলা পছন্দ করতো এবং খেলা খেলার জন্য বন্ধু ছেলেদের সাথে মিশতো। বিকেলে কাজের থেকে ফিরে মায়ের থেকে শুনেছেন বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গ্রামের লোকেরা রুপনাকে নিয়ে প্রশংসা করছে।

ভূইয়োদামের বাসিন্দা আলো বিকাশ চাকমা জানান, রুপনা অসহায় এক মায়ের সন্তান। বাবাকেও জীবনে দেখেনি। সেই রুপনা আজ আমাদের গ্রামের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। সে এখন দেশের গর্ব এবং আগামী প্রজন্মের পথপ্রদর্শক। সে দেশ ও জাতির জন্য সম্মান এনে দিয়েছে।

মগাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক বীরসেন চাকমা বলেন, ২০১২ এবং ২০১৩ সালে রুপনাকে ঘাগড়াতে আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে রাজি ছিলো না। ২০১৪ সালে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় তাকে ঘাগড়াতে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে সে সেরা গোলরক্ষক হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন করে। তার এ অর্জন শুধু তার নয়। এ অর্জন পুরো দেশবাসীর।

ঘিলাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) প্যানেল চেয়ারম্যান বাসন্তী চাকমা বলেন, রুপনা আমাদের ইউনিয়নের মেয়ে। তার জন্য আমরা গর্ববোধ করছি। কেননা সে আমাদের গ্রামের মেয়ে হয়ে বাংলাদেশের জন্য শিরোপা এনে দিয়েছে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে তাকে যদি সহায়তা করা হয় তবে অনেক ভালো হবে। কারণ তার বাবা নেই। ছোটবেলা থেকে সে তার বাবকে দেখেনি।

এদিকে, মঙ্গলবার বিকালে রাঙামাটি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান রুপনা চাকমার গ্রামের বাড়ী ভূইয়োআদামে ও রিতুপূর্ণা চাকমার বাড়ী কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের মগাছড়িতে যান। এসময় দুই ফুটবলার ঋতুর্পনা চাকমা ও রুপনা চাকমার পরিবারকে দেড় লাখ টাকা করে ৩ লাখ টাকা উপহার তুলে দেন। এছাড়া রুপনা চাকমা গ্রামে এলাকাবাসীর সুবিধার জন্য একটি ব্রীজ নির্মাণ ও রুপনা চাকমাকে একটি বাড়ি নির্মাণের আশ্বাস দেন।

এমসয় বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য নিরুপা দেওয়ান ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম, নানিয়ারচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফজলুল রহমানসহ জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, রিতু ও রুপনা আমাদের রাঙামাটির গর্ব। তাদের এ অর্জন পুরো বাংলাদেশের মানুষ গর্বিত। তাদের এ কৃতিত্বের জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও করা হবে।



সাফজয়ী কৃষ্ণা রানীর ব্যাগ থেকে আড়াই লাখ টাকা চুরি

ঢাকা ডেস্কঃ নেপাল থেকে সাফ জিতে ফেরা কৃষ্ণা রানী সরকারের ব্যাগ থেকে প্রায় আড়াই লাখ টাকা চুরি হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে শোভাযাত্রায় এ ঘটনা ঘটেছে।

কৃষ্ণা এ তথ্য গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, যেহেতু দেশের আসার পর আমাদের জন্য বড় ধরনের আয়োজন ছিল। এ জন্য আমরা আমদের হ্যান্ডব্যাগটাও লাগেজের ভেতরে রেখেছিলাম। পরে যখন লাগেজ খুলি, তখন দেখি ভেতরের ছোট ব্যাগের চেইন খোলা। ব্যাগের ভেতরে আমার ৯০০ ডলার, শামসুন্নাহার সিনিয়রের ৪০০ ডলারসহ আরও অনেকের কিছু ডলার ছিল। বাংলাদেশি টাকায় যার মূল্য আড়াই লাখ টাকার মতো। সেগুলোর কিছুই নেই ব্যাগের ভেতর।

শুধু তারই টাকা চুরি যায়নি। আরও কয়েকজন ফুটবলারের ব্যাগের তালা ভাঙা ছিল বলেও জানান তিনি।

বৃহস্পতিবার আমিরাত যাবে বাংলাদেশ দল

ঢাকা ডেস্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নিতে বৃহস্পতিবার বিকেলে দেশ ছাড়ার কথা রয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের।

২৫ ও ২৭ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম অনুষ্ঠিতব্য দুই ম্যাচের সিরিজকে সামনে রেখে ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। জাতীয় দলের নিয়মিত অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল) খেলার জন্য ছুটি নেওয়ায় এই সিরিজে তাকে পাওয়া যাবে না। তার অবর্তমানে আমিরাতে দলকে নেতৃত্ব দেবেন নুরুল হাসান। আমিরাত সফরের দলে নেই অলরাউন্ডার মেহেদী হাসানও। পারিবারিক সমস্যার কারণে এই সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছেন তিনি।



এ ব্যাপারে প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু বলেছেন, মেহেদীর কিছু পারিবারিক সমস্যা আছে। সে জন্য এই সিরিজ থেকে সে ছুটি নিয়েছে।

বাংলাদেশ দল: নুরুল হাসান (অধিনায়ক), সাব্বির রহমান, মেহেদী হাসান মিরাজ, আফিফ হোসেন, মোসাদ্দেক হোসেন, লিটন দাস, ইয়াসির আলী, মোস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, তাসকিন আহমেদ, ইবাদত হোসেন, হাসান মাহমুদ, নাজমুল হোসেন, নাসুম আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, সৌম্য সরকার ও রিশাদ হোসেন।

কলসিন্দুরের ফুটবলকন্যাদের পরিবারকে সংবর্ধনা

ঢাকা ডেস্কঃ সাফ শিরোপা জয়ী ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার কলসিন্দুর গ্রামের আট ফুটবলকন্যার পরিবারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষে তাদের প্রত্যেক পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার করে মোট ৪ লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বুধবার বিকালে ফুটবলার সানজিদার বাড়িতে এবং কলসিন্দুর সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এই সংবর্ধনা দেয়া হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফুটবলারদের পরিবারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তাদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ময়মনসিংহের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. আনোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পুলক কান্তি চক্রবর্তী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফৌজিয়া নাজনীন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফাতেমা জান্নাত, ভাইস চেয়ারম্যান আবুল ফজল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সেলিমা খাতুন, অফিসার ইনচার্জ টিপু সুলতান, ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন খান, মেয়েদের কোচ জুয়েল মিয়া ও স্কুলের শিক্ষকরা।

এব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফৌজিয়া নাজনীন জানান, নারী ফুটবলারদের সাফল্যে সারা দেশ উচ্ছ্বসিত, সরকারি নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।



এদিকে শিরোপা জয়ী মেয়েদের বরণ করে নিতে অধীর আগ্রহে বসে আছেন ফুটবলপ্রেমী এলাকাবাসী। উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং মেয়েদের স্কুলসহ এলাকাবাসী সংবর্ধনা দিবে তাদের।

গত সোমবার নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে স্বাগতিক নেপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট জিতে নেয় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। সাফের শিরোপা জয় করে বুধবার দুপুরে দেশে ফিরে সাবিনা খাতুনরা। তবে কবে বাড়িতে ফিরবে তা এখনও জানা যায়নি।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে নানান রকমের রান্না তৈরী করার কথা ভাবছেন সানজিদা ও মারিয়ার মায়েরা। মারিয়া মান্দার মা এনতা মান্দা বলেন, চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমার মেয়ে গ্রামে আসছে শুনে অনেক আনন্দ লাগছে, ওকে ভালো ভালো রান্না করে খাওয়াতে হবে।

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেয়া বাংলাদেশ দলের আট ফুটবলারের বাড়ি ধোবাউড়া উপজেলার অঝোপাড়া কলসিন্দুর গ্রামে। তারা হলেন-সানজিদা আক্তার, মারিয়া মান্দা, শিউলি আজিম, মার্জিয়া আক্তার, শামছুন্নাহার সিনিয়র, তহুরা আক্তার, সাজেদা আক্তার ও শামছুন্নাহার জুনিয়র।



দেশে ফিরেই সাবিনাদের পুরস্কার দেবেন প্রধানমন্ত্রী

স্পোর্টস ডেস্ক: দেশের মানুষের স্বপ্নকে সত্যি করে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে দেশে ফিরেছে বাংলার অদম্য নারীরা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরেই এসব সোনার মেয়েদের পুরস্কার দেবেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও রূপনা চাকমারা মতো যেসব ফুটবলারের আবাসস্থল প্রয়োজন তাদের জন্যও বাড়ি তৈরির ব্যবস্থা করা হবে। বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে এমন তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মুহূর্তে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে।

বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) দেশে ফিরে তারা বীরোচিত সংবর্ধনা পেয়েছে সাবিনা-সানজিদারা। এসেছে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অর্থ পুরস্কারের ঘোষণা। এবার প্রধানমন্ত্রীর পক্ষা থেকে দেশে ফিরেই সাফজয়ী মেয়েদের পুরস্কৃত করার ঘোষণা এলো। সাফ শিরোপা জয়ী প্রত্যেক নারী ফুটবলারদের জন্য নগদ অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন সরকার প্রধান। দেশে ফিরেই সেই পুরস্কার দেয়া হবে বলেও জানিয়েছে প্রেস উইং।

এছাড়াও প্রত্যেক নারী ফুটবলারদের বাড়িঘরের খোঁজ খবর নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। যেসব ফুটবলারের বাড়ির প্রয়োজন রয়েছে তাদের জন্য বাড়িও নির্মাণ করে দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে। এর আগে বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) সাফজয়ী নারী ফুটবল দলের গোলরক্ষক রূপনা চাকমাকে তার শহর রাঙামাটিতে সরকারের পক্ষ থেকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রূপনা চাকমার জরাজীর্ণ বাড়ির ছবি ভাইরাল হলে বিষয়টি চোখে পড়ে জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার।



টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের ভেন্যু চূড়ান্ত

স্পোর্টস ডেস্ক: টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আগামী দুই ফাইনালের ভেন্যু চূড়ান্ত। ২০২৩ সালের জুনে চলতি চক্রের ফাইনাল হবে ইংল্যান্ডের ওভালে। আর ২০২৫ সালের ফাইনাল হবে ইংল্যান্ডের লর্ডসে। বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্তা সংস্থা আইসিসি।

২০১৯ সালের ফাইনালও হয়েছিল ইংল্যান্ডে। সাউথ্যাম্পটনে ভারতকে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম চক্রের শিরোপা ঘরে তুলেছিল নিউজিল্যান্ড। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতি চক্র চলে দুই বছর ধরে। পয়েন্টের শতকরা হারে টেবিলের শীর্ষে থাকা দুই দল খেলে ফাইনালে। এ বারের চক্রে ৭০ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে এখনও পর্যন্ত সবার ওপরে আছে অস্ট্রেলিয়া। দুইয়ে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার শতকরা পয়েন্টের হার ৬০। পরের তিন স্থানে আছে শ্রীলঙ্কা, ভারত ও পাকিস্তান। ফাইনালের আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড সাত নম্বরে। ৫০ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে তাদের ওপরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সবশেষ দুই দল নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশ।

স্বপ্নছোঁয়া সাফল্যে শিহরিত সাবিনা

স্পোর্টস ডেস্ক: সাবিনা খাতুন একজন দলনেতা। রূপকথার নায়িকা। জাতীয় নারী ফুটবল দলের শিরোমণি। যার ক্যারিয়ারের সাফল্যের গল্প লিখতে গেলে শেষ হবে না। ঘরোয়া আসরে 'গোলমেশিন' এবং 'বাংলাদেশের নারী ফুটবলের মেসি' খ্যাত সাবিনা ঘরোয়া আসরে হ্যাটট্রিক, ডাবল হ্যাটট্রিক করে মাতিয়েছেন দর্শকদের।

আন্তর্জাতিক আসরে প্রতিপক্ষের জাল যেন অপেক্ষা করে তার জাদুমাখা বলের স্পর্শ পেতে। সাবিনা ক্যারিয়ারসেরা টুর্নামেন্ট খেললেন এবার। যে টুর্নামেন্টে তিনটি ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ। প্রথমবারের মতো ভারত ও নেপালকে হারিয়েছেন সাবিনারা। প্রথমবারের মতো মেয়েদের সাফে অপরাজিত থেকে সোনালি ট্রফি জিতেছে বাংলাদেশ। এই টুর্নামেন্টে সব প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে সাবিনার, 'আমার আর চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। একটি স্বপ্ন অপূর্ণ ছিল, যা এই টুর্নামেন্টে পূর্ণ হলো। দীর্ঘ ১২ বছরের আক্ষেপ ঘুচল। বলতে পারি, আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে করব, দেশের জন্য কিছু করতে পেরেছি।' তিনি যোগ করেন, 'টুর্নামেন্টসেরা এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছি। নিজের চেষ্টা এবং পরিশ্রম মাঠে দিয়েছি, তার পুরস্কার পেলাম। নিঃসন্দেহে এই টুর্নামেন্ট আমার ক্যারিয়ারের সেরা।'



২০১০ সাল থেকে মেয়েদের সাফের ছয়টি আসর বসেছে। প্রত্যেকটি আসরেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন সাবিনা। বিশেষ করে ২০১৬ সালে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকসহ পাঁচটি গোল করে নিজের জাত চিনিয়েছিলেন তিনি। এবার একটি টুর্নামেন্টেই জিতেছেন সবকিছু।

টুর্নামেন্টে আটটি গোল করেছেন সাবিনা। দুটি হ্যাটট্রিক। মালদ্বীপের বিপক্ষে দুই গোল (৩-০ গোলের জয়), পাকিস্তানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক (৬-০ গোলের জয়) এবং ভুটানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক (৮-০ গোলের জয়)। আট গোল করে সর্বাধিক গোলদাতার গোল্ডেন বুট জিতেছেন। পুরো টুর্নামেন্টে আলো ছড়িয়ে জিতেছেন সেরা খেলোয়াড়ের ট্রফিও। সাবিনা সম্পর্কে মাসুরা পারভীনের কথা, 'একজন অধিনায়কের যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন, সবই আছে তার। সাবিনা আপু আমাদের বন্ধুর মতো। আমাদের ভুল ধরিয়ে দেন। ভালো খেললে চিয়ারআপ করেন। তার মতো অধিনায়ক পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।' টুর্নামেন্টে আট গোলের সুবাদে সাফে সাবিনার গোলসংখ্যা ২২ এবং আন্তর্জাতিক আসরে ৩২।

গ্রামের বাড়িতে মিষ্টি বিতরণ: নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের গ্রামের বাড়ি সাতক্ষীরায় বইছে আনন্দের বন্যা। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সোমবার সাফ উইমেনস চ্যাম্পিয়নশীপ শিরোপা বাংলাদেশের মেয়েরা জেতার পর সাতক্ষীরা শহরজুড়ে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও ফুটবল ফেডারেশনের নেতারা সাবিনার বাড়িতে ফুল ও মিষ্টি নিয়ে যান। সাবিনাসহ দলের সব সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবির ও পুলিশ সুপার কাজী মনিরুজ্জামান।

সাফ ফুটবলে জয়ের প্রতিক্রিয়ায় সাবিনার বড় বোন সালমা খাতুন বলেন, এ জয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। আমার বোন দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। সে সাতক্ষীরার গর্ব। তিনি আরও বলেন, দুই বছর আগে তাদের বাবা মমতাজ আলী মারা গেছেন। গ্রামের বাড়িতে মা থাকেন। পাঁচ বোনের মধ্যে সাবিনা চতুর্থ। অভাব-অনটনের মধ্যে অনেক কষ্ট করে সাবিনাকে ফুটবল খেলতে হয়েছে। সে প্রচুর পরিশ্রম করত। বয়সভিত্তিক ফুটবলের অনেক স্তর পার করে আজ এ পর্যায়ে সে এসেছে।

সেজ বোন শিরিনা খাতুন জানান, ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি সাবিনার অনেক আগ্রহ। একদিন বড় ফুটবলার হবে এমন প্রত্যয় নিয়ে সে সব সময় অনুশীলন করত। তার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। অনেক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে সাবিনাকে ফুটবল খেলতে হয়েছে। অনেকে খারাপ চোখেও দেখত। বাসা থেকেও তাকে অনেক বাধা দেওয়া হয়েছে। তবে যখন সে ভালো খেলতে শুরু করল তখন আর কেউ কিছু বলত না।

নারীদের ফুটবল খেলা নিয়ে সমাজে অনেক কুসংস্কার রয়েছে- দাবি করে সাতক্ষীরার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আরিফ হাসান প্রিন্স জানান, নারীরা আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সাবিনা তার প্রমাণ। বাংলাদেশ সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এতে সাতক্ষীরাবাসী অনেক আনন্দিত।

ব্যাটে বল লাগাতে না পেরে রাগে স্টাম্প ভাঙলেন শান্ত

স্পোর্টস ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ট্রাইন্যাশন সিরিজ এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে নাজমুল হোসেন শান্ত'র স্থান পাওয়া নিয়ে চলছে বিতর্ক। অনেকেই বিসিবির নির্বাচককে ধুয়ে দেন।

কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে এখন পর্যন্ত জ্বলে না ওঠা শান্তকে বিশ্বকাপ দলে সুযোগ দেওয়ায় বিতর্ক কম হয়নি।

যদিও ঘরোয়া লিগ ও অনুশীলনে শান্ত'র দুর্দান্ত ব্যাটিং হৃদয় ছুঁয়ে গেছে টেকনিক্যাল কনসাল্টেন্ট শ্রীধরন শ্রীরামের। আর সেই শান্তকে অনুশীলনে এবার নড়বড়ে দেখাচ্ছে। মঙ্গলবার অনুশীলনে ব্যাটে বল লাগানে না পেরে মেজাজ হারাতে দেখা গেল তাকে। নিজের ব্যর্থতার ক্ষোভ উগড়ে দিলেন স্টাম্পের উপর। ব্যাট দিয়ে স্টাম্পই ভেঙে ফেললেন শান্ত! শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের সেন্টার উইকেটে মঙ্গলবার নেট অনুশীলনের সময় এমন কান্ডই করলেন শান্ত।



এদিন নেটে শুরু থেকেই বলে ভালোভাবে সংযোগ ঘটাতে পারছিলেন না শান্ত। বড় কোনো শট খেলতেও দেখা যায়নি। মিনিট বিশেক সময় চেষ্টা করেন। কিন্তু থোয়ারের চ্যালেঞ্জে বারবার ব্যর্থ হচ্ছিলেন। লেগ স্টাম্পে পিচ করা বলে ব্যাটই ছোঁয়াতে পারছিলেন না! একবার বাউন্সারের আঘাতও হজম করেছেন।

এক সময় মেজাজ হারান। থোয়ারের ছোড়া অফ স্টাম্পের বাইরের একটি বলে ফের ব্যর্থ হন শান্ত। এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। ব্যাট দিয়ে সজোরে আঘাত করে ভেঙে ফেলেন স্টাম্প! পর সেটি নিজেই কুড়িয়ে আনেন। এরপরই থোয়ার রমজানের একটি বল শান্তর হাতে এসে লাগে, তখন অনুশীলন রেখে ড্রেসিংরুমে ফিরে যান এই ওপেনার। জানা গেছে কোন চোট মারাত্মক নয়, সবকিছু ঠিক আছে শান্তর।



দাবি আদায় না করে বিএনপির নেতাকর্মীরা ঘরে ফিরবে না'

ঢাকা, ২২ সেপ্টেম্বর : জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত বিএনপি'র নেতাকর্মীরা ঘরে ফিরে যাবে না বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। গতকাল বিকালে রাজধানীর মিরপুর ৬ নং সেকশনের বি ব্লকের বায়তুল মোশাররফ জামে মসজিদের সামনে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। সারা দেশে দলের কর্মসূচিতে হামলা এবং তিন কর্মী নিহতের প্রতিবাদে এ সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি। ঢাকা মহানগরীতে জোনভিত্তিক ১৬টি স্থানে সমাবেশের অংশ হিসেবে ১১তম দিনে গতকাল মিরপুরে সমাবেশ করে দলটি। সমাবেশকে কেন্দ্র করে দুপুরের আগ থেকেই মিরপুর ৬নং এলাকার বিভিন্ন গলিতে অবস্থান নেয় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ব্যানার সম্বলিত মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে আসেন তারা। একপর্যায়ে সমাবেশস্থলে কয়েক হাজার নেতাকর্মী জড়ো হন। এদিকে সব ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় সতর্ক অবস্থানে ছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। সমাবেশস্থলের আশেপাশের এলাকায় বি-পুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এ ছাড়া সতর্ক অবস্থানে ছিল সাদা পোশাকের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

আন্দোলনের জোয়ার শুরু হয়েছে মন্তব্য করে স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে না দিয়ে ঘরে ফিরে যাবো না। মাত্র রিহার্সেল, ফাইনাল খেলায় এখনো নামিনি।

আন্দোলনে যারা রক্ত দিয়েছেন তা বৃথা যাবে না। রক্ত দিয়েই গণতন্ত্র উদ্ধার করবো। বিএনপি'র এ নেতা বলেন, আন্তর্জাতিক বিশ্বকে আহ্বান জানাই গণতন্ত্র উদ্ধারে পাশে থাকুন। আমাদের ক্ষমতা এনে দিতে হবে না। কে ক্ষমতায় আসবে তা জনগণই ঠিক করবে। ভোটের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করেই বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে। নিশ্চিন্তে ভোট দেয়ার প্রস্তুতি নিন। রাজপথে নামুন, ওরা পরাজিত হবেই। জনগণ ভোটের মাধ্যমে যাদের দায়িত্ব দেবে তারাই দেশ চালাবে। যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় তাদের কাছে কোনো দাবি করে লাভ নেই। আজ জনগণের একটাই দাবি, সরকারের পদত্যাগ। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি দিয়ে কিছু হবে না। সবার হাতে মোটা লাঠি থাকতে হবে। তবে কাউকে আঘাত করার জন্য নয়, নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য। আঘাত আসলে পাল্টা আঘাত করতে হবে। ওবায়দুল কাদেরকে উদ্দেশ্য করে গয়েশ্বর বলেন, বিএনপি'র নেতাকর্মীদের ওপর যারা হামলা করেছে সেসব অপরাধীকে জনসম্মুখে হাজির করেন। তা না হলে জনগণের কাঠগড়ায় আপনাদের বিচার হবেই। পাল্টা আঘাত শুরু করলে পালানোর জায়গা পাবেন না। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার যে কথা আগে বলেছিলেন, সামনে আবার সেইদিন আসছে। তিনি বলেন, লড়াই করে দেশ স্বাধীন করেছি, কাউকে আর স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ শাসন করতে দেবো না। আমাদের এই আন্দোলন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নয়, এই আন্দোলন জনগণকে শৃঙ্খলমুক্ত করার আন্দোলন।

প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, এখনো সময় আছে জনগণের কাতারে আসেন, সব অন্যায় মাফ হয়ে যাবে। ভয় পাবেন না, ভুল বোঝানো হচ্ছে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আপনাদের চাকরি চলে যাবে। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কারও চাকরি যাবে না। নিরপেক্ষ থাকুন, নইলে সরে দাঁড়ান। তিনি বলেন, এই সরকারের অধীনে যারা নির্বাচন করতে চাইবে বা ভাগ-বাটোয়ারা নির্বাচন করতে চায়, সেটা আমার দলের হোক বা অন্য কোনো দলের হোক। রাজপথে তাদের প্রতিহত করতে হবে। আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচন হবে না জানিয়ে গয়েশ্বর বলেন, এক কূটনীতিক (ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের বিদায়ী হাইকমিশনার) যাওয়ার সময় বলে গেছেন যে তারা ব্যক্তির পক্ষে নয়। তারা দেশের পক্ষে, জনগণের পক্ষে। এ সময় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) নিয়েও কঠোর সমালোচনা করেন বিএনপি'র এই নেতা।

বলেন, লুটপাট করতেই এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। কয়েকজনের পকেট ভারী হবে। সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি'র আহ্বায়ক আমানউল্লাহ আমান বলেন, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বানচাল করার জন্য অনেক কারসাজি করা হয়েছে, আক্রমণ করা হয়েছে। কারণ বিএনপি জনগণের কল্যানে কথা বলে। আজকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই। মিডিয়ার মুখে তালা মারতে চায়। এই স্বাধীন দেশটাকে অন্য জায়গায় বিক্রি করে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এবার রাজপথে ফয়সালা হবে। আন্দোলনের মুখে সরকারের বিদায় নিতে হবে। বুক পেতে দেবো, রক্ত দেবো তবুও এই সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে দিবো না। তাই প্রশাসনকে বলবো নিরপেক্ষ হয়ে যান। না পারলে সরে যান। ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি'র সদস্য সচিব আমিনুল হকের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে সমাবেশে বিএনপি'র চেয়ারম্যান উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া, যুব মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, প্রচার সম্পাদক শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, কেন্দ্রীয় নেতা নাজিমুদ্দিন আলম, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি'র সদস্য তাবিথ আউয়াল প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

ওসমানীনগর ও বিশ্বনাথে ভোটের হাওয়া

সিলেট, ২২ সেপ্টেম্বর : প্রবাসী শহর সিলেটের ওসমানীনগর ও বিশ্বনাথে বইতে শুরু করেছে ভোটের হাওয়া। উপজেলা ও পৌর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রার্থীরা এখন মাঠে। চলছে হিসাব-নিকাশও। ওসমানীনগর ও বিশ্বনাথ নিয়ে সিলেট-২ আসন। জাতীয় নির্বাচনে গত দুই টার্ম আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র প্রার্থীরা নিজ নিজ মার্কা নিয়ে নির্বাচন করতে পারেননি। ফলে উভয় দলের প্রার্থীরা শেষ মুহূর্তে নির্বাচন থেকে সরে যান। জোট-ভোটের হিসাবে শরিক দলই পায় অগ্রাধিকার। এবারের উপজেলা ও পৌর নির্বাচনকে ঘিরে ভিন্ন আমেজ এ দুই জনপদে। এবারের নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীরা নির্বাচনে থাকলেও ধানের শীষ নিয়ে কেউ দাঁড়াবেন না। তবে- স্বতন্ত্র ব্যানারে দু'টি নির্বাচনেই বিএনপি নেতারা মাঠে লড়াইয়ে থাকবেন।

এ কারণে নির্বাচনের আগেই প্রার্থী নিয়ে কঠিন হিসাব-নিকাশ চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ। আগামী ২রা নভেম্বর ওসমানীনগর উপজেলা ও বিশ্বনাথ পৌরসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যে তফসিলও ঘোষণা করা হয়েছে। ওসমানীনগর উপজেলায় এবার দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচন হতে যাচ্ছে। আর বিশ্বনাথ পৌরসভায় হচ্ছে ইতিহাসের প্রথম নির্বাচন। এর আগে ইউনিয়ন পরিষদ থাকাকালে নির্বাচন হয়েছিল। তবে- বিশ্বনাথ পৌরসভার সীমানা নির্ধারণ নিয়ে আইনি লড়াই চালাচ্ছেন ভোটাররা। ফলে পৌর নির্বাচন সময়মতো অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছেন প্রার্থী ও ভোটাররা। ওসমানীনগর উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে এবার প্রার্থী তালিকা দীর্ঘ। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপি ও খেলাফত মজলিসের প্রার্থীরা স্বতন্ত্র ব্যানারে মাঠে সক্রিয়। আওয়ামী লীগ থেকে কে পাবেন নৌকার টিকিট সেটি এখনো নিশ্চিত নয়।

আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন; সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক জগলু চৌধুরী, জেলা যুবলীগের সভাপতি শামীম আহমদ ভিপি, ওসমানীনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আতাউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান নাজলু, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আলতাফুর রহমান সোহেল। জগলু চৌধুরী গতবার বিদ্রোহী প্রার্থী হয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছিলেন। বিদ্রোহী হওয়ার কারণে এবার নৌকা পাওয়া তার জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হতে পারে। অন্যদিকে- জেলা যুবলীগ সভাপতি শামীম আহমদ ভিপি পরিচ্ছন্ন এক নেতা। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান শামীম আহমদ দলীয় সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্বশেষ সিলেট সফরে সিলেট সার্কিট হাউসে বক্তৃতাকালে নজর কাড়েন সবার। এ কারণে তিনিও দলীয় প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন বলে জানিয়েছেন নেতাকর্মীরা। এছাড়া- ওসমানীনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান নাজলুও লবিং চালাচ্ছেন। এই তিনজন থেকে যে কারো ভাগ্যে এবার নৌকার টিকিট জুটতে পারে বলে দলের নেতারা মনে করেন। তারা জানিয়েছেন- গতবার নৌকার প্রার্থী শক্তিশালী না হওয়ার কারণে স্বতন্ত্র ব্যানারে থাকা বিএনপি নেতা ময়নুল হক চৌধুরী জয়লাভ করেছিলেন। এবার সেই ভুল আর করতে চায় না আওয়ামী লীগ।

এ কারণে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীর নাম দলীয় মনোয়ন বোর্ডে প্রেরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন সিলেট আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা। এ নির্বাচনে এবারো ধানের শীষ নিয়ে কেউ প্রার্থী হবেন না। তবে- গোয়ালাবাজার ইউনিয়ন বিএনপি'র সভাপতি কামরুল ইসলাম ও উপজেলা বিএনপি'র সহ-সভাপতি আলহাজ আব্দুল হেকিম প্রার্থী হওয়ার প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। তাদের পক্ষে বিএনপি নেতারাও ভোটে মাঠে সক্রিয় হতে শুরু করেছেন। খেলাফত মজলিস থেকে প্রার্থী হতে পারেন সৈয়দুর রহমান। এদিকে- এবার প্রথমবারের মতো বিশ্বনাথ পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে ভোটারের মধ্যে আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তফসিল ঘোষণার পরপরই সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থীরা মাঠে নেমেছেন। তবে- বিশ্বনাথ পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর মুখোমুখি থাকবেন স্বতন্ত্র ব্যানারে থাকা বিএনপি'র প্রার্থী। এখন পর্যন্ত প্রথম পৌর পিতা হতে আওয়ামী লীগের কয়েকজন মাঠে নেমেছেন। এর মধ্যে রয়েছেন- বিশ্বনাথ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা ছয়ফুল হক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আজিজ সুমন, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সহ সভাপতি মোহাম্মদ আলী মজনু, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আলতাফ হোসেন, পৌর আহ্বায়ক আব্দুল জলিল জালাল।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

এলিজাবেথ-উত্তর যুক্তরাজ্য

(১৮ পাতার পর)

পাঠ করানোর পরই রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ যুক্তরাজ্য কিংবা বিশ্বমঞ্চ থেকেই প্রস্থান করেছেন। যুক্তরাজ্য বা ব্রিটিশ রাজনীতির অত্যন্ত এক কঠিন সময়ে অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন। একদিকে বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অঙ্গন ও অত্যন্ত ভঙ্গুর অর্থনীতি, অন্যদিকে আগামী বছর স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোটের দাবি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সীমান্ত প্রশ্নে উত্তর আয়ারল্যান্ডের ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধ লিজ ট্রাসকে যে ব্যাকুল করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। করোনা-পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের কারণে অস্থির বিশ্ব যখন পরিত্রাণের পথ খুঁজছে তখনই দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন লিজ ট্রাস। লিজ জানেন ব্রিটেনে যেখানে এখন মুদ্রাস্ফীতি ১০ শতাংশের ওপরে এবং বিশ্বমন্দা ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছে তাঁর দেশকে; সেখানে তাঁর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার কোনো অবকাশ নেই।

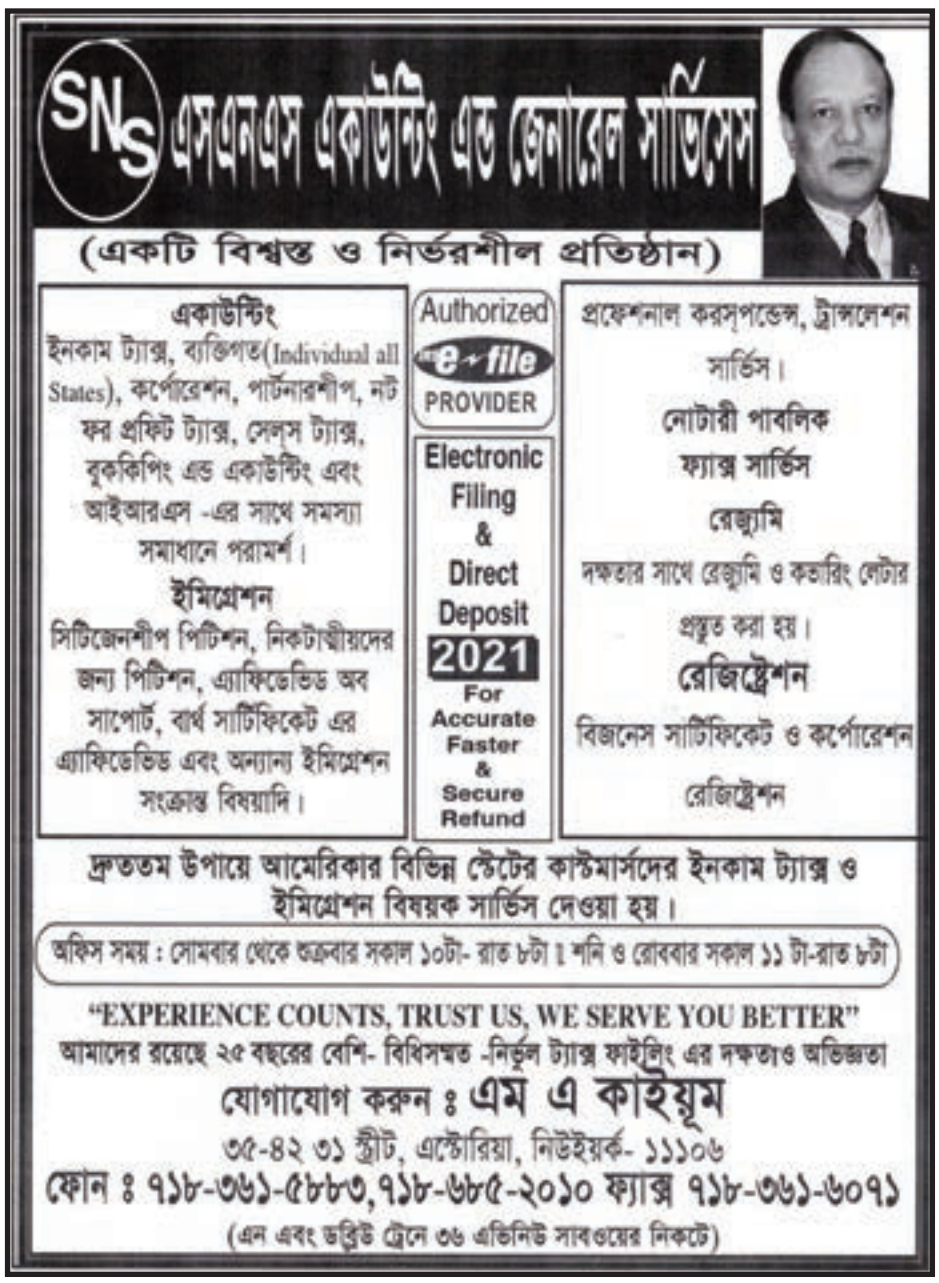
অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র এখনো চায় ইউক্রেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ চালিয়ে যাক। এ ক্ষেত্রে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ানের সংঘর্ষ থামিয়ে একটি আপস-নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা আলোর মুখ দেখার সুযোগ পাচ্ছে না। কিন্তু সামনে আসছে ইউরোপ কিংবা পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে কঠিন শীত ও নিদারুণ শৈত্যপ্রবাহ। জনজীবন প্রায় সম্পূর্ণভাবেই স্থবির হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থায় কিসের প্রতিরোধ লড়াই আর কিসের বিশ্ববাণিজ্য। জ্বালানি ও খাদ্যসংকট মোকাবেলা করতেই কেটে যাবে আগামী অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নতুন বছরের প্রায় মার্চ পর্যন্ত। তাতে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা কানাডার কোনো বিশেষ অসুবিধা নেই। কারণ তাদের রয়েছে পর্যাপ্ত জ্বালানি সম্পদ, খাদ্যশস্য ও বিশাল দেশীয় বাজার। সুতরাং বিশ্ব বিপন্ন হলেও যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তির অবস্থানেই বহাল থাকবে। তাদের অগ্রাধিকার হচ্ছে চীন ও রাশিয়ার অগ্রগতি ঠেকানো। চীন ও রাশিয়াকে ভবিষ্যতের সাময়িক সময়ের জন্য হলেও সব ক্ষেত্রে দুর্বল করে দেওয়া। যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ নোয়াম চমস্কি এ পরিস্থিতির সমালোচনা করতে গিয়ে একসময় বলেছিলেন, 'এর নামই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।' এটা যে কত সুদূরপ্রসারী ও বিভীষিকাময় তা সময়ই বলে দেবে।

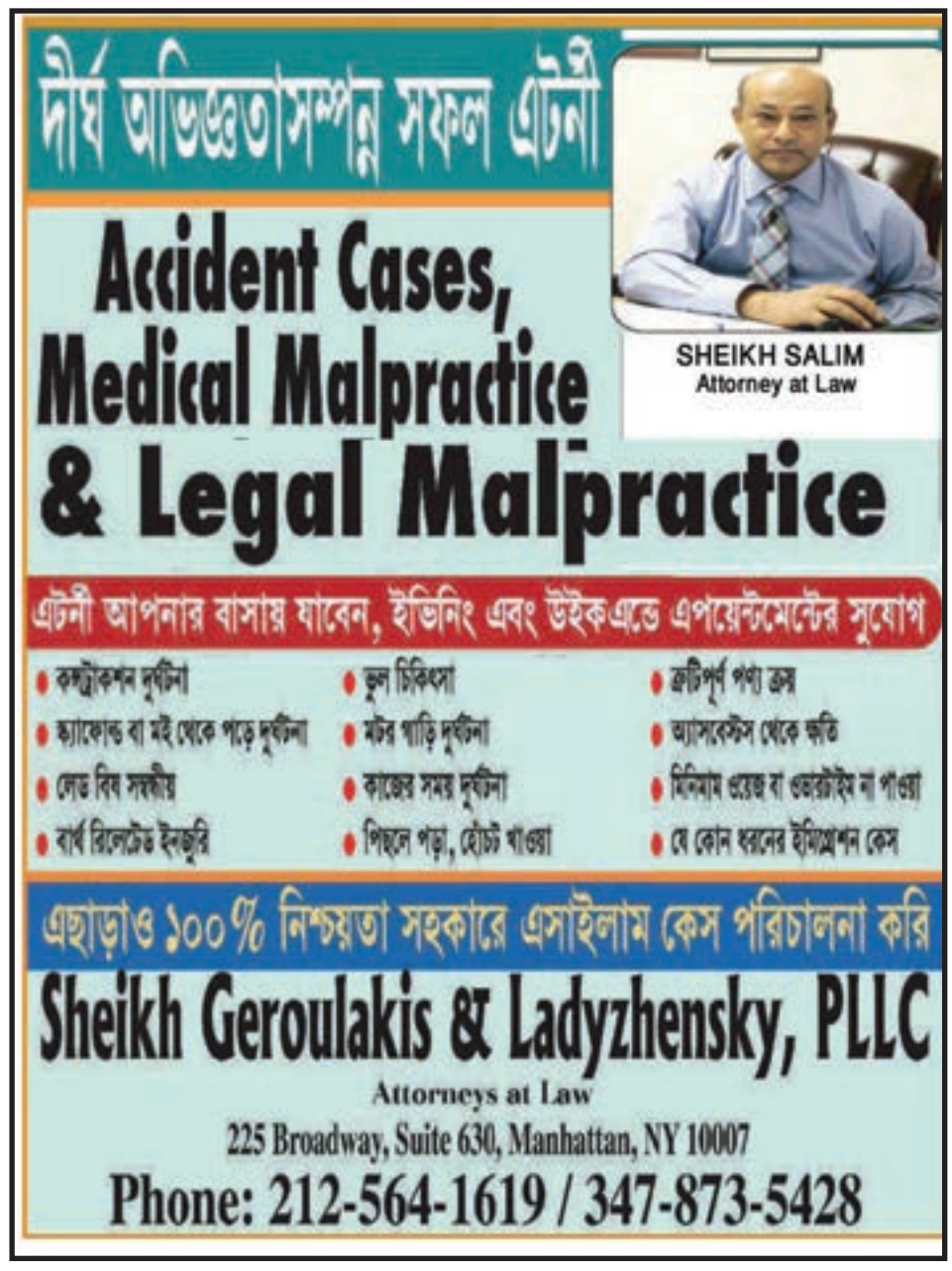
রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের দীর্ঘ সত্তর বছরের শাসনের পর যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ক্ষমতাসীন হয়েছেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তৃতীয় চার্লস ফিলিপ আর্থার জর্জ। নতুন রাজা চার্লস ৭৩ বছর বয়সে যুক্তরাজ্যসহ ১৪টি কমনওয়েলথভুক্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। বিশ্ব গণমাধ্যমের কোনো কোনো সংবাদ বিশ্লেষকের ভাষায়, চার্লস হচ্ছেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসের মতোই ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার। দেশীয় ও বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাঁরা দুজনই অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, যাঁদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র চার্লস সম্পর্কে খুব একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি জানতেন চার্লস খুব একটা ক্ষুরধার প্রতিভার অধিকারী নন। এ ছাড়া কঠোর জীবনাচরণ কিংবা শৃঙ্খলাবোধের দিক থেকেও তিনি ততটা সংযত নন। নতুবা তাঁর প্রথমা স্ত্রী প্রিন্সেস অব ওয়েলস ডায়ানার জীবনের যে মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তা হয়তো হতো না। রানি ও সমগ্র রাজপরিবার, যুক্তরাজ্য এবং সমগ্র বিশ্ববাসী তাতে আঘাত পেয়েছিল, মর্মাহত হয়েছিল। প্রিন্সেস ডায়ানার সঙ্গে তৎকালীন প্রিন্স চার্লসের বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল একটি রূপকথার দৃশ্যাবলির মতো। তাতে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বিশ্ববাসী দুই চোখ ভরে তা উপভোগ করেছিল। রাজা চার্লসের সে বিয়ে তাঁর বর্তমান স্ত্রী কামিলার জন্যই সফল হতে পারেনি। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাতে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলেন। সে আঘাতের পর ৯৬ বছর বয়সেও অর্থাৎ মৃত্যুর আগেও তিনি চার্লসের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেননি। শুধু চার্লসের ভবিষ্যৎ নয়, সম্পূর্ণ ব্রিটিশ সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং এমনকি কমনওয়েলথের ভবিষ্যৎ নিয়েও রানি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

ব্রেক্সিট-উত্তর অথবা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ-উত্তর যুক্তরাজ্য বা ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে তথ্যাভিজ্ঞ মহল এখন বহু কারণেই শঙ্কিত। তাদের অনেকের ধারণা, শুধু রাজতন্ত্রের শেষ যোগসূত্রটিই নয়, সমগ্র যুক্তরাজ্যের, যেমন—ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের যুক্ত থাকা কিংবা তার অখণ্ডতা নিয়ে এখন নানা প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এ অবস্থায় দেশীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির কথা সরকারের ওপর ছেড়ে দিলেও নিজ অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে কী করবেন রাজা তৃতীয় চার্লস। তাঁর পূর্বপুরুষ, রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল ১৬৪৯ সালে ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে। তখন থেকেই ব্রিটেনের পার্লামেন্ট শক্তিশালী হতে শুরু করে এবং গণতন্ত্র ব্রিটেনে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। কিন্তু বর্তমান রাজা তৃতীয় চার্লসের সে সম্ভাবনা না থাকলেও যুক্তরাজ্যের বর্তমান অখণ্ডতা হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমান যুক্তরাজ্যকে শেষ পর্যন্ত যুক্ত রাখার কোনো মন্ত্র কি জানা আছে তাঁর? রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মতো তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টি, অভাবনীয় প্রজ্ঞা এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা কিংবা জনপ্রিয়তা তাঁর কতটুকু রয়েছে—এগুলোই এখন বিভিন্ন মহলের কাছে বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে শেষ কথা হচ্ছে, যুক্তরাজ্যের সামনে সব দিক থেকেই এ এক কঠিন সময় উপস্থিত হয়েছে। দেখা যাক সুচতুর ব্রিটিশরা কিভাবে তা মোকাবেলা করে।

লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক





Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা সত্যিই কি কাজ করছে?

খ্রিস্টোফার মাইকেলসেন

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও অন্যান্য দেশ বড় পরিসরে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ইউরোপীয় কাউন্সিল থেকে রাশিয়াকে বাদ দেওয়া হয় এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা তুলে নেওয়া হয়। কয়েকটি পশ্চিমা দেশ তাদের দেশ থেকে রাশিয়ার কূটনীতিকদের বহিষ্কারও করে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে রাশিয়ার কোনো রাজনীতিক ও অলিগার্ক যাতে প্রবেশ করতে না পারেন বা ট্রানজিটের জন্য অবস্থান করতে না পারেন, সে জন্য ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশে রাশিয়ার সম্পদ বাজেয়াপ্তের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনব্যবস্থা সুইফট থেকে রাশিয়ার ব্যাংকগুলোকে বাদ দেওয়া হয়। পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার বিদেশে মজুত সম্পদের অর্ধেকের ওপরও নিষেধাজ্ঞা দেয়। এর পরিমাণ কমবেশি ৩১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ছাড়া রপ্তানির ক্ষেত্রেও কঠোর বিধিনিষেধ দেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলো রাশিয়ার কাছে ডুয়েল ইউজ ও অ্যাডভান্সড প্রযুক্তি রপ্তানির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এ ছাড়া শিল্প খাতে ব্যবহৃত নানা পণ্য রপ্তানির ওপরও বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কাঠ, লোহা, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতব পণ্য এবং কাচ ও কাঠের তৈরি শিল্প ও বিদ্যুতের সরঞ্জাম রয়েছে।

রাশিয়াকে আগ্রাসনের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরাসরি সামরিক সংঘাতে জড়ানো ছাড়া খুব কম বিকল্পই পশ্চিমাদের আছে। কিন্তু বাস্তবে সেটা করা খুব বেশি সম্ভব নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কূটনৈতিকভাবে ইউক্রেন সংকট সমাধান সম্ভব। সে ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া অথবা সেটা তুলে নেওয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর-কষাকষির মূল ক্ষেত্র হতে পারে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর ছয় মাস পর এখনো পুরোদমে যুদ্ধ চলছে। যদিও ইউক্রেন দেশটির পূর্বাঞ্চলে রাশিয়ার দখল করা কিছু এলাকা পুনরুদ্ধার করেছে, কিন্তু এ যুদ্ধ খুব শিগগির শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। সুতরাং, এর মানে কি রাশিয়ার ওপর আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা ব্যর্থ হয়েছে? এ মাসের প্রথম দিকে ভ্লাদিভস্তকে একটি অর্থনৈতিক ফোরামে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দাবি করেছেন, তাঁর দেশ পশ্চিমাদের অর্থনৈতিক 'আগ্রাসন' খুব ভালোভাবেই মোকাবিলা করছে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, পশ্চিমাদের বাসনা ফলপ্রসূ হওয়ার পরিবর্তে, এই নিষেধাজ্ঞা বরং ইউরোপীয়দের জীবনযাপনের মান কমিয়ে দিয়েছে। গরিব দেশগুলো খাবারপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ইইউর দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য ভিন্ন। ইইউ কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেন বলেছেন, রাশিয়ার ওপর 'এমন কঠোরতম নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, বিশ্ব যা আগে দেখেনি'। স্ট্রাসবুর্গে গত সপ্তাহে কমিশনের এক বৈঠকে তিনি দাবি করেন, নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে এবং রাশিয়ার আর্থিক খাত লাইফ সাপোর্টে চলে গেছে।

> **এখন পর্যন্ত ইউরোপের ৭৮ শতাংশ মানুষ রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করছে। কিন্তু অনেকে এ কথাও বলছে যে এর ফলে তাদের মূল্য দিতে হচ্ছে। জার্মানিতে ৫১ শতাংশ মানুষ মনে করছে, নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার চেয়ে জার্মানি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে সরে আসেননি।**

দুই পক্ষের বক্তব্যেই কিছু সত্য আছে। বর্তমান পর্যায়ে নিষেধাজ্ঞার কার্যকারিতা নিয়ে সঠিক কোনো ধারণা করা দুটি কারণে কঠিন। প্রথমত, সময়ের পরিসর; দ্বিতীয়ত, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ঘাটতি। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ফলাফল কী হচ্ছে, তা নির্ধারণের জন্য ছয় মাস মোটেই পর্যাপ্ত সময় নয়। অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, ২০২২ সাল শেষ হওয়ার আগে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রভাব বোঝা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে, তথ্য বাছাই ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়ার নিশ্চয়তা।

একটি দেশে নিষেধাজ্ঞার প্রভাব যাচাইয়ের উপায় হলো, জিডিপি বা মোট দেশজ উৎপাদন বিবেচনা করা। গত এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) পূর্বাভাস দিয়েছিল, এ বছর রাশিয়ার জিডিপি ৮ দশমিক ৫ শতাংশ কম হবে। আইএমএফ এখন তাদের সেই পূর্বাভাস বদল করে বলছে, রাশিয়ার জিডিপি কমবে ৬ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতির হার কত, সেটাও নিষেধাজ্ঞার প্রভাব বোঝার আরেকটি উপায়। কিন্তু জিডিপির মতো মূল্যস্ফীতির প্রকৃত চিত্র পাওয়া কঠিন। রাশিয়ার প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী আন্দ্রে বেলুউসভের মতে, এ বছর রাশিয়ায় মূল্যস্ফীতি ১২-১৩ শতাংশে পৌঁছতে পারে। তবে প্রকৃত মূল্যস্ফীতি আরও বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

গাড়ি বিক্রি থেকেও নিষেধাজ্ঞার প্রভাব বোঝা যায়। উচ্চ মূল্যস্ফীতিকালে মানুষ সাধারণত প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্য কেনার দিকেই মনোযোগী থাকে। রাশিয়াতে ২০২১ সালের মার্চ মাসের তুলনায় ২০২২ সালের মার্চ মাসে গাড়ি বিক্রি তিন গুণ কমেছে। এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়ায় গাড়ির উৎপাদন গত বছরের একই সময়ের তুলনায় তিন গুণ কমে যাবে। রাশিয়ার বিমানশিল্পেও বড় প্রভাব পড়েছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাবে দেশটির বেশির ভাগ বিমান ফেলে রাখা হয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর চিপস ফুরিয়ে যাওয়ায় রাশিয়ার সেনাবাহিনীকে রেফ্রিজারেটর ও ডিশওয়াশার থেকে যন্ত্রাংশ নিতে হচ্ছে।

এসব তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রপ্তানির ওপর পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কাজ করছে। এখন পর্যন্ত যে তথ্য জানা যাচ্ছে, তাতে এ বছরের এপ্রিল রাশিয়ার আমদানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭০-৮০ শতাংশ কমে গেছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, নিষেধাজ্ঞা সব সময় দুধারি তলোয়ারের মতো।

রাশিয়া এখন যেসব পাল্টা পদক্ষেপ নিচ্ছে, সেগুলোর পরিণতি কী হতে পারে, তা নিয়ে অনেক পশ্চিমা নীতিনির্ধারক ভুল ধারণা পোষণ করেছেন। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো, জ্বালানির ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি। ইউরোপে ব্যবহৃত গ্যাসের ৪০ শতাংশ আসে রাশিয়া থেকে। আসন্ন শীত মৌসুমে গ্যাসের আমদানি ও দাম ইউরোপের রাজনীতির প্রধান বিষয় হয়ে উঠবে। জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালির ট্যাবলয়েড পত্রিকায় শীতের সময় বরফে জমে যাওয়া বাড়িঘরের অবস্থা কেমন হবে, সেই চিত্র তুলে ধরছে। ইউরোপের প্রধান এ তিন দেশের সম্ভাব্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। জার্মানির অর্থনীতি নিয়ে সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, রাশিয়ার গ্যাস যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে দেশটির জিডিপি ৩ শতাংশ কমে যাবে।

এখন পর্যন্ত ইউরোপের ৭৮ শতাংশ মানুষ রাশিয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করছে। কিন্তু অনেকে এ কথাও বলছে যে এর ফলে তাদের মূল্য দিতে হচ্ছে। জার্মানিতে ৫১ শতাংশ মানুষ মনে করছে, নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার চেয়ে জার্মানি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে সরে আসেননি। আবার রাশিয়ায় পুতিনের ক্ষমতা আরও সংহত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, নিষেধাজ্ঞা আরোপের ছয় মাসে পশ্চিমারা এর প্রভাব যতটা পড়বে বলে মনে করেছিল, বাস্তবে তা হয়নি। তবে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ওপর যে উল্লেখযোগ্য চাপ পড়ছে, তার প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই চাপ তীব্র হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত লেগে যাবে।

রাশিয়াকে আগ্রাসনের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরাসরি সামরিক সংঘাতে জড়ানো ছাড়া খুব কম বিকল্পই পশ্চিমাদের আছে। কিন্তু বাস্তবে সেটা করা খুব বেশি সম্ভব নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কূটনৈতিকভাবে ইউক্রেন সংকট সমাধান সম্ভব। সে ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া অথবা সেটা তুলে নেওয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর-কষাকষির মূল ক্ষেত্র হতে পারে।

খ্রিস্টোফার মাইকেলসেন সিডনির ইউএনএসডব্লিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক।

শিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ মনোজ দে

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কাটকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেড ফ্রাইস	$ 9.99
ফোর্সার স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাভার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা

ড. হাসনান আহমেদ

প্রতিদিনের পত্রিকা পড়া মানেই চারপাশের শতেক অবনতিশীল অবস্থার খবর মাথায় আসা-মনে নাড়া দেওয়া, আবার সময় অতিক্রমণে ভুলেও যাওয়া। অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সেদিন সকালে উঠে দৈনিক পত্রিকাটা হাতে নিতেই 'সম্পাদকীয়'তে দেখলাম, 'সরকারি ব্যয়সংক্রান্ত নির্দেশনা : অনিয়ম-দুর্নীতি রোধেও নিতে হবে পদক্ষেপ' (যুগান্তর, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২)। পরদিন সকালের পত্রিকায় একটা হেডলাইন পড়লাম, 'সার্ভেয়ারের ঘুস নেওয়ার ভিডিও ভাইরাল' (যুগান্তর, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২)। প্রথম লাইনটা এ রকম-'ঘুস ছাড়া কোনো কাজ হয় না সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার সহকারী কমিশনারের (ভূমি) অফিসে।'

সংবাদে দুর্নীতির সঙ্গে এদেশের প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কাজকারবার প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিদিনই এ ধরনের সংবাদ পড়তে হয়। বছরের প্রথমদিকের আরেকটি প্রাসঙ্গিক তামাদি সংবাদও দুটো কারণে উল্লেখ করা দরকার-টাকার অঙ্ক সামান্য একটু(?) বেশি আর কথাগুলো ছিল 'সত্য-ভাষণ'। হেডলাইনটা এমন, 'লোপাট ১৫০০০ কোটি টাকা'। এ দেশে এমন খবর চন্দ্র-সূর্যের প্রতিটি তিথি-লগ্নে হরহামেশাই চোখে পড়ে। 'হাজার হাজার কোটি' শব্দটাও যেন ডালভাত হয়ে গেছে। আবার কোনো কোনো লোপাটের খবর অনেকদিন পর লোকপরম্পরায় শুনি, পত্রিকায় আসে না। প্রাসঙ্গিকতার কারণে খবরটা থেকে উদ্ধৃত করছি :

'সরকারি ব্যয়ের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি ও অনিয়ম চিহ্নিত হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন প্রকল্প, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, জ্বালানি তেল ক্রয়, খাদ্য বিতরণ, ব্যাংক, বিমা ও রাজস্ব খাত ঘিরে এ অনিয়ম হয়। পাশাপাশি কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য বিদেশি প্রকল্পে সরঞ্জাম কেনাকাটায় অনিয়ম ধরা পড়ে।

করোনাকালেও থেমে ছিল না শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গরিব মানুষের খাদ্য বিতরণের টাকা ব্যয়ে অনিয়ম; যা নিরীক্ষা বিভাগের ২০২০-এর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।... বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্থিক দুর্নীতি একটি সামাজিক ক্যানসারে রূপ নিয়েছে। ক্যানসার যেমন কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুর দেশে পাঠিয়ে তারপর শান্ত হয়, তেমনি দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লুটপাট-এসব সামাজিক ক্ষত দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে পঙ্গু না করে শান্ত হবে না। দুর্নীতির কারণে সমাজে হলমার্ক, বিসমিল্লাহ গ্রুপ তৈরি হয়েছে। এতে সমাজের টার্গেট গ্রুপ তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। জিডিপির একটি অংশ নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড ইকোনমির জন্ম হয়। সেখান থেকে দেশের বাইরে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়। সামগ্রিকভাবে আর্থিক খাতকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলে' (যুগান্তর, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)।

আমি খুঁজে ফিরছি, এ দেশের কোন সেক্টরে এ 'মহামহিম ধন্বন্তরি মহৌষধের' বাস্তব ও প্রকাশ্য প্রয়োগ নেই? জন্ম-মৃত্যুতে, জীবনের ঘাটে ঘাটে-কোথায়? তাই তো আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে স্রোতের অনুকূলে বসে আছি।

ছাত্রাবস্থায় সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতির যা শিখতে পারিনি, তার কিছু কিছু এখন শিখছি। পত্রিকার মাধ্যমে লুটপাটের একটা সামান্য অংশ গোচরীভূত হয়। বাকিটা সাধারণ মানুষের অজান্তেই রয়ে যায়। একসময় পুকুর চুরির খবর পড়তাম। এখন 'নদী চুরি', 'সাগর চুরি'র খবরও পড়তে হয়। পড়ে চোখে সরষের ফুল দেখি। একসময় চোখের ধাঁধা কাটে, কিন্তু মনের ধাঁধা রয়ে যায়।

তবে মানুষ চোখ দিয়ে তো আর শুধু পত্রিকাই পড়ে না-বাস্তব অবস্থা, পরিস্থিতিকে পড়ে, বোঝে, শেখে। এর নামও শিক্ষা। পরিবেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া। যার মনে যেটা চায়, সে সেই শিক্ষাটা নেয়। কেউ লুটেরার দলে ভেড়ে কিংবা ভেড়ার জন্য দলীয় গুণগানের কোরাস চর্চা করে। কেউবা লুটেরা শ্রেণি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য 'ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি' পড়ে ঘরে ঢুকে বসে থাকে।

তবে এদেশের প্রতিটি লুটতরাজের সঙ্গেই রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা আছে বলে পত্রিকায় জানা যায়। বর্তমানে এদেশে ব্যবসার রাজনীতি বা রাজনীতির ব্যবসা-দুটো কথাই সমভাবে খাটে। রাজনীতির মদদপুষ্ট মতলববাজ-দুর্বৃত্ত-দুরাচাররা এগুলো করছে। রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম দলীয় নীতি-আদর্শ ভুলে দেশের মানুষের সম্পদ মেরে-কেটে খাওয়ার নিরাপদ আখড়া হয়েছে। রাজনীতির বিষবাষ্প সামাজিক এথিক্সের পুরোটাই নষ্ট করে ফেলেছে। সাধারণ মানুষ যেদিকেই যায়, পচা-দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ পায়। একটা জনগোষ্ঠী নষ্ট হয়ে গেলে লাইনে আনা চাট্টিখানি কথা নয়! আমরা এদেশের জনগোষ্ঠীকে নিজ গুণে জন-আপদ বানিয়ে ফেলেছি, তাই এত দুর্গন্ধ।

দুর্নীতি এমন একটি সামাজিক ব্যাধি, যা দেশের অর্থনীতিকে, মানুষের সুস্থ মানসিকতাকে, সাধারণ মানুষের সহায়-সম্পদকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এ ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। দেশের অর্থনীতির নাভিশ্বাস উঠেছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের যারা আমানতদার, তারাই বিভিন্ন ছলচাতুরীতে ভক্ষক। এ নিয়ে সাধারণ মানুষ নির্বাক। ভক্ষকরা পঙ্কিল রাজনীতির শিক্ষাগুরু-লুটতরাজে মত্ত। রাজনীতি ও উন্নয়নের বুলি এদের সামাজিক ঢাল, রক্ষাকবচ।

দুর্নীতির এ কিঞ্চিৎ উদাহরণ থেকে একটি কথা খোলা মনে বলা যায়-সুশিক্ষা, সুশাসনের অভাব ও প্রশাসনিক নৈরাজ্য অর্থনৈতিক নৈরাজ্যকে ত্বরান্বিত করে। সেই সঙ্গে এ দেশের জনসম্পদের করুণ দশাও ভেসে ওঠে। দুর্নীতিবাজ, ঘুসখোর, মিথ্যাবাদী, প্রতারক, সরকারি তহবিল তছরুপকারীকে কখনো মানবসম্পদের সারিতে দাঁড় করানো যায় না। এসব কথা ভাবতে গেলেই শিক্ষায় মানবিক মূল্যবোধ, সততা, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণের সম্মিলন ঘটিয়ে দেশে মানবসম্পদ তৈরির গুরুত্ব এসে যায়, যা নিয়ে আমরা দায়সারা গোছের কাজ করি।

আমি কোনো সরকারকে কোনো দুর্নীতি বন্ধ করতে বলি না। কোনো সরকার তা ইচ্ছা করলেই পারে না। সরকার তো কোনো একক ব্যক্তি নয়। তাছাড়া দুর্নীতি একটি সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ। পরিবেশ দিনে দিনে ধ্বংস হয়। পরিবেশ তৈরিও অনেক দিনের ব্যাপার। সরকার একটি সামষ্টিক বা গোষ্ঠীবর্গীয় পরিচালক। এজন্য গোষ্ঠীভুক্ত সবাইকে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব নিতে হবে।

দেশের মানুষকে মানব-আপদ বানিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করতে চাওয়া মাথায় আঘাত করে টাকের যত্ন নেওয়ার শামিল। দুর্নীতি, দুরাচার, দুর্বৃত্ততা, দুঃশাসন একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পর একটি ক্ষয়িত-কুশিক্ষিত-জারিত পরিবেশের অনিবার্য সামাজিক অভিঘাত। সুস্থ-সামাজিক পরিবেশের ক্রমেই অবনতি ঘটছে। বলা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই এদেশের শাসনব্যবস্থা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ও উন্নয়নের পরিবেশ গঠনে ব্যর্থ হচ্ছে। স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা উঠে গেছে। সমাজে তাই সুশিক্ষা, সুস্থ চিন্তা, সুখ-শান্তি উঠে গেছে। একটি উন্নয়ন ও মানবসম্পদের শত্রুভাবাপন্ন সমাজ দিনে দিনে অজান্তেই তৈরি হয়েছে। খাজাঞ্চির নিয়ন্ত্রণ জনগণের হাত থেকে লুটেরা গোষ্ঠীর হাতে চলে গেছে।

এভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে সমাজের একটি অংশ অঢেল টাকার মালিক হচ্ছে। এতে ধরে নিতে হবে, আরেকটি অংশ তার আর্থিক অধিকার ও প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অবৈধ টাকার মালিকের সঙ্গে টাকার প্রতিযোগিতায় খেটে খাওয়া মানুষ টিকতে পারছে না। এতে সমাজে সাধারণ মানুষের আর্থিক ও সামাজিক দুর্দশা বাড়ছে। আয়বৈষম্য বাড়ছে। আমরা গড় হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি দেখিয়ে বাহবা নিচ্ছি।

এমনটি ভাবা অমূলক নয় যে, এ অবৈধভাবে অর্জিত কালোটাকাই হয়তো বিদেশ ঘুরে সাদাটাকার নামে খোলস বদলিয়ে আবার এদেশে এসে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে যোগ হচ্ছে। যার টাকা তারই থাকছে। দুর্নীতিবাজরা অঢেল টাকার মালিক হচ্ছে। যে বা যারা সুযোগবঞ্চিত বা সুনীতির কারণে অবহেলিত বা বঞ্চিত ছিল-সে বা তারা বঞ্চনার সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে। আমরা টেকসই কোনো ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেল হাতে নিতে পারছি না। যে মডেলই হাতে নিচ্ছি, লুটেরার দল সব সুবিধা সমূলে সাবাড় করে দিচ্ছে।

বণ্টনব্যবস্থার ত্রুটির কারণে বণ্টিত অর্থের বৃহৎ অংশ মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে চলে যাচ্ছে। এজন্য আমরা গলদটা না বুঝে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অনেক কাজ করি, না ভেবে ব্যবস্থাপত্র দেই, কাজের কাজ হয় না-সময়ক্ষেপণ হয়, সম্পদ নষ্ট হয়। ক্ষতকে সারাতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করে ক্ষতের ওপর অবিরাম মলম মালিশ করি। রাষ্ট্রীয় কোষাগার উজাড় করে দলের কাজে খাদক ও দুর্বৃত্ত প্রতিপালন করি। আসলে কোথাও চতুর্মুখী দুর্নীতি ও লুটপাট হলে জনগোষ্ঠী যদি মানবিক চরিত্র ধরে রাখতে না পারে, উন্নয়নের কোনো মডেলই তখন আর কাজ করে না। মানুষের সুষ্ঠু চিন্তাধারা ও শিক্ষায় গলদ থাকলে তাদের নিয়ে উন্নয়নের কাজে আদৌ এগোনো যায় না।

> **এখানে অন্য আরেকটি সমস্যা আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে কাজ করে। অনেকেই নিজের চিন্তাচেতনাকে প্রতিফলিত করে ধরেই নেয় যে, মানুষমাত্রই দুর্নীতিবাজ; সুযোগ পেলেই দুর্নীতি করবে। তাই দায়দায়িত্ব বণ্টনের সময় মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আর বিবেচনায় আনে না। আসলে বাস্তবতা তা বলে না। প্রতিটি সমাজেই নীতিমান ও দুর্নীতিবাজ উভয় মানুষই থাকে।**

মূলত সংশ্লিষ্ট মানুষের চিন্তাধারা ও চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। একমাত্র সুশিক্ষার অভাব, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগহীনতাকে এ অবস্থার জন্য দায়ী করা যায়। তাই জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানুষ বানাতে হবে। তাহলে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সুব্যবস্থা, সুনিয়ন্ত্রণ, সুস্থ চিন্তা, জীবনের উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি ফিরে আসবে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাড়লে ব্যষ্টিক উন্নয়ন সেই তালে বাড়ে না। সামষ্টিক উন্নয়নে শ্রেণিবিশেষ বেশি উপকৃত হয়। সার্বিক উন্নয়ন টেকসই করতে ব্যষ্টিক উন্নয়ন আলাদাভাবে বিশেষ জনগোষ্ঠীকে সামনে রেখে করতে হয়। নইলে আয়বৈষম্য, শিক্ষাবৈষম্য ও জীবনমানবৈষম্য ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। এজন্য ব্যষ্টিক উন্নয়নের বিদ্যমান মডেলের ঢিমেতেতালা গতিকে ত্বরান্বিত করা আশু প্রয়োজন। তাই নতুন কোনো ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলের আশ্রয় নেওয়া যায়।

এদেশে সে কাজ হাতে নিতে গেলেই রাজনীতির নামে, জনপ্রতিনিধির পরিচয়ে লুটেরা-খাদকগোষ্ঠী সামনে চলে আসে। বরাদ্দকৃত অর্থের অধিকাংশ পিঁপড়ার পেটে চলে যায়। পরিকল্পনা প্রণয়নে এটিও একটি বিবেচ্য বিষয়। একটি শ্রেণি রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার আশায় সব সময় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলে ভেড়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। উদ্দেশ্য একটাই-চেটেপুটে পেট ভরা। সেজন্য ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেল বানাতে গেলে প্রথমেই খাদক সম্পৃক্ততা কমাতে হবে। দেশের রাজনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। আলাদা একটি নীতিমান সুশিক্ষিত সমাজগোষ্ঠীর হাতে অর্থ ও সেবা বণ্টনের দায়িত্ব দিতে হবে। সেই সুশিক্ষিত সমাজগোষ্ঠী তাদের স্বচ্ছতা, মেধা, শিক্ষা, সামর্থ্য ও সেবা দিয়ে সমাজ পরিচালনার কাজ করবে। সমাজে আবার সুশিক্ষা সুস্থ মানসিকতার আবহ ছড়িয়ে দেবে। সুশিক্ষার ছায়াতলে মানুষকে আনবে। চেষ্টা চলবে জনগোষ্ঠীর মানসিকতার উন্নয়ন। জনগোষ্ঠীকে ক্রমেই জনসম্পদ বানাবে। জাতি মুক্তি পাবে।

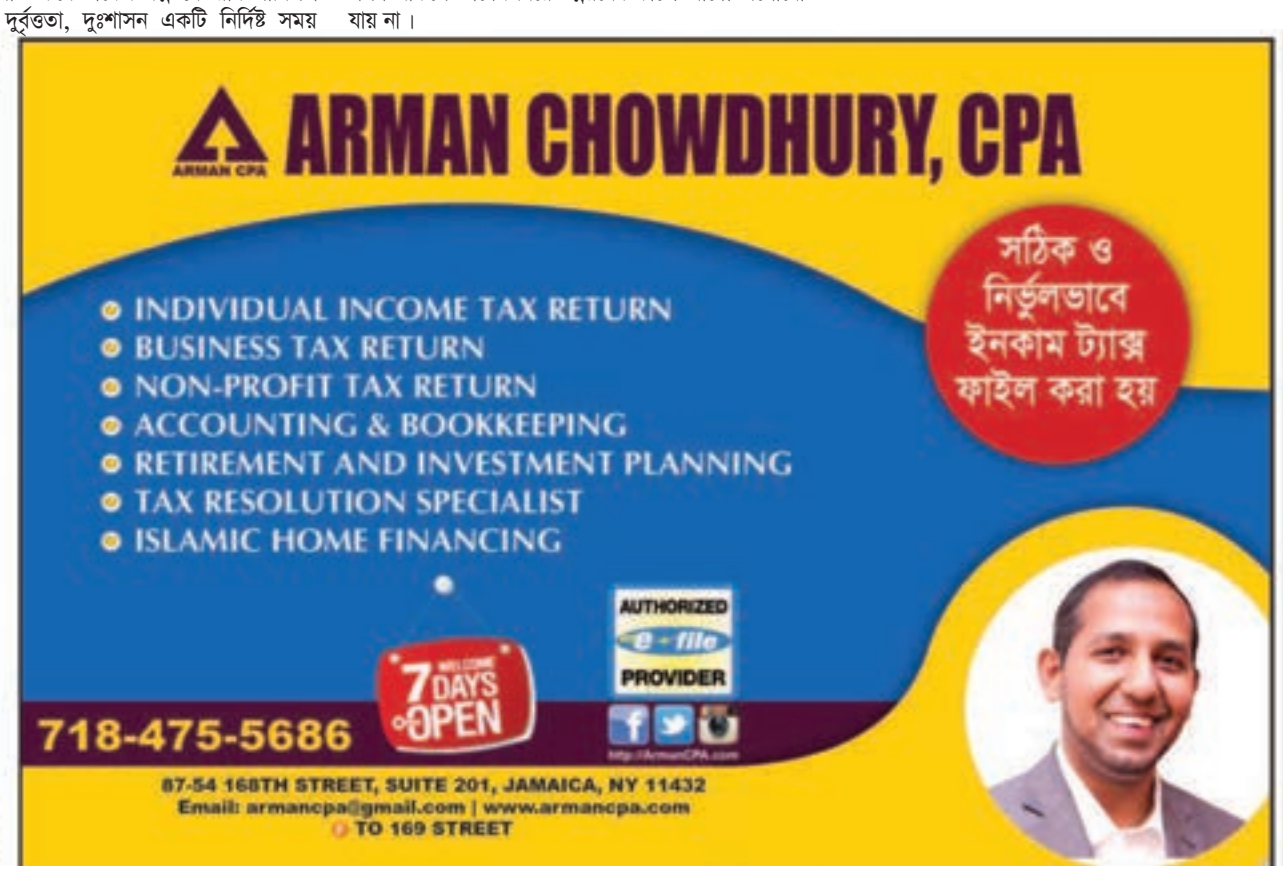
এখানে অন্য আরেকটি সমস্যা আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে কাজ করে। অনেকেই নিজের চিন্তাচেতনাকে প্রতিফলিত করে ধরেই নেয় যে, মানুষমাত্রই দুর্নীতিবাজ; সুযোগ পেলেই দুর্নীতি করবে। তাই দায়দায়িত্ব বণ্টনের সময় মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আর বিবেচনায় আনে না। আসলে বাস্তবতা তা বলে না। প্রতিটি সমাজেই নীতিমান ও দুর্নীতিবাজ উভয় মানুষই থাকে।

সহনীয় অনুপাতে আছে কি না-এটিই বিবেচনার বিষয়। আমাদের সমাজে নীতিমান এখনো আছে, সংখ্যাটা হয়তো একটু কমে গেছে; তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নেই। তাই তাদের করারও কিছু নেই। যাদের বলদর্পিত দাপট ও ক্ষমতা আছে, যোগ্যতাও নেই, সততাও নেই, মুখসর্বস্ব বুলি আছে-তারাই বর্তমান সমাজ বিবেচনায় যোগ্য। ভুলটা এখানেই। রাষ্ট্রপরিচালনার কাজে, খাজাঞ্চি পাহারার কাজে, বাজেট বরাদ্দ ও ব্যবহারের কাজে আমরা সচরাচর এসব ফ্যাক্টর আমলে নিই না। অন্যভাবে বলতে গেলে, সুশিক্ষিত ও উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী যে মূলত অর্থনৈতিক সম্পদ, তা আমরা রাষ্ট্রীয় বা দেশের কাজে আদৌ বিবেচনায় নিই না। তাই এ দুরাগ্রস্ত দুর্গতি নিয়েই আমাদের নিত্য বসবাস।

উন্নয়নের ধারা কোনো বস্তুগত অবস্থা নয়। এটি একটি মানসিক অবস্থার ধারণা। সুতরাং সরকারি কর্মব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর মানসিকতার উন্নতি না হলে তাদের দেওয়া সেবার মানোন্নয়নের আশা করা বৃথা। মানুষকে পাহারা দিয়ে বেশিক্ষণ পারা যায় না। দেশ পরিচালকরা সুশিক্ষিত হবে। সুশিক্ষিত পরিবেশ দেবে। মানুষকে সশিক্ষিত ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হতে হবে। এজন্য নিয়মিত সুশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মনের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণগুলো জাগিয়ে তুলতে পারলে তার জাগ্রত বিবেক সতত তাকে পাহারা দেবে। সে স্বেচ্ছায় নিজের ও সমাজের ভালো কাজে ব্রতী হবে।

লেখক: অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক





‘মানুষ মুখ খুলতে ভয় পায়’

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

অপ্রিয় সত্য কথা বলতে নেই। প্রবাদের মতো মানুষ এটি মনে রাখে। সে সত্য কথা বলতে ভয় পায়। যারা সবসময় সুবিধাজনক ব্যাসার্ধ নেয় তারা সত্য বলতে পারে না। পাছে তার কিছু ঘটে! কিন্তু সমাজে সবকালে সব দেশে এমন সব মহৎ মানুষ ছিলেন যারা সত্য কথা বলতে কখনো ভয় পেতেন না। বাংলাদেশ সমাজ ও রাষ্ট্রে এই দুঃসময়ে অনেক মানুষ মুখ গুঁজে আছেন। কিন্তু আবার কিছু লোক আছেন যারা সুবিধা-অসুবিধা চিন্তা না করেই নিরেট ও নির্মম সত্য কথাটি বলে ফেলেন।

বাংলাদেশে গৌরব করার মতো এমন কিছু মানুষ আছেন যারা সবসময় সত্য কথাটি বলেছেন ও বলছেন। দেশের বর্ষীয়ান ও শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এদেরই একজন, যিনি গোটা জীবনে এর সাক্ষ্য দিয়ে চলেছেন। তিনি মন্তব্য করেন, দেশে রাষ্ট্রীয় দৌরাত্ম্য ও ফ্যাসিবাদ বিরাজ করছে। তিনি আরো বলেন, দেশে মানুষের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা নেই। তারা আত্মহত্যা করে। দুর্ঘটনায় মারা যায়। ধর্ষণ চলে। সর্বোপরি যে রাষ্ট্রীয় দৌরাত্ম্য ও ফ্যাসিবাদ বিরাজ করছে, তার কারণে মানুষ মুখ খুলতে অত্যন্ত ভয় পায়। কী বললে কী হবে- সে আতঙ্কে থাকে। ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণাকেন্দ্রে এক আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে ওই সভার আয়োজন করা হয়। পুঁজিবাদ মানবসভ্যতার সব অর্জন ধ্বংস করে দিচ্ছে মন্তব্য করে এই বুদ্ধিজীবী বলেন, বাংলাদেশে এমন একজনকে সাহিত্য পুরস্কার দেয়া হলো, যিনি খুনের মামলার আসামি। ছেলে সুপারিশ করে তাকে পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছে। আগেরবার আরেক জনকে পুরস্কার দেয়া হলো তার নামই কেউ শুনেননি। এগুলো সবই হচ্ছে পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্য। বাংলাদেশ রাষ্ট্র একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র সে প্রথম থেকেই একটি ভীতির রাজত্বে বাস করছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালের কথা যদি উচ্চারণ করি তাহলে সেখানে লাল-নীল, সবুজ বাহিনীর ভীতির রাজত্ব লক্ষ করি। যিনি গণতন্ত্রের জন্য জীবনপাত করলেন তিনিই গণতন্ত্রের কবর দিলেন। ভীতির নিরঙ্কুশ রাজত্ব কায়েম করলেন- এটি ভাবতেই বেদনাহত হতে হয়। সংবিধানপ্রণেতারা ব্যক্তির অধিকারকে নিরঙ্কুশ করার জন্য সংবিধানে বাধ্যবাধকতা লিপিবদ্ধ করলেন। ২৬ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত সবিস্তারে এসব মৌলিক স্বাধীনতার উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানটি নাগরিক অধিকার রক্ষার্থে একটি ভালো সংবিধান বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। বিগত প্রায় ৫০ বছর ধরে বাস্তব তত্ত্বের দ্বন্দ্বে সংবিধানের প্রায়োগিক অবস্থান যে প্রায় শূন্যের কোঠায়, সচেতন নাগরিক মাত্রই তা অনুধাবন করেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বাধীনতার পর দু'বছর যেতে না যেতেই মূল সংবিধানের চেতনাবিরোধী দ্বিতীয় সংশোধনী-১৯৭৩ গৃহীত হয়। 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বহিঃআক্রমণে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বাধাগ্রস্ত হলে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান' ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৪ সালে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট বা বিশেষ ক্ষমতা আইন গৃহীত হয়। এতে যে কাউকে অনির্দিষ্টকালীন সময়ের জন্য আটক রাখার বিধান করা হয়। অথচ এটি ছিল সংবিধান অনুচ্ছেদ-৩৩-এর হুবহু বিপরীত। ৩৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল- 'গ্রেফতার করতে কোনো ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্রই গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।'

অনুচ্ছেদ-৩৩-এর ২ ধারায় বলা হয়েছে- 'গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।' গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারের স্থান থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আটক রাখা যাবে না। পরবর্তীকালে এসব বিধানাবলি অগ্রাহ্য করে কিভাবে জরুরি অবস্থা জারি করা হয় এবং অবশেষে বাকশাল কায়েম করা হয়- সে এক করুণ ইতিহাস। এই সময়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ ছিল সবচেয়ে শক্ত ও প্রতিবাদী বিরোধী দল। এখনকার আনি, দুয়ানি ক্ষমতার অংশীদার হাসানুল হক ইনুরা দাবি করেছিলেন- ১৯৭২-৭৫ সময়কালে তাদের ৪০ হাজার কর্মীকে গুম অথবা হত্যা করা হয়।

সামরিক শাসন অবসানে গণতন্ত্র নামকাওয়াস্তে কায়েম হলেও প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র কায়েম হয়নি। সংসদীয় গণতন্ত্রে 'সংসদীয় স্বৈরাচার' বলে একটি প্রত্যয় রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে যা হয়েছে তা ভিন্নতর কিছু। গণতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরের সুনাম! একটি রাজনৈতিক দলের যেন একান্ত অঙ্গীকার। বাংলাদেশের মানুষ তাদেরকে কীরকম ভয় পায় তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৯৯১ সালের নির্বাচন। বাংলাদেশের ইতিহাসে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের তত্ত্বাবধানে এটি ছিল সবচেয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। তারা ভেবেছিল জনগণ তাদের একচেটিয়া ভোট দিয়ে দেবে। তারা ছায়া মন্ত্রিসভাও গঠন করে ফেলেছিল। কিন্তু জনগণ তাদের কথিত সামরিক ছাউনি থেকে আসা দলটিকে ভোট দিয়ে দেয়। তারা বুঝতে পারে সাধারণভাবে স্বাভাবিকভাবে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসা তাদের জন্য একরকম অসম্ভব। ১৯৯৬ সালে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির বিভাজনের সুযোগে জাতিকে ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করে তারা ক্ষমতাসীন হয়।

২০০১ সালে আবারো তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের আমলে বিএনপি যখন ক্ষমতায় আসে তখন তাকে নির্বাচন বাতিলের আবদার জানায়। তিনি সে আবদার রক্ষা না করায় তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করে। তারা যখন বুঝতে পেরেছে, জনগণের ভোটে নয় অন্য কোনোভাবে অন্য কোনো অবয়ব ছাড়া তাদের ক্ষমতা লাভের কোনো সুযোগ নেই, তখন তারা দেশী-বিদেশী শক্তির যৌথ ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠার তাণ্ডব চালিয়ে ভীতির নিকৃষ্ট মহড়া প্রদর্শিত হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপকে অনিবার্য করে তোলা হয়। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল সামরিক অবয়বে তাদেরই সরকার। ওই দু'বছরে ভীতির মহড়ার মধ্যেই দেশ অতিক্রম করে। ২০০৮ সালের শেষ দিনের পাতানো নির্বাচনের পর থেকে অর্থাৎ ২০০৯ সাল থেকে এই পর্যন্ত (২০২২ সাল) সে ভীতির রাজত্ব স্থায়ীভাবে কায়েম হয়। বিগত প্রায় ১৫ বছরে হত্যা, ধর্ষণ, গুম, মামলা ও হামলার মাধ্যমে তারা এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে।

বিগত দেড় দশকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। রাষ্ট্রের তিনটি অনিবার্য বিভাজন- আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগকে নিরেট একক ব্যক্তিত্বের অধীন করা হয়েছে। আইনসভা কার্যকারিতা ও মর্যাদা হারিয়েছে। নির্বাহী বিভাগ/আমলাতন্ত্র দলতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। বিচার বিভাগকে অধীনস্থ করা হয়েছে। একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি অনেক অন্যায় করার পর যখন তাদের প্রতি অবাধ্য হলেন তখন তাকে অন্যায়ভাবে অপদস্থ করে বিদেশে পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ একক নেতৃত্ব যে ভীতি সৃষ্টি করেছে তার প্রতিবাদ বা প্রতিস্থাপনের জন্য জাতীয় কোনো ইনস্টিটিউশন বা প্রতিষ্ঠান আর কার্যকরী নেই। সব রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সিভিল সোসাইটি ও পেশাজীবী নেতারা একমত যে, সারা দেশে ভীতির রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে ক্ষমতাসীন সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের রিপোর্টটি এতটাই গুরুত্ব পেয়েছে যে, জাতিসঙ্ঘ মানবাধিকার প্রধান মিশেল ব্যাচেলে বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। তিনি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন।

বিগত সময়ে এই সরকারের আমলের নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা আমলে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের সাম্প্রতিক ব্যক্তিগত নিষেধাজ্ঞা মানবাধিকার দলনের প্রতীকী প্রতিবাদ। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি অভিযোগ করছে, তাদের প্রায় ৫০০ লোককে হত্যা করা হয়েছে। গুম করা হয়েছে এক হাজার ২০০ নেতাকর্মী। মামলা হয়েছে ৩৫ লাখ মানুষের বিরুদ্ধে। অন্যান্য বিরোধী দলেরও অভিযোগ একই রকম। ২০২৩ সালের নির্বাচন যখন আসন্ন তখন নতুন করে তারা বিএনপি ও বিরোধী দল নিধন প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তার কার্যালয় ঘেরাও হলে তিনি তাদের চা-নাশতা খাওয়াবেন। তাদের দলের সাধারণ সম্পাদক বলছেন, বিরোধী দলের আন্দোলনে তারা বাধা দেবেন না। অথচ কর্মসূচি শুরু করার পর সারা দেশে মারমুখী হয়েছে পুলিশ। ভোলা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিবর্ষণে ইতোমধ্যে নিহত হয়েছেন তিনজন বিএনপি নেতাকর্মী। সর্বশেষ তথ্য মোতাবেক, এসব হামলায় ১০০ জন গুলিবিদ্ধ ও ৩০০ জন আহত হয়েছেন। অথচ তারা প্রতিদিন বিএনপির গোষ্ঠী উদ্ধার করছেন।

তারা বিএনপির প্রতিটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সহিংসতা আবিষ্কার করছেন। আজগুবি ও গায়েবি মামলা দিচ্ছেন হাজার হাজার মানুষের বিরুদ্ধে। নারায়ণগঞ্জে যুবদলকর্মী শাওন হত্যার পর তার ভাইকে বাধ্য করেছেন বিএনপির বিরুদ্ধে মামলা দিতে। অন্যায়ের কত রূপ আছে তা বর্ণনা করা কঠিন। ডিজিটাল আইন-২০১৮-এর বেপরোয়া প্রয়োগ চলছে। ঢাকায় বিরোধী দলের পাড়া-মহল্লা নেতাদের তালিকা তৈরি করছে পুলিশ। উদ্দেশ্য- আগামী নির্বাচন যেনতেন প্রকারে জয়লাভ। ক্ষমতাসীনদের কথা ও কাজের মিল নেই। যেমনটি বলছেন, করছেন তার বিপরীতটি।

তাদের সোনার ছেলেরা প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভীতির রাজত্ব কায়েম করেছে। সেখানে গেস্টরুমে যেতে দেরি হলেও নির্যাতন করা হয়। যেখানে সর্বোচ্চ নেতৃত্বের এসব ব্যাপারে সতর্ক করার কথা, তিনি উল্টো সাফাই গাইলেন। পুলিশকে তিনি আশকারা দিলেন। বললেন, তারা আক্রান্ত হলেও কি নিজেকে রক্ষার অধিকার থাকবে না। অথচ গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ নিরীহ ও নিয়মতান্ত্রিক মিছিলের ওপর হামলা করেছে। একসময়ের বিশ্বস্ত জাতীয় পার্টির জি এম কাদের সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ভালো কথা বলছেন। সে মৃদু সমালোচনাকেও ধারণ করতে পারছে না আওয়ামী লীগ। তার গাড়ি আক্রান্ত হয়েছে। মোবাইল চুরি হয়েছে। তিনি ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। রওশন এরশাদকে ব্যবহার করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে। ভয় দেখিয়ে জয় করার নীতি প্রথম থেকেই অনুসরণ করছে সরকার। এ ক্ষেত্রে তারা কোনো নীতিনৈতিকতা ও ভদ্রতা-সৌজন্যের তোয়াক্কা করছেন না। বেগম খালেদা জিয়া সম্পর্কে যে কথাগুলো তারা বলছেন, তা শালীনতা থেকে বহু দূরে।

এই সরকার ইসলামী দলগুলোর প্রতি 'স্টিক অ্যান্ড ক্যারোট' অর্থাৎ নির্যাতন ও সুবিধাদানের দু'মুখো নীতি অনুসরণ করছে। তাদের বাগে আনতে যেমন রক্ত ঝরেছে, তেমনি তাদের গণভবনে আমন্ত্রণ করতেও দ্বিধা করেনি। এখন 'কওমি জননী' তাদের ওপর নতুন করে খড়্গহস্ত হয়েছেন। তাদের এক নেতার চরিত্রহনন হয়েছে। আলেম-ওলামারা অভিযোগ করছেন, তাদের প্রায় দুই হাজার লোক জেলে আছেন। মাদরাসাগুলোতে সরকারের নজরদারি চলছে। আলেম-ওলামারা ভীতির মধ্যে বসবাস করছেন বলে গণমাধ্যমে কথা আসছে।

এখনো জঙ্গিবাদের নামে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি ও ছাত্ররাজনীতি যারা করেন তাদের পাকড়াও করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের ভয়ভীতি দেখানো কিংবা তাদের মারধর করার কাজটি এতদিন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের একতরফা এখতিয়ারে ছিল। এখন এই কাজে সরকারি দলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও ব্যবহার করা হচ্ছে। সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশংসা ও প্রশস্তির প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। ইদানীং তারা বিরোধী কর্মী ও সাংবাদিকদের পেটানোর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। উদ্দেশ্য- ঘরে-বাইরে সর্বত্রই একটি ভীতির রাজত্ব তৈরি করা। সর্বশেষ প্রবণতা হচ্ছে ঘরে ঘরে আগুন দেয়া। ইতোমধ্যে পত্রপত্রিকায় এ ধরনের ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ ছাপা হয়েছে। আগে শুধু অফিস আক্রান্ত হতো, এখন বাসাবাড়িও নিরাপদ নয়। বিএনপির কার্যালয়গুলো নানা অজুহাতে দখল করা হচ্ছে। বিগত ১৫ বছরে বিএনপি নেতাদের সহায়-সম্পত্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নানা অজুহাতে দখল করেছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। বাংলাদেশের বিগত ৫০ বছরে এই প্রবণতা গ্রামগঞ্জে পৌঁছায়নি। এখন গ্রামগঞ্জ থেকেও অনুরূপ অসংখ্য অভিযোগ আসছে। বিরোধী বা সরকারি অথবা সংখ্যালঘুদের জমিজমা জবরদখল করে নিচ্ছে।

যারা আওয়ামী লীগ করে না এমনকি নিরপেক্ষ লোক- তারাও তাদের হামলা-মামলা থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না। যাকে তাদের পছন্দ হয় না বা বিরোধী মনে হয় তাকে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক তকমা দিয়ে এলাকাছাড়া করা হচ্ছে। নির্বাচনের কাজে যাতে কোনো আওয়ামী লীগবিরোধী লোকজন শরিক না হতে পারে সে জন্য তারা অনেক আগে নির্বাচন কমিশনে তালিকা দিয়েছিল। এখন খবর বেরিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজছে সরকারি গোয়েন্দারা। যাতে এসব লোক আওয়ামী লীগের নি:দ্র নির্বাচনী কারসাজিতে কোনোরকম বাধা দিতে না পারে। গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণেও তারা ভীতির নীতি গ্রহণ করেছে। বিগত বছরগুলোতে তারা প্রতিবাদী চ্যানেলগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। 'আমার দেশ' পত্রিকা বেআইনি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রকাশনায় বাধা দিয়েছে। দু-একটি কারসাজি করে দখলও করেছে। ব্যাংক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কায়দা করে দখল করেছে। ইদানীং হাত বাড়িয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে। অজুহাতের শেষ নেই। একটি ভীতির সর্বগ্রাসী অবস্থা গোটা জাতির ওপর আপতিত হয়েছে।

যারা আওয়ামী লীগ করে না এমনকি নিরপেক্ষ লোক- তারাও তাদের হামলা-মামলা থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না। যাকে তাদের পছন্দ হয় না বা বিরোধী মনে হয় তাকে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক তকমা দিয়ে এলাকাছাড়া করা হচ্ছে। নির্বাচনের কাজে যাতে কোনো আওয়ামী লীগবিরোধী লোকজন শরিক না হতে পারে সে জন্য তারা অনেক আগে নির্বাচন কমিশনে তালিকা দিয়েছিল। এখন খবর বেরিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজছে সরকারি গোয়েন্দারা।

আবারো ফিরে যাই বরেণ্য শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর কাছে। তার সেই বক্তৃতার অবশেষে তিনি বলেছিলেন, এই ভয়ের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে প্রগতিশীল মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সঙ্গতভাবেই প্রগতিশীল মানুষ সমাজ অগ্রগতির ধারক ও বাহক। তাদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। তার এই আহ্বান মূলত বাংলাদেশের সব মানুষের প্রতি। এই ভীতির অবস্থা অবসানের দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন তিনি। মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করা প্রয়োজন। সে প্রয়োজন ব্যক্তির নয়, দলের নয়; বরং গোটা জাতির। লেখক সংঘের এবারের সম্মেলনের স্লোগান ছিল- 'ভয়ের মাঝে অভয় বাজাও, সাহসী প্রাণে চিত্ত জাগাও'। সেই হোক পুরো জাতির স্লোগান। হ

লেখক : অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়









বাংলাদেশের জনগণের আস্থার প্রতীক শেখ হাসিনা

(শেষের পাতার পর)

জন্মদিন পালন করেছে। এ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্ট আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. দীপু মনি এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম এমপি ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নোফেল এমপি। এছাড়াও সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ।

উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সহ দলের অন্যান্য অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগেও প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালনের উদ্যোগ নেয় হয়েছে বলে সংশ্লিস্টরা জানান। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি কাজী আজিজুল হকের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধার সম্পাদক জুয়েল আহমদ। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন ও গীতা থেকে পাঠ করার পর 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু সহ সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। সভায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, মহিলা লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ফ্লোরিডা আওয়ামী লীগ, ক্যালিফোর্নিয়া আওয়ামী লীগ ও বেলজিয়াম আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ শ্রমিক লীগের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদ্বয় কেক কেটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগাম জন্মদিন পালন করেন।

সভায় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফিরিস্থি তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনগণের প্রতীক। তিনি তাঁর কর্মকান্ড দিয়ে প্রমাণ করেছেন শেখ হাসিনা এখন বিশ্ব নেতা। মন্ত্রী বলেন, একাত্তুর, পচাত্তুর, ২০০৪ সালের বোমা হামলা প্রভৃতি ঘটনা একাই সূতায় গাঁথা। একমাত্র বোন ছাড়া সবকিছু হারিয়ে শুন্য হাতে দেশে ফিরে তিনি আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নেয়ার মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সহ সকল হত্যার বিচার হয়েছে। তিনি আজ বাঙালী জাতির আশা-আকাংখার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে বলেন, তিনি বেঁচে না থাকলে আমরা আজকের বাংলাদেশ পেতাম না। পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেন, মোস্তাক, জিয়া, এরশাদ তো বাংলাদেশকে পাকিস্তান-ই বানিয়ে ফেলেছিলেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার কারনেই আজ আমরা উন্নয়ন-আগ্রগতির বাংলাদেশ বাংলাদেশ পেয়েছি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই একাত্তুরের শক্তি পরাজিত হয়েছে, বঙ্গবন্ধু'র হত্যাকারীর বিচার হয়েছে, বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের মডেল এ পরিণত হয়েছে। উপমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা শুধু আওয়ামী লীগ নয়, এখন বাংলাদেশের জন্যও অপরিহর্য নেতা। প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্যের সাথে শুধু আওয়ামী লীগের ভাগ্য জড়িত নয়, বাংলাদের ভাগ্যও জড়িত। তিনি বলেন, দেশের রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপির অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে হলে বিএনপিকে অবশ্যই আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে হবে।

ব্যারিষ্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নোফেল বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের শত্রু নয়, উন্নয়ন সহযোগী দেশ। এই দেশের প্রগতিশীল জনগণকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি এগিয়ে নিতে হলে প্রবাসী বাঙালীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের পক্ষে কাজ করতে হবে। ইউএস কংগ্রেস সদস্য ও সিনেটর সহ প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে দুই দেশের সম্পর্ক জোরদার করার জন্য তিনি প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান।

খুলুকে আজিম মুহাম্মদ (স:)

(শেষের পাতার পর)

(সুরা কলম-৪)। বলেছেন স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন যিনি নিজে 'রাব্বিয়াল আজিম'। আয়াতে ব্যবহৃত "আজিম" শব্দটি আল্লাহর গুণবাচক নাম সমুহের একটি। যার অর্থ আল্লাহ তা'আলা এমন মহান বা বিশাল সত্ত্বা যার মহানত্ব ও বিশালতার সীমা পরিসীমা আমাদের কল্পনা, চিন্তা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে। অর্থাৎ তিনি সীমা বা আয়ত্বের দূর্বলতা থেকে পবিত্র। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈতিক চরিত্রের মহানত্ব প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা 'আজিম' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা এই কথাই বুঝানো হয়েছে যে, তাঁর চরিত্রের বিশালতাও সীমাহীন। আমাদের কল্পনা,চিন্তা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিরও বাইরে।

'আজিম' শব্দটি সম্পর্কে শুরুতেই বলা হয়েছে যে, এটি এমন বিশালতার প্রকাশ ঘটায় যার সীমা পরিসীমা আমাদের কল্পনা, চিন্তা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে। যার বিশালতাকে পরিমাপক যন্ত্রও আয়ত্ব করতে পারে না। যার দৈর্ঘ, প্রস্ত ও উচ্চতা আয়ত্ব করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। মানুষ গ্রহ-নক্ষত্র, চাঁদ-সুর্য ও সৌরজগত সম্পর্কে আনুমানিক মোটামুটি একটি ধারণা আয়ত্ব করতে পারে। বিশাল সৌরজগতে বা বিশাল সৃষ্টি জগতে সুর্য হলো, আল্লাহর একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী সৃষ্টি। আধুনিক আকাশ বিজ্ঞানীরা সুর্য সম্পর্কে সঠিক হোক আর বেঠিক হোক তথাপি তারা একটি পরিমাপ করতে পেরেছে যে, সুর্য সমগ্র সৌরজগত নিয়ে প্রতি সেকেন্টে ২০ কিলোমিটার গতিতে এগিয়ে চলছে। পৃথিবী থেকে সুর্যের দুরত্ব ১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ মাইল। কিন্তু 'আজিম' এর পরিমাপ করা কোন বিশেষজ্ঞের পক্ষে আদৌ সম্ভব হয়নি আর হবেও না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম সংগা দিয়েছেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা:। তিনি বলেছেন, কুরআনই ছিলো তাঁর চরিত্র। কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,"ওয়ালাকাদ আতাইনা সাবয়াম মিনাল মাসানি ওয়াল কুরআনিল আজিম" অর্থাৎ "আমি তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়ে রেখেছি যা বার বার আবৃত্তি করার মতো এবং তোমাকে দান করেছি মহান কুরআন"(সুরা হিজর:৮৭) কুরআনের বেলায়ও 'আজিম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ এ এক মহান বা বিশাল কিতাব, যার মহত্ব ও বিশালতার কোন সীমা পরিসীমা নেই। এটি সকল কালের জন্য প্রযোজ্য, যা কখনো সেকেলে বা পুরাতন হয় না। সকল কালের জন্য এটি নতুনভাবে আবির্ভুত হয়। কুরআনের মহত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি যদি এ কুরআন কোন পাহাড়ের উপড়ও অবতীর্ণ করে দিতাম তাহলে হে নবী! আপনি লক্ষ্য করতেন যে, আল্লাহর ভয়ে ধসে যাচ্ছে, দীর্ণ-বিদীর্ণ হচ্ছে।"(সুরা হাশর-২১) "আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এ আমানত (আল-কুরআন) পেশ করলাম। কিন্তু তারা তা গ্রহন করতে প্রস্তুত হল না, তারা ভয় পেয়ে গেল।কিন্তু মানুষ তার স্কন্ধে তুলে নিল।"(সুরা আহযাব-৭২)"অচিরেই আমি তোমার উপড় একটি ভারী কিছু রাখতে যাচ্ছি।" (সুরা মুয্যাম্মেল-৫)

যেহেতু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন জীবন্ত কুরআন সেহেতু তাঁর চরিত্রও ছিল মহান। তাঁর চরিত্র বা সুন্নাহ সকল কালের জন্য প্রযোজ্য। তাঁর চরিত্র বা সুন্নাহ কখনো সেকেলে বা পুরাতন হয় না। বরং সকল যুগে সকল কালে রাসুলের চরিত্র ও সুন্নাহ নতুনভাবে কার্যকরী প্রতিষেধক। তাই তাঁর মহান চরিত্র চীর আধুনিক এবং যে কোন যুগ বা কালের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। আর এটিই 'খুলুকে আজিম' এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ পৃথিবী যখন যেই সমস্যার সম্মুখীন হবে, রাসুলের চরিত্র ও সুন্নাহ তখন কার্যকরী প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করবে।

আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল? তাহলে আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করা হবে যে, আচ্ছা আপনি তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন, তার আগে আপনি পৃথিবীর দ্রব্য সামগ্রীর একটা বর্ণনা পেশ করুন তো? আপনি বলবেন, তা কি আদৌ সম্ভব হতে পারে? তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে আপনাকে কিভাবে অবহিত করা হবে? কারণ আল কুরআনে দুনিয়ার দ্রব্য সামগ্রীকে মহান আল্লাহ 'কালীলা' বা স্বল্প বলে আখ্যায়িত করেছেন, অথচ এই স্বল্পের বর্ণনা দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। অথচ সেই কুরআনেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসুলের চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন "আজিম" শব্দ দিয়ে। অর্থাৎ তিনি বিশাল বা মহান চরিত্রের অধিকারী। দুনিয়ার সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রীকে বলা হয়েছে "কালীলা" বা যতসামান্য স্বল্প আর রাসুলের চরিত্রকে বলছেন "আজিম" বা মহান। আপনি যদি কালীলার উত্তর না জানেন তবে আজিম এর উত্তর পাবেন কি করে?

কিন্তু দু:খের বিষয় হলো, আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই মহান চরিত্র ও সুন্নাহকে ভুলে মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত চিন্তার দ্বারস্থ হই, ফলে সমাধানের পরিবর্তে হাজারো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার জালে আবদ্ধ হয়ে জীবনকে অতিষ্ট করে তুলি। তাই বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে অনুরোধ পৃথিবীতে শান্তি আনয়নের জন্য, পৃথিবীকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য, পৃথিবীকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য ও পৃথিবীকে মানুষের বাস উপযোগী করার জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান চরিতের অনুসরণ করুন। আমি জানি, একটু শান্তির প্রত্যাশায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ দিন-রাত মাড়িয়ে চলেছেন। তাদের আন্তরিকতার প্রশ্নে কোন মন্তব্য না করে তাদের এ চলা যে অনেকটা তারাহীন রাত্রির দিকভ্রান্ত পথিকের মতো তাতে সন্দেহ নেই। শান্তির প্রত্যাশায় প্রয়োগকৃত তাদের হাজারো ভ্রান্ত উদ্যোগ বার বার চপেটাঘাত করে শুধু ফিরিয়েই দিচ্ছে। দুর্ভাগ্য ও দু:খ তাদের জন্য, যারা দেখে না, বুঝে না অতি নিকট ইতিহাসে ঘটে যাওয়া দিবালোকের মতো স্পষ্ট একজন মানুষ এসেছিলেন নিকষ অন্ধকারে ডুবে থাকা জাজিরাতুল আরবের বুক চিরে, তপ্ত বালুকায় চিক চিক আলো রশ্মির ঢেউ তুলে মরু সাইমুম মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম:। তিনি আল্লাহর নির্দেশনায় শত শত বছরের অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তুললেন। অন্ধকার দূরীভুত হলো, মানুষ জেগে উঠল একরাশ সোনালী আভায়। পথহারা মানুষ ফিরে পেলো সঠিক পথের দিশা।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ও প্রতিটি দেশের শাসকবৃন্দকে আবারো বলছি সত্যিই আপনারা যদি বিবেকের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত না হোন, সত্যি সত্যিই পৃথিবীতে বা প্রত্যেকের সংশ্লিষ্ট দেশে সার্বিক শান্তি আনতে চান এবং পৃথিবীকে সন্তাস ও জঙ্গীমুক্ত করতে চান, যা কোনক্রমেই পারছেন না, খুব দ্রুত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের কাছে ফিরে আসুন। আমি আবারো জোর দিয়ে বলছি আপনার রাষ্ট্র ও সমাজ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ আবাসস্থল হিসেবে একশভাগ গড়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রবাসী বাংলাদেশী সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময়

(শেষের পাতার পর)

সমাধানকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার প্রভাষক ডক্টর দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথ হল এলামনাই এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ও মহামায়া মন্দিরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শ্যামল চক্রবর্তি, ইউনাইটেড হিন্দুজ অফ আমেরিকার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের ডিরেক্টর ভজন সরকার, যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক ও বাংলাদেশে পূজা সমিতির ডিরেক্টর বিষ্ণু গোপ, এবং মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, যুক্তরাষ্ট্র যুব ঐক্য পরিষদের সাবেক সভাপতি ডক্টর দিলীপ নাথ। এসময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন একজন প্রতিমন্ত্রী, একজন এম.পি. ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল ও ডেপুটি কনসাল জেনারেল এবং সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ। ডক্টর দিলীপ নাথের উদ্যোগে আয়োজিত দেড় ঘন্টারও অধিক সময় স্থায়ী উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রতিনিধি দলের প্রত্যেকের বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী মনযোগ সহকারে শোনে তাদের দাবি ও উদ্বেগের বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে মতামত ব্যক্ত করেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ দেন। তিনি প্রতিনিধিদের স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, বাংলাদেশে সকল নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে এবং সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচার সব সময়ই হচ্ছে এবং আইনের হাত থেকে কোন অপরাধীই রেহাই পাবে না। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে দীর্ঘ সময় ব্যাপী এই আলোচনায় হেইট ক্রাইম ও স্পীচ, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন, পুজোর সময় নিরাপত্তা জোরদার করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বরাবরে লিখিত যে স্মারকলিপিটি হস্তান্তর করা হয়, তাতে যে সুপারিশনামা রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

(১) একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সংঘটিত সকল সংখ্যালঘু নির্যাতনের শ্বেতপত্র তৈরি করে প্রকাশ করুন, এবং অবিলম্বে বিশেষ ট্রাইবুনালে জজ সাহাবুদ্দীন কমিশন রিপোর্টে চিহ্নিত সংখ্যালঘু নির্যাতকদের বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করুন। আর, যারা নির্যাতনের শিকার তাদের সার্বিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে ক্ষতিপূরণ দিন।

(২) ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতে'র মিথ্যা অজুহাতে আটক এবং এই "অপরাধে" শাস্তিপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত সকলকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে, পুলিশকে এই অমানবিক নিষ্ঠুরতা বন্ধ করতে নির্দেশ দিন।

(৩) ইউনেস্কো স্বীকৃত বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দুর্গাপূজো/শারদোৎসব সহ সকল প্রধান পূজাপার্বণে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন।

(৪) একটি হেইট ক্রাইম ও স্পীচ আইন পাশ করে সকল সংখ্যালঘু নির্যাতকদের ওই আইনে বিচার করে কঠোর শাস্তি দিন।

(৫) একটি জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন, সংখ্যালঘু মন্ত্রনালয় গঠন করুন, এবং একটি সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন পাশ করুন।

(৬) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আদলে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ফাউন্ডেশন গঠন করুন।

(৭) সংখ্যালঘু নির্যাতক ও এর সহায্যকারীদের নির্বাচনে নমিনেশন দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

(৮) অর্পিত সম্পিত্তি প্রত্যার্পণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে ব্যবস্থা গ্রহন করুন।

(৯) পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে করুন।

(১০) ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনর্বহাল করে দেশের সকল নাগরিকের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier

Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

চিনি কতটা ক্ষতিকর

(শেষের পাতার পর)

অভ্যাস শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সমীক্ষা অনুযায়ী, সারা দিনে একবার হলেও চিনিযুক্ত পানীয় ডায়াবেটিসের ঝুঁকি প্রায় ২৬ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারে। পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ, দাঁতের ক্ষয়ের মতো সমস্যার সৃষ্টি করে চিনি। সেই সাথে স্থূলতা এমনকি ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়ায়।

চিনির কিছু কৃত্রিম বিকল্পও এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। চিনি থেকে দূরে থাকতে অনেকেরই প্রতিদিনের ডায়েটে জায়গা করে নিয়েছে এই কৃত্রিম চিনির গুঁড়া কিংবা ট্যাবলেট। চিকিৎসকদের মতে, বাজারে চলতি কৃত্রিম চিনিতে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ থাকে। এগুলো শরীরের পক্ষে মোটেই ভালো নয়। চিনির মতোই সমান তিকর। এতে হার্টঅ্যাটাকের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। ফলে মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করছে মানেই কৃত্রিম চিনি মিশিয়ে চা খেয়ে নিলেন, এমন করা কিন্তু ঠিক নয়। মনে রাখবেন যে কোনো কৃত্রিম খাবারই স্বাস্থ্যকর নয়। নানা রকম অসুখের ঝুঁকি বাড়ে এর ফলে।

আমাকে মন্ত্রিত্ব দিতে হলে পুরো ক্ষমতা দিতে হবে

(শেষের পাতার পর)

ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন। বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বসুন্ধরা সিটির স্টার সিনেপ্লেক্সে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি। অভিনেতা 'বীরত্ব' চলচ্চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিরতির ফাঁকে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন। এ সময় তিনি তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা প্রকাশ করেন।

এমপি হওয়ার আগ্রহ আছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে 'বেদের মেয়ে জোছনা' খ্যাত অভিনেতা বলেন, 'জাতীয় রাজনীতিতে যারা যুক্ত হয়েছে তারা কী করতে পেরেছে? জাতীয় রাজনীতিতে একটা এমপি হয়ে আমি কী করতে পারব? এটা আমার মাথায় আছে। আমি শুধু এমপি হওয়ার জন্য রাজনীতিতে যুক্ত হতে চাই না। জীবনে যদি সে রকম কোনো দায়িত্ব পাই তাহলে সেটা পালন করব।'

আপনাকে যদি মন্ত্রী করা হয়? সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, 'শুধু মন্ত্রী করলে হবে না, পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে। বহু মন্ত্রী আছে তারা কিন্তু পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে না। আমাকে মন্ত্রিত্ব দিতে চাইলে আমাকে ক্ষমতা অ্যাপ্লাই করার সুযোগ দিতে হবে।'

রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা আছে ইলিয়াস কাঞ্চনের। রাজনীতি ছাড়া সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য এ অভিনেতার। ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, 'হ্যাঁ অবশ্যই আমার রাজনীতিতে আসার ইচ্ছা রয়েছে। আমি যা চাই, দেশের মানুষ আমার কাছে যা চায় আমি তো করতে পারছি না তো। আমি দেখেছি, এই একটাই জায়গা আছে। রাজনীতি ছাড়া দেশকে, রাষ্ট্রকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।'

রাজনীতি করলে কোন অঞ্চল থেকে রাজনীতি শুরু করবেন, কোন দলের হয়ে রাজনীতি করবেন এমন প্রশ্নও করা হয় তাকে। ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, 'আমি জানি না, এসব আমার মনের ভাবনা। আমাকে আগে বহুবার বলা হয়েছে এমপি হওয়ার জন্য, এ জন্যই বলেছি একজন এমপি কী করতে পারে? কী করে এমপিরা? তাদের কী ক্ষমতা আছে? মানুষের আকাঙ্ক্ষা যদি পূরণ করতে না পারি তাহলে আমি এমপি হব না।'

এ সময় 'বীরত্ব' চলচ্চিত্রের গল্প, নির্মাতা ও এর কলাকুশলীদের প্রশংসাও করেন ইলিয়াস কাঞ্চন। ইমন, সালওয়া, ইন্তেখাব দিনার, আহসান হাবিব নাসিম, বড়োদা মিঠু ছাড়াও অভিনেত্রী নিপুণ অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্রটিতে।

সাফজয়ী নারী ফুটবল দলকে ১ কোটি টাকা দেবে সেনাবাহিনী

(শেষের পাতার পর)

এক কোটি টাকা পুরস্কার। শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর) আইএসপিআরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাফ নারী ফুটবলে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন জাতীয় নারী ফুটবল দলকে সেনাবাহিনী ২৭ সেপ্টেম্বর সংবর্ধনা দেবে। একই সঙ্গে এক কোটি টাকা পুরস্কার দেবে তারা। গত ২১ সেপ্টেম্বর বুধবার কাঠমান্ডর দশরথ স্টেডিয়ামে স্বাগতিক নেপালকে ফাইনালে ৩-১ গোলে হারিয়ে শিরোপা জেতে বাংলাদেশ। ফাইনালে জোড়া গোল করেন কৃষ্ণা রানী সরকার। আরেকটি গোল করেন শামসুন্নাহার জুনিয়র।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"



যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com





মাহসা আমিনির মৃত্যু, ইরানে হিজাব পুড়িয়ে বিক্ষোভ

(৪৬ পাতার পর)

থাকার পর গত শুক্রবার তাঁর মৃত্যু হয়। এর পর থেকেই ইরানে হিজাববিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিক্ষোভ চলাকালীন অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে পুলিশ। সহিংসতায় অন্তত পাঁচজন মারা গেছেন বলে জানা গেছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার নাদা আল-নাশিফ বলেছেন, অভিযোগ রয়েছে, আটকের পর আমিনির মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে পুলিশ এবং তাদের গাড়িতে মাথা ঠুকে দেয়। তবে তাঁকে নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে পুলিশ। তাদের দাবি, আমিনি হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মারা গেছেন। আমিনির পরিবার জানিয়েছে, তিনি পুরোপুরি সুস্থ ও সবল ছিলেন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

জাতিসংঘের সামনে আ. লীগ-বিএনপির পাল্টাপাল্টি সমাবেশ

(শেষের পাতার পর)

স্ট্রীট সংলগ্ন পার্কে খুবই কাছাকাছি স্থানে দল দুটির নেতা-কর্মীরা সমাবেশ করেন। তবে দুই দলে মাঝে ছিলো পুলিশী ব্যারিকেড। শুক্রবার বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সমাবেশ দুটি চলে। উভয় সমাবেশে বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতা-কর্মী অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে ভাষণ দেন বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সমর্থনে শান্তি সমাবেশ আর বিএনপির নেতা-কর্মীরা শেখ হাসিনা সরকারের তাদের ভাষায় অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ড ও নিপিড়ন-নির্যাতন, হামলা-মামলা, গুম-খুন এবং ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার প্রতিবাদে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। এসময় দুই দলের নেতা-কর্মীরা দলীয় ব্যানার ফেস্টুন হাতে পাল্টাপাল্টি শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে ফাস্ট এভিনিউ। পাল্টা পাল্টি সমাবেশের এক পর্যায়ে উভয় সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কটাক্ষ করে শ্লোগান দেওয়ায় সমাবেশ স্থলে মৃদু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এসময় পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

আ. লীগের শান্তি সমাবেশ: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগতম-শুভেচ্ছা জানিয়ে আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতে নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ সহ এম ফজলুর রহমান, ড. প্রদীপ কর, নিজাম চৌধুরী, আইরীন পারভিন, মহিউদ্দিন দেওয়ান, হাজী এনাম, আব্দুর রহীম বাদশা, মিসবাহ আহমেদ, ফরিদ আলম, এডভোকেট শাহ বখতিয়ার, এম এ করীম জাহাঙ্গীর, কাজী কয়েস, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, হিন্দাল কাদির বাপ্পা, শরিফ কামরুল হিরা, শাহীন আজমল, জাকারিয়া চৌধুরী, সেবুল মিয়া, রহিমুজ্জামার সুমন, জামাল হোসেন, আবুল হোসেন, হাসান জিলানী, খান শওকত, আব্দুল কাদের মিয়া, পেনসিলভেনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের, নিউইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ইউসুফ, সমীরুল ইসলাম বাবলু, ওয়াশিংটন ডিসি আওয়ামী লীগের নেতা শিব্বির আহমেদ, ফ্লোরিডা থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এম ফজলুর রহমান, নাফিজ জুয়েল, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে দারা বিল্লাহ, তুহিন, শিকাগো থেকে মনির চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বিএনপি'র বিক্ষোভ-প্রতিবাদ: অপরদিকে বিভক্ত যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা পৃথক পৃথক আয়োজনে 'যেখানে হাসিনা সেখানেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ' কর্মসূচীর অংশ হিসেবে একই স্থানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবী ও অবিলম্বে তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশে করে। এই সমাবেশ বিএনপি নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন আব্দুল লতিফ সম্রাট, জিল্লুর রহমান জিল্লু, গিয়াস আহমেদ, অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, শরাফত হোসেন বাবু, মিজানুর রহমান ভূইয়া (মিল্টন ভূইয়া), মনজুর আহমেদ চৌধুরী, জসিম ভূঁইয়া, আখতার হোসেন বাদল, মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, এম এ বাতিন, জাকির এইচ চৌধুরী, আবু তাহের, পারভেজ সাজ্জাদ, রফিকুল মওলা, গোলাম ফারুক শাহীন, মাকসুদুল হক চৌধুরী, মাওলানা অলিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সাইদুর রহমান সাঈদ, জসীমউদ্দিন (ভিপি), কাওসার আহমেদ, হাবিবুর রহমান, সেলিম রেজা, রেজাউল আজাদ ভূইয়া, রুহুল আমিন নাসির, মোহাম্মদ জে হোসেন, মাজহারুল ইসলাম জনি, মোহাম্মদ এ রহমান, আবুল কাসেম, আব্দুস সবুর, মোশারফ হোসেন সবুজ, মাকসুদুল হক চৌধুরী, ওমর ফারুক, আতিকুল ইসলাম আহাদ, নুরুল আলম, তারিক চৌধূরী দিপু, বদিউল আলম, সেলিম রেজা, শেখ হায়দার আলী, রকিব উদ্দিন দুলাল, ওমর ফারুক, মাহফুজুল মাওলা নান্নু, আবু তাহের, (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

জাতিসংঘের সামনে আ. লীগ-বিএনপির পাল্টাপাল্টি সমাবেশ

(৪০ পাতার পর)

কাউসার আহমেদ, মামুন আহসান, আল মামুন সবুজ, ইসমাইল হোসেন, সোহাগ রানা, নাজমুল হোসাইন, আকতার হোসাইন, সাইফুল ইসলাম, আনোয়ার হোসাইন, মোহাম্মদ নাসিম, শাহজান সাজু, বাদল মির্জা, শাওন, দিদার, আবদুল কুদ্দুস, রাকিব, মোস্তাফিজুর, আবুল খায়ের প্রমুখ।

এদিকে দীর্ঘ প্রায় এক যুগ ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি না থাকায় দলীয় নেতা-কর্মীরা একাধিক নেতার নেতৃত্বে সমাবেশে যোগ দেন। এরমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু ও সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান ভুইয়া (মিলন্টন ভুইয়া)-এর নেতৃত্বে একটি গ্রুপ, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদলের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ এবং নবগঠিত নিউইয়র্কে ষ্টেট কমিটি, সিটির উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি'র সমর্থক বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী অংশ নেন। সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা শেখ হাসিনা সরকার বিরোধী নানা শ্লোগান দেয় এবং দলীয় চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তিও দাবী করেন। কেউ কেউ কালো পতাকাও বহন ছাড়াও প্রতীকী হিসেবে 'লাশ' বহন করেন।

অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদল নেতৃত্বাধীন সমাবেশে উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুল খালেক, বিএনপি নেতা মোহাম্মদ হোসেন কচি, ইমরান শাহ রন, নিউইয়র্ক ষ্টেট কমিটি বিএনপি'র আহ্বায়ক সালেহ আহমেদ মানিক ও সদস্য সচিব দেলোয়ার হোসেন শিপন সহ জাহাঙ্গীর আলম জয়, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, তাজুল ইসলাম, মোস্তফা কামাল মুকুল, লাভলী জামান, মো. মনির হোসেন, আশরাফুল হাসান, বিপ্লব হোসেন, নাজমুল হাসান নিপুন, মোহাম্মদ ইব্রাহীম, আব্দুল কদ্দুস, রিন্টু আলম, আব্দুর রব, আবুল কাশেম, আব্দুল হাই, সাদ্দাম হোসেন, মুরাদ হোসেন, মো. সম্রাট, মো. ফরহাদ, মীর হোসেন প্রমুখ সব অর্ধ শতাধিক নেতা-কর্মী অংশ নেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

এছাড়াও সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি শরাফত হোসেন বাবু ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়ার নেতৃত্বে দলীয় নেতা-কর্মীরা সমাবেশে যোগ দেন এবং তারা একই সাথে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করেন।

কৃত্রিম গুহা স্বর্ণভান্ডার

ঢাকা, ২২ সেপ্টেম্বর : ইকুয়েডরের কুয়েভা দে লস টেয়োস গুহা। কৃত্রিম সুড়ঙ্গ, হারিয়ে যাওয়া সোনা, ভাস্কর্য এবং একটি ধাতব গ্রন্থাগারের সন্ধানে ১৯৭৬ সালে একটি বড় অভিযানে গুহায় প্রবেশ করেছিল অভিযাত্রীদের একটি দল। অভিযাত্রীদের এই দলের মধ্যে ছিলেন চাঁদে প্রথম পা রাখা নভোচারি নিল আর্মস্ট্রংও। মনে করা হয় এই গুহাগুলোর আশপাশে এক সময় এক সভ্যতা তৈরি হয়েছিল। উল্কাপাতের ফলে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। গুহাগুলোর ভেতরেই থেকে যায় সেই সভ্যতার অমূল্য ধাতব ভা ার।

দক্ষিণ-পূর্ব ইকুয়েডরের সান্তিয়াগো ডি মেন্ডেজ শহর থেকে প্রায় ২৩ মাইল (প্রায় ৩৭ কিমি) দক্ষিণ-পূর্বে একটি বৃষ্টি অরণ্যে কুয়েভা দে লস টেয়োস গুহালো রয়েছে। পেরুর সীমান্ত থেকে এই গুহাগুলোর দূরত্ব খুব বেশি নয়। গুহাগুলোর কাছাকাছি শুয়ের উপজাতির বাস। প্রথমে নৌকায় চেপে ও পরে হেঁটে এই গুহায় পৌঁছনো যায়। ম্যাকাস শহর থেকে হেলিকপ্টারে করেও এই গুহাগুলোতে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আগে এই গুহা কোনো বিলুপ্ত সভ্যতার অংশ বলে মনে করা হলেও, বর্তমানে এই গুহা শুয়ের উপজাতির আধ্যাত্মিক এবং আনুষ্ঠানিক অনুশীলনের কেন্দ্র। দীর্ঘ দিন ধরেই শুয়েররা এখানে পূজার্চনা করে আসছেন।

এই গুহায় বাস বহু বিষাক্ত পোকামাকড়ের। বিষাক্ত ট্যারেন্টুলা মাকড়সাদেরও এই গুহায় দেখা যায়। এই গুহাগুলোতে টেয়োস নামের এক নিশাচর পাখির বাস। এই পাখির নামেই গুহাগুলোর নাম দেয়া হয়েছে কুয়েভা দে লস টেয়োস। শুয়ের উপজাতির মানুষদের অন্যতম পছন্দের খাবার টেয়োস। বিগত বহু দশক ধরে শুয়েররাই এই গুহাগুলোর 'মালিক'। ১৯৫০ এবং ৬০-এর দশক থেকে সোনা পাওয়ার লোভে এই গুহাগুলোর আশপাশে মানুষের আনাগোনা বাড়তে থাকে।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

যুদ্ধের পরিস্থিতি এখনো আসেনি : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

(শেষের পাতার পর)

পেরিয়ে আমাদের দেশে এসে পড়ছে। এতে হতাহতের ঘটনা ঘটছে। আমাদের জনগণ আতঙ্কিত। সে জন্য আজ আমরা সভাটি করেছি। তিনি বলেন, সভা শেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আমাদের জাতীয় পলিসি যেটি, সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়; সে অনুযায়ী আমরা যুদ্ধকে কখনোই উৎসাহিত করি না। যুদ্ধের মতো পরিস্থিতিও আমাদের এখানে (সীমান্তে) আসেনি। তিনি আরো বলেন, সীমান্তে যা হচ্ছে, তা তাদের (মিয়ানমারের) অভ্যন্তরীণ বিষয়, সেখানে বাংলাদেশের কোনো ভূমিকা নেই। মিয়ানমার তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে যুক্ত। জোর করে রোহিঙ্গাদের আমাদের দেশে পাঠানো ছাড়া দেশটির সাথে আর কোনো বৈরী আচরণ নেই।

তবে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সবসময় প্রস্তুত থাকে বলেও জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, সেনাবাহিনীসহ আমাদের সবাই জানিয়েছে, যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তারা সবসময় প্রস্তুত থাকে। এখনো তারা প্রস্তুত। তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি, কাজেই আমরা কাউকে কাউন্ট করি না। এসব ইস্যুর বিষয়ে আমরা কিছু মনে করি না। আমরা বীরের জাতি, আমরা সবসময় প্রস্তুত আছি।

বৈঠকে সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধান, বিজিবি, কোস্ট গার্ডসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

শিশুদের জন্য টিপস

ঢাকা, ২২ সেপ্টেম্বর : ছয় বয়স থেকে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্য খাবার দেয়ার প্রয়োজন হয়। তাই এ সময় কিছু বিষয় মেনে চলা আবশ্যক। নিম্নোক্ত কিছু খাবার এ সময় পরিহার করা উচিত-

লবণ : শিশুদের বেশি লবণ খাওয়া উচিত নয়, কারণ এটি তাদের কিডনির জন্য ভালো নয়। শিশুর খাবার বা রান্নার পানিতে লবণ যোগ করা যাবে না এবং লবণ জাতীয় খাবার অথবা নোনতা খাবার এড়িয়ে চলতে হবে।

চিনি : শিশুর চিনির প্রয়োজন নেই। চিনিযুক্ত খাবার এবং পানীয় এড়িয়ে চললে শিশুর দাঁতের ক্ষয় রোধ হতে সাহায্য করবে।

সম্পৃক্ত চর্বি : স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি থাকে এমন খাবার শিশুকে দেয়া যাবে না, যেমন চিপস, বিস্কুট, পাউরুটি এবং কেক।

মধু ও কৌটাজাত খাদ্য : মাঝে মধ্যে, মধু ও কৌটাজাত খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া থাকে যা শিশুর অন্ত্রে বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করতে পারে এবং যা শিশুর বোটুলিজমের দিকে পরিচালিত করে, যা একটি অত্যন্ত গুরুতর অসুস্থতা। শিশুর বয়স এক বছরের বেশি না হওয়া পর্যন্ত মধু দেয়া ঠিক না। মধু একটি চিনি, তাই এটি এড়ানো দাঁতের ক্ষয় রোধেও সাহায্য করবে।

আস্ত বাদাম এবং চিনাবাদাম : আস্ত বাদাম এবং চিনাবাদাম এক বছরের কম বয়সী শিশুদের দেয়া উচিত নয়, কারণ এটি শিশুর শ্বাসরোধ করতে পারে। বাদাম এবং চিনাবাদাম গুঁড়ো করে অথবা বাটার আকারে কম পরিমাণে দেয়া যেতে পারে। এ ছাড়াও পরিবারে বাবা-মায়ের অ্যালার্জির ইতিহাস থাকলে শিশুর অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পনির : কিছু পনির 'লিস্টেরিয়া' নামক ব্যাকটেরিয়া বহন করে। সে ক্ষেত্রে, পনির পরিহার করা লাগতে পারে। যদিও, পনির একটি স্বাস্থ্যকর, সুষম খাদ্যের অংশ এবং ক্যালসিয়াম, প্রোটিন ও ভিটামিন সরবরাহ করে।

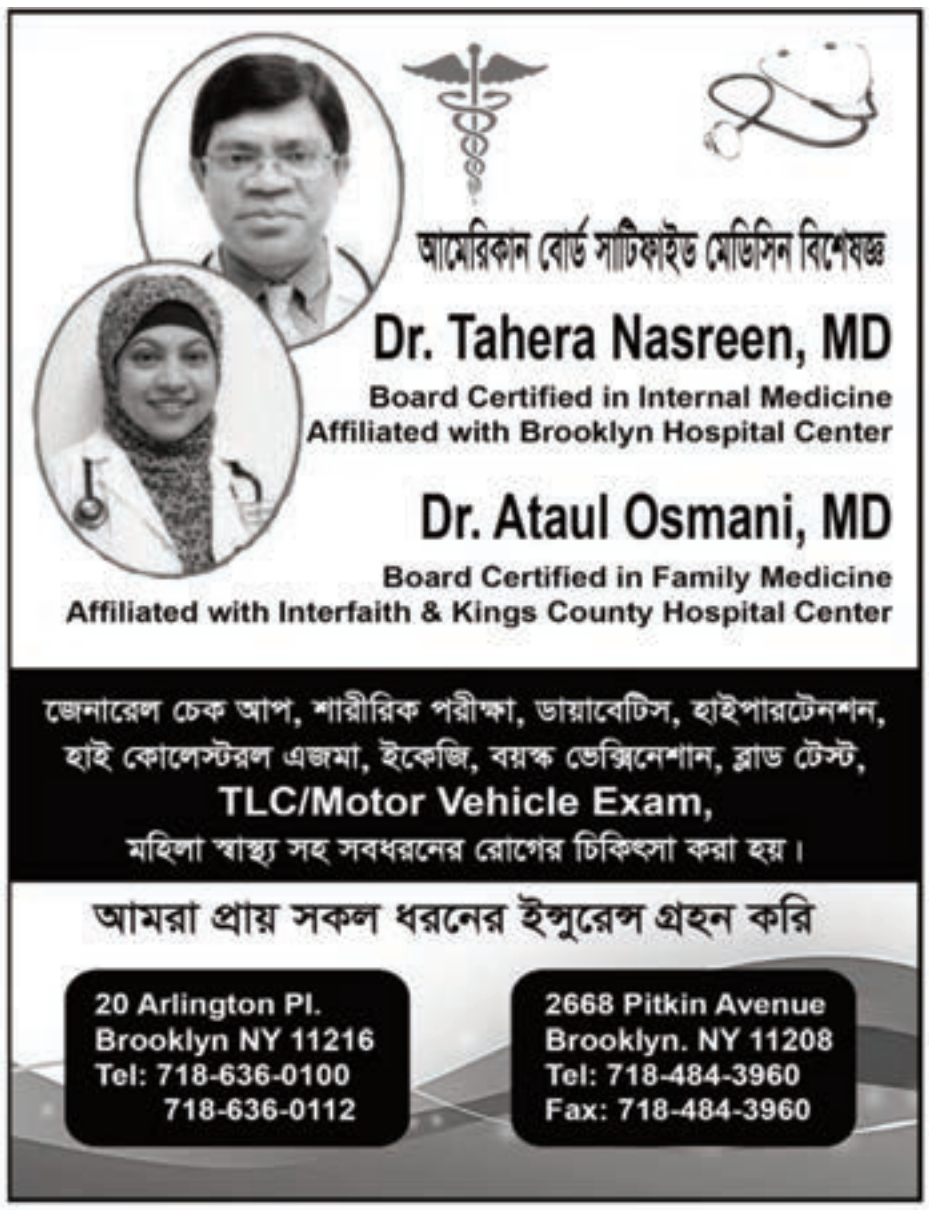
কাঁচা এবং হালকা সিদ্ধ ডিম : কাঁচা এবং হালকা সিদ্ধ ডিম এড়িয়ে চলতে হবে, মুরগির ডিমের পরিবর্তে রাজহাঁস বা কোয়েলের ডিম দেয়া ভালো।

ছয় মাস বয়সের শুরুর দিকে ফলের রস জাতীয় একেবারে তরল দিয়ে শুরু করতে হবে। পরে সাত-আট মাস বয়সে চটকানো খাবার দিতে হবে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদানের সংমিশ্রণের মাধ্যমে শিশুর খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বাড়ানো যায়। নিম্নোক্ত কিছু খাবার এ সময় দেয়া যেতে পারে-

পুডিং : ঘরে তৈরি পুডিং শিশুকে খাওয়ানো যেতে পারে।

পায়েস : পায়েস তৈরি করে শিশুকে খাওয়ানো ভালো।

খিচুড়ি : চাল ও বিভিন্ন রকম ডাল অর্ধভাঙা করে শাক-সবজি, মাছ বা কলিজার টুকরো সিদ্ধ করে সামান্য







বাসা ভাড়া

BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫ সে-১২/১৯

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট। **যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩**

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

পার্কচেস্টার ৬ ট্রেন স্টেশনে এক ব্লক। প্রাইম লোকেশনে ৩ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট কর্মজীবী অথবা মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। মোস্তফাঃ ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪

আবশ্যক

আবশ্যক

জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী পরিবারের একটি ১০ বছরের স্পেশিয়াল বাচ্চাকে দেখাশুনা করার জন্য একজন বাঙালী মহিলা প্রয়োজন। আগ্রহীকে ইংরেজী জানতে হবে এবং বয়স ৩৫-৪০ হতে হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮ সে-০৫/০৬

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।

ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্ যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

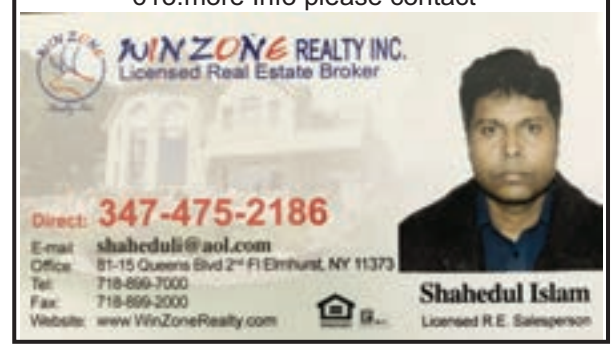
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু পরিষদ

BANGABANDHU SOCIETY

৮৭ বশির উদ্দিন রোড, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫, ফোন: ৯১২৮২১১, ফ্যাক্স: ৯১১৯৬৬৫

87 Bashir Uddin Road, Kalabagan, Dhaka-1205, Phone: 9128211, Fax: 9119665

তারিখ ২৫ মে, ২০২১ খ্রিঃ

জরুরি প্রেস বিবৃতি

কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ জেলা পর্যায়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তের ওপর কোন খবরদারি করে না। যেহেতু আন্তর্জাতিক কমিটির মর্যাদা জেলা কমিটির পর্যায়ে, সেহেতু যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তই কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। আপনাদের সিদ্ধান্ত পরবর্তী পরিচালনা পর্ষদের মিটিংয়ে কার্যকর করা হবে। এ ব্যাপারে ড. রাব্বী আলমের পক্ষে কোনো অভিযোগ থাকলে তা জরুরী ভাবে কেন্দ্রে অবহিত করতে পারেন।

বর্তমান সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্ববর্তী কমিটি (সভাপতি-ড. রাব্বী আলম এবং সাধারণ সম্পাদক-খান শওকত)'র সকল কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হইলো।

এ.এ.এ. মালেক
২৫।০৫।২১
ডাঃ এ.এ.এ. মালেক
সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গবন্ধু পরিষদ

সংযুক্ত কপিঃ
১. বঙ্গবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা।
২. সভাপতি- রাব্বী আলম (ইউএসএ)
৩. সাধারণ সম্পাদক- খান শওকত (ইউএসএ)

সভাপতি ড. নবী ও সাধারণ সম্পাদক রানা'র বিবৃতি

(শেষের পাতার পর)

বিবৃতিতে বলেছেন, গত বছর দুয়েক যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বসবাসরত জনৈক রাব্বি আলম মূলত ফেসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে নিজেকে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি হিসেবে দাবী করে রাজনৈতিক ও সামাজিক সৃষ্টাচার লঙ্ঘন করে চলেছেন। অথচ আপনাদের নিশ্চই জানা আছে যে, বঙ্গবন্ধু কন্যা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮৫ সালে নিউইয়র্কে ড. এনায়েতুর রহিম ও ড. নুরুন নবীকে যৌথ আহবায়ক করে নিজেই যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠন করেন। সেই থেকে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ স্বাধীন ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের আইনগত দিক বিবেচনাকরে শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদকে কোনো সংগঠনের সহযোগী অথবা কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনস্ত রাখা হয়নি।

১৯৯৬ সালে ড. নুরুন নবীকে সভাপতি করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। গত ২৬ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিয়মিত সম্মেলন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সম্মেলনে ড. নুরুন নবীকে সভাপতি এবং প্রকৌশলী রানা হাসান মাহমুদকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি কার্যক্রম শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের অধীনে ১০টি স্টেট শাখা সাফল্যের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

এখন পর্যন্ত আমাদের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে তিন বার 'বঙ্গবন্ধু সম্মেলন' ও ১১টি 'বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা' আয়োজন। বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা শিল্পীদের সমন্বয়ে 'ফিরে এসো বঙ্গবন্ধ' শিরোনামে আমরা একটিমিউজিক ভিডিও এবং ৭১ জন বিশিষ্টজনের লেখা সম্বলিত 'বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু' বই (রাশিয়া বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং এনআরবিসি ব্যাংকের সাথে সম্মিলিত উদ্যোগে) প্রকাশ করেছি। এছাড়া যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

ডববৃতিতে বলা হয়: ড. নুরুন নবীর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন, প্রয়াত আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, প্রয়াত সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, প্রয়াত মোস্তফা সরওয়ার, ড. আব্দুল মালেক, ড. আব্দুর রাজ্জাক, ড. মশিউর রহমান, ড. আব্দুল মান্নান, ড. আব্দুল মোমেন, শাহরিয়ার আলম, প্রয়াত রাষ্ট্রদূত মহিউদ্দিন আহমেদ, প্রয়াত শহীদ সন্তান শাহীন রেজা নূর, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম, প্রফেসর ডঃ আরেফিন সিদ্দিকী, প্রফেসর মুনতাসির মামুন, শাহরিয়ার কবির, প্রফেসর নুরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা লেঃ কর্নেল (অবঃ) সাজ্জাদ জহির বীর প্রতীক, কবি আসাদ চৌধুরী, ড. নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, বেলাল বেগ এবং গত জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে সাংবাদিক জাফর ওয়াজেদ।

এছাড়া বঙ্গবন্ধু পরিষদের ক্যালিফোর্নিয়া শাখা বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলিতে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড" প্রবর্তন করেছে। একই সংগঠন লস এঞ্জেলেস ইউনিফাইড স্কুল ডিস্ট্রিক্টে, যেখানে ৬৫০,০০০ শিক্ষার্থী রয়েছে, ২১ ফেব্রুয়ারীকে ক্যালেন্ডার ডে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিন্তু ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হঠাৎ করেই মিশিগান জাতীয় পার্টির সভাপতি জনৈক রাব্বি আলম নিজেকে 'যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ শাখার' প্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি দাবি করেন যে ঢাকা থেকে তাকে 'নিয়োগ' দেয়া হয়েছে। নিয়োগ প্রাপ্তির দাবির পর থেকেই এই ব্যক্তি বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিথযশা বিজ্ঞানী এবং একুশে পদক প্রাপ্ত লেখক ড. নুরুন নবীকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে ড. নুরুন নবীর নির্দেশে তার প্রতি কোন ধরণের প্রতিআক্রমণ থেকে বিরত থাকা হয়। গত দুই বছরে রাব্বি আলম যখন যাকে খুশি তাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক 'নিয়োগ' দিয়ে চলেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়: রাব্বি আলম কখনই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পক্ষের ব্যক্তি ছিলেন না। একেক সময় একেক রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করতেন তিনি। ২০২০ সালের আগে সর্বশেষ তিনি নিজেকে জাতীয় পার্টির নেতা হিসেবে পরিচয় দেন (সংযুক্ত স্ক্রিনশট দেখুন)।

এই ব্যক্তির ফেসবুক টাইমলাইনে দেখা যায় যে ২০২০ সালের আগ পর্যন্ত সে জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অবমাননাকর বক্তব্য দিয়েছে। ছাত্রলীগের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে কটাক্ষ করেও চরম অবমাননাকর মন্তব্য করেছে এই ব্যক্তি (স্ক্রিনশট সংযুক্ত করা হলো)।

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় রাজনীতিতেও রাব্বি আলম চরমভাবে বিতর্কিত একজন ব্যক্তি। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার পর রাব্বি আলম বিতর্কিত মন্তব্য করায় বেশ কয়েকবার তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পত্র-পত্রিকায় নেতিবাচক খবর প্রকাশিত হয়েছে (কয়েকটি খবরের স্ক্রিন শট সংযুক্ত করা হলো)। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ধর্মীয় মৌলবাদীসংগঠনের সাথে তার সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। তার এসব বিতর্কিত কর্মকান্ড গোচরে আসার পরে, রাব্বি আলম ঘোষিত তথাকথিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক আরেকটি পাল্টা কমিটি গঠন করায় ডা. এস এ মালেক ২০২১ সালে এই কমিটিকে স্থগিত ঘোষণা করেন (স্ক্রিনশট সংযুক্ত করা হলো)।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি অনুরাগ ও গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সদস্যরা গত তিন দশক ধরে দলমত নির্বিশেষে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সমস্ত বাঙালীদের মাঝে এই সংগঠনটিকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক ভাবে রাব্বি আলম ও তার অতি অল্প কয়েকজন অনুসারী বাংলাদেশ বিরোধী কার্যকলাপের মাধ্যমে ও সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও অবদানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে চলেছে।

বাংলাদেশ থেকে এই স্থগিত কমিটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি এবং ভবিষতে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো কমিটি গঠন থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বিরোধী শক্তি যখন প্রবাসের মাটিতে বসে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশের অগ্রগতির সকল কর্ম প্রয়াসকে ম্লান করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, তখন রাব্বি আলমদের মতো প্রমাণিত স্বাধীনতা বিরোধী চক্র যেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারীদের মাঝে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে, সে বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকার অনুরোধ করা হচ্ছে।







গাজী মাজহারুল আনোয়ার ছিলেন একজন খাঁটি দেশ প্রেমিক জাতীয়তাবাদী মানুষ

(শেষের পাতার পর)

গানে দেশ প্রেমের পাশাপাশি মানুষের প্রেম-ভালবাসা, আনন্দ-বেনার কথা সুনিপুল কথামালায় তুলে ধরেছেন, সৃষ্টি করেছেন অমর গান। তার গান বিবিসি'র জরিপে শীর্ষ দশের মধ্যে স্থান পেয়েছে। তাঁর গান চিরদিন সঙ্গীতপ্রেমীদের প্রেরণা যুগাবে। দেশের এমন কোন জাতীয় পুরষ্কারপ্রাপ্ত শিল্পী নেই যিনি তাঁর গান গাননি। তাঁকে চিরদিন বাংলাদেশের মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে।

মরহুম গাজী মাজহারুল আনোয়ার স্মরণে অগ্নিবীণা, নিউইয়র্ক-এর ব্যানারে গত ১৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির লং আইল্যান্ডস্থ সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন-এর বার্তা কক্ষে আয়োজিত শোক সভার বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। সভার শুরুতে এক মিনিট নিরবতা পালনের মধ্যদিয়ে তাঁর প্রতি গভীরশ্রদ্ধা জানানো হয়। খবর ইউএনএ'র।

বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান এবং বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী। বিশিষ্ট সাংবাদিক-সংগঠক শেখ সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদ। এরপর অতিথিদ্বয় ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন সিনিয়র সাংবাদিক মাহমুদ খান তাসের, কবি-সাংবাদিক সালেম সুলেরী, সাবেক প্রশাসক আজিজুর রহমান, সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ, সমাজসেবী শাহিদা সিকদার হাই প্রমুখ।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফরহাদ, কণ্ঠশিল্পী আলী মাহমুদ, সাংবদিক সৌরভ ইমাম প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সালেম সুলেরী মরহুম গাজী মাজহারুল আনোয়ার স্মরণে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

যে আমি চলে যাব

♦সালেম সুলেরী

যে আমি চলে যাব হারিয়ে দূর দেশে
আত্মা যাবে কই? যাবে কি উর্ধ্বে সে?
যে অমি শারীরিক মাংসে ভরপুর
আত্মা পালালেই সে আমি কর্পূর।
শরীর পড়ে থাকে; থাক না কাসকেটে
সবার অবহেলা, যাবে তো পাশ কেটে।
পিরিচ ভেঙে গেলে টুকরো থাকে পড়ে
পিরিচ গেলো কই? যায় না রাখা ধরে।
মেঝেতে এলোমেলো আত্মা দূরগামী
পিরিচ থাকলো না, হোক সে গূঢ় দামী,
মলিন টুকরোরা ডুকরে কেঁদে ওঠে
ময়লা ফেলা কোনো জলাতে ঠাঁই জোটে।
মানুষ এভাবেই শরীর ফেলে রাখে
নিকট আত্মীয় দু'হাত মেলে ডাকে,
স্মৃতির ভাঁজ খোলে কি কলরব ছিলো
একটু আগে যার পরণে সব ছিলো।
বিছানা আলমিরা কাপড় কতো তার,
রয়েছে স্মৃতি পড়ে হাজার সততার।
আমিও থাকবো না, ফেরানো যিশু নই
জন্ম অতঃপর এমন শিশু নই।
আমি তো একজন, আগামী দিন আছে
হিসেব হবে ঠিক যা কিছু ঋণ আছে।
যে আমি চলে যাবো হারিয়ে দূর দেশে
আত্মা যাবে কই ? ছুটবে উর্ধ্বে সে।



শিক্ষামন্ত্রী ডা.দীপু মনির নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট পরিদর্শন

নিউইয়র্ক: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি. বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক পরিদর্শন করেছেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার কনস্যুলেট পরিদর্শনের সময় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি., বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্য প্রসাদ মজুমদার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ মশিউর রহমান, ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খন্দকর এম তালহা সহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ তাদেরকে স্বাগত জানান।

ডা. দীপু মনি কনস্যুলেটের বর্তমান কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে সেবার মান সমুন্নত রাখার ব্যাপারে কনস্যুলেট কর্মকর্তাদের আবহবান জানান। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের সম্পৃক্ততা ও ভূমিকার প্রশংসা করেন, বিশেষ করে করোনা মহামারীর সময়ে ভ্যাকসিন সরবরাহের বিষয়ে প্রবাসীদের অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে বাংলাদেশের অর্জনের কথা তুলে ধরেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, টেকনোলজি ট্রান্সফার, শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরো গভীরতর করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

কনসাল জেনারেল শিক্ষা মন্ত্রী, শিক্ষা উপমন্ত্রী ও প্রতিনিধি দলকে কনস্যুলেট এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। কনসাল জেনারেল কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবাসমূহ আরো উন্নত করার পাশাপাশি বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে কনস্যুলেটের দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

পরবর্তীতে মন্ত্রী কনস্যুলেটের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং কনস্যুলেটে আগত সেবাগ্রহীতাদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেন। কনসালজেনারেল ড. ইসলাম কনস্যুলেট সফরের জন্য শিক্ষা মন্ত্রী, শিক্ষা উপমন্ত্রী ও প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, ডা. দীপু মনি জাতিসংঘের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগদান করতে বর্তমানে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // September 26 // 2022

মাহসা আমিনির মৃত্যু, ইরানে হিজাব পুড়িয়ে বিক্ষোভ



ঢাকা ডেস্কঃ ইরানে হিজাব আইন ভঙ্গের জের ধরে মাহসা আমিনি নামে এক নারীর মৃত্যুর পর ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে দেশটিতে। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া নারীরা হিজাব পুড়িয়ে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। দেশটিতে পাঁচ দিন ধরে বিক্ষোভ চলছে এবং অনেক শহর ও নগরে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। তেহরানের উত্তরের শহর সারিতে শত শত নারী বিক্ষোভের অংশ হিসেবে হিজাবে আগুন ধরিয়ে দেন। খবর বিবিসির ।ইরানের রাজধানী তেহরানে গত সপ্তাহে মাহসা আমিনিকে হিজাব আইন ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল ইরানের পুলিশ। আটক কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। তিন দিন কোমায় (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

গৃহহীনতার অভিশাপ দূর করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান

নিউইয়র্কঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন একটি নিরাপদ ও উপযুক্ত বাসস্থান প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তিনি গৃহহীনতার অভিশাপ দূর করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব জোরদারের আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, গৃহহীনতা সত্যিই একটি অভিশাপ। এটি উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশের মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, এই অভিশাপ দূর করার বিষয়টি আমাদের সামর্থ্যের মধ্যেই রয়েছে। এখানে সমবেত হওয়া আমাদের সকল বন্ধু ও অংশীদারগণ এর বাস্তবায়নে একটি দৃঢ় অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী আজ 'টেকসই ও সাশ্রয়ী আবাসন' বিষয়ক একটি পার্শ্ব অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে বলেন, এই সমস্যাটি তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, নিউ আরবান এজেন্ডা আমাদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দরকারি নীলনকশা প্রদান করে। এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তাকারী দেশগুলোতে আমাদেরকে অবশ্যই ইউএন হাবিট্যাটসকে সমর্থন দিতে হবে। বাংলাদেশ এই বিষয়গুলোকে সামনে আনতে নিউইয়র্কে বন্ধুমহলের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। আসুন আমরা এমন একটি বিশ্বের জন্যে কাজ চালিয়ে যাই যেখানে গৃহহীনতা অতীতের বিষয় হয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাড়ে ষোল কোটির একটি জনবহুল দেশ হয়েও বাংলাদেশ গৃহহীনতার বিষয়টি সফলভাবে সমাধান করতে পেরেছে।

তিনি বলেন, আমরা গৃহহীন-ভূমিহীন লোকজনকে বিনামূল্যে জমিসহ ঘর দিয়েছি। আমি আজ এখানে এসেছি সারা দেশে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্যে টেকসই ঘর নির্মাণে আমার সাফল্যের অভিজ্ঞতাগুলো বিনিময় করতে।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান





উন্নয়নের অগ্রাধিকার হিসেবে ভূমিহীন, গৃহহীন ও শিকড়হীন মানুষকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

জাতির পিতার স্বপ্নের কথা বিবেচনা করে ১৯৯৭ সালে তার সরকার 'আশ্রয়ণ' নামে একটি প্রকল্প চালু করে-যার অর্থ ভূমিহীন ও আশ্রয়হীনদের জন্যে আবাসন, বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত দুই দশকে তাঁর সরকার সকলের জন্যে বিনা মূল্যে আবাসন নিশ্চিত করতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বাংলাদেশের এই কাভারেজ এলাকা কেবল নগরে নয়, দেশের প্রতিটি গ্রাম, শহর, জেলা, দ্বীপ ও পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে।

তিনি বলেন, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রচেষ্টা আরো ব্যাপকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। কেবল গত দু'বছরেই ২ লাখ ঘর নির্মাণ করা হয়েছে যেখানে প্রায় ১০ লাখ লোকের আশ্রয় জুটেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, গত ১৮ বছরে আমার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে আমরা ৫ লাখেরও বেশি ঘরে ৩৫ লাখ গৃহহীন লোকের থাকার ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া বর্তমানে আরো ৪০ হাজার ঘর নির্মাণের কাজ চলছে।

তিনি বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি পরিবার ৪ 'শ স্কয়ার ফিট আয়তনের দুই বেডরুম, একটি লম্বা বারান্দা, একটি রান্নাঘর ও একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিনসহ ইটের তৈরি একটি বাড়ির মালিকানা পাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, আমরা প্রত্যেক বাড়িতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করছি। আমরা বিনামূল্যে বসতবাড়িসহ বাড়ি ও জমি প্রদান করছি যা ইতিহাসে অনন্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসব বাড়ির সুবিধাভোগীরা হলেন, ভূমিহীন-গৃহহীন, ভিক্ষুক, দিনমজুর, নিঃস্ব নারী, বিধবা, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তি, পারিবারিক সহিংসতার শিকার হওয়া ব্যক্তি, জাতিগত সংখ্যালঘু, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, কুষ্ঠরোগী, ঝাড়ুদার এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের হরিজন সম্প্রদায়।



ব্রঙ্কসে শিক্ষাবিদ মোঃ আব্দুর রহিম সংবর্ধিত

নতুন প্রজন্মকে স্বকীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতে হবে

আশরাফ হাসানঃ সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও সুনামগঞ্জ জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী শিক্ষক, সুনামগঞ্জ এসসি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মোঃ আব্দুর রহিমের সংবর্ধনা সভায় বক্তারা বলেছেন, যে সমাজ শিক্ষক ও গুণীজনকে যথাযথ সম্মান দেখাতে পারে না সে সমাজে গুণী ও সৎ লোকের জন্ম হয় না। সমৃদ্ধি, উন্নতি ও সকল কল্যাণ থেকে সে সমাজ বঞ্চিত থাকে। শিক্ষাবিদ আব্দুর রহিম যোগ্যতা, সততা, অসাধারণ কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সুনাগরিক সৃষ্টির কাজে আত্মনিবেদিত এক সফল ব্যক্তিত্ব। তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাকে সংবর্ধনা প্রদান করে সময়ের দাবি পূরণ করেছে।

গত ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ব্রংক্সের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় বক্তারা আরো বলেন, প্রবাসের প্রতিকূল পরিবেশে আমাদের ছেলেমেয়েদের নৈতিক তথা ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানে গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলা ভাষা ও স্বকীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞান দান করতে হবে। নতুবা তারা আত্মপরিচয় বিস্মৃত হবে। বৃহত্তর টুকের বাজার সমিতি ইউএসএ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন টুকের বাজারের বিশিষ্ট সমাজসেবী মিছবাহ উদ্দিন। হাজী আব্দুস সাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও বৃহত্তর টুকের বাজার সমিতির আহবায়ক আলহাজ্ব ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি নুরুস সামাদ চৌধুরী, আসসাফা ইসলামিক সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ইকবাল আহমদ মাহবুব, বাংলাবাজার জামে মসজিদের সেক্রেটারি লালন আহমদ, হাজী আব্দুস সাত্তার উচ্চ বিদ্যালেয়ের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুস সাত্তারের পুত্র আব্দুল মুছব্বির, বাংলাবাজার জামে মসজিদের খতীব আবুল কাশেম এহিয়া, মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা সাব চ্যাপ্টারের সভাপতি মশিউর রহমান, ম্যানহাটন বাংলা কালচারাল স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক আশরাফ হাসান। সংবর্ধিত আব্দুর রহিম সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সততা, ধর্মীয়- সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে সত্য- সুন্দরের পথে জীবন পরিচালনা করার আহবান জানান।

গোলাম মোস্তফার উপস্থাপনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের কোষাধ্যক্ষ ইকবাল আহমদ, নাশিদ শিল্পী আলী আহসান মুজাহিদ, খালেদ আহমদ, টুকের বাজার হাজী আব্দুস সাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র মো. সৌরভ আরেফিন, আলী হোসেন আরিফ, আব্দুস শহীদ, জয়নাল আবেদীন রানা, ইব্রাহীম আলী, সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র কামরান আহমদ, আবির চৌধুরী, রিয়াদ চৌধুরী, আতিক আশরাফ, তাহের আহমদ, সাইয়েদ হক প্রমুখ। মোনাজাত পরিচালনা করেন ইমাম আবুল কাশেম এহিয়া। সভা শেষে এক প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয়।







রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘের বলিষ্ঠ ভূমিকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের তাদের জন্মভূমি মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে এবং এই সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ও জাতিসংঘকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে তাঁর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

শরণার্থী বিষয়ক ইউএন হাইকমিশনার ফিলিপো গ্রান্ডি এখানে তাঁর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ইউএনজিএ'র ৭৭তম অধিবেশনের সাইডলাইন বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রমের ব্যাপারে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন।

গ্রান্ডির সঙ্গে ওই বৈঠকে শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারে ইউএনএইচসিআরের কার্যক্রম জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এর জবাবে ফিলিপো বলেন, তিনি দ্রুত মিয়ানমার সফর করবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের মাধ্যমেই রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান সম্ভব।

ইউএনএইচসিআর হাইকমিশনারও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বৈঠক চলাকালে তারা বাংলাদেশের কক্সবাজার ও ভাসানচরে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের সহায়তায় ইউএনএইচসিআরের বর্তমান কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পরে একই স্থানে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রসিকিউটর করিম এ এ খান কিউসি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

তাঁরা বাংলাদেশ ও আইসিসি'র মধ্যে সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী আইসিসি'র প্রসিকিউটরকে আশ্বাস দেন যে, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা ভিকটিমদের জন্য ন্যায় বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আইসিসি'র চলমান সকল প্রচেষ্টার ব্যাপারে বাংলাদেশ সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

এ বৈঠকে খান আগামী বছরের শুরুর দিকে বাংলাদেশ সফরের ব্যাপারে তার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

এছাড়া জাতিসংঘ হ্যাবিটাটের নির্বাহী পরিচালক মায়মুনা মোহম্মদ শরীফ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এখানে লটে নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলের কক্ষে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তাঁরা টেকসই নগরায়ন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন।

এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য তাঁর সরকারের গ্রহণ করা আশ্রয়ণ প্রকল্পের সফলতার ব্যাপারে তাকে অবহিত করেন।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে সাম্প্রতিক গোলাগুলি সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গোলার আঘাত হানাকে 'অনিচ্ছাকৃত ভুল' বলে অভিহিত করেন। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করছে না।

তিনি বলেন, 'সেই নির্দিষ্ট সীমান্ত এলাকাটি খুব আঁকাবাকা। কখনও কখনও সীমান্ত বোঝা কঠিন। সে কারণে তারা আমাদের সীমান্তের ভিতরে ইচ্ছাকৃতভাবে গোলা বর্ষণ করছে না, আমাদের সীমান্তের অভ্যন্তরে যে একটি এবং দুটি শেল পড়েছে তা ভুলবশত পড়েছে।'

মোমেন আরও বলেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে এবং মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা সতর্ক থাকবে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান ছয় কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়নি।

তিনি বলেন, সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণ জানতে চেয়েছে। 'তারা এখন পর্যন্ত কোনো সঠিক ও সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয় নি। তাই আমরা বিষয়টি সম্পর্কে জানি না।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

হাসিনা-খালেদাকে কটাক্ষ করে শ্লোগান দেয়ায় উত্তেজনা

জাতিসংঘের সামনে আ. লীগ-বিএনপির পাল্টাপাল্টি সমাবেশ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): জাতিসংঘের চলতি সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ দেয়ার দিন জাতিসংঘের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা পাল্টাপাল্টি সমাবেশ করেছে। প্রধানমন্ত্রী ২৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেলে মূল অধিবেশনে ভাষণ দেন। এ উপলক্ষ্যে ফাস্ট এভিনিউর ৪৭ **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**


জাতিসংঘের সামনে আওয়ামী লীগের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ড. সিদ্দিকুর রহমান


জাতিসংঘের সামনে বিএনপির সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন জিল্লুর রহমান জিল্লু

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে 'রব-রুহুল' প্যানেল জয়ী





বিজয়ের নেপথ্যের কারিগণ জাহিদ মিন্টু

বেশী ভোটার বানিয়েও ভরাডুবি 'নয়ন-আলী' প্যানেলের

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বহুল আলোচিত ও প্রত্যাশিত বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে 'রব-রুহুল' প্যানেল জয়লাভ করেছে। নির্বাচনে প্যানেল ভোটেই আব্দুর রব মিয়া সভাপতি ও **(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)**

প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রবাসী বাংলাদেশী সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশী সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে অংশগ্রহনের জন্য বর্তমানে নিউইয়র্ক সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। গত ২২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর হোটেল স্যুটে অনুষ্ঠিত এই সাক্ষাতে প্রবাসী নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে অব্যাহত এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যালঘু নির্যাতনের একটি টেকসই **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**



খুলুকে আজিম মুহাম্মদ (সঃ)

জাফর আহমাদ

"ওয়া ইন্নাকা লা'আলা খুলুকিন আজিম" অর্থাৎ এবং নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

খেলার খবর

সাফজয়ী নারী ফুটবল দলকে ১ কোটি টাকা দেবে সেনাবাহিনী

স্পোর্টস ডেস্ক: সাফ নারী ফুটবলে জয়ী বাংলাদেশ দলকে সংবর্ধনা দেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। একই সঙ্গে দেওয়া হবে **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও রাব্বি আলম সম্পর্কে

সভাপতি ড. নবী ও সাধারণ সম্পাদক রানা'র বিবৃতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ-এর সভাপতি ড. নুরুন নবী ও সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী রানা হাসান মাহমুদ এক **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর আগাম জন্মদিন পালন

বাংলাদেশের জনগণের আস্থার প্রতীক শেখ হাসিনা

-ডা. দীপু মনি



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন। দিনটি স্মরণে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগাম **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪০পাতায়)**

নিউইয়র্কে শোক সভায় বক্তারা

গাজী মাজহারুল আনোয়ার ছিলেন একজন খাঁটি দেশ প্রেমিক জাতীয়তাবাদী মানুষ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সদ্যপ্রয়াত গীতিকবি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গাজী মাজহারুল আনোয়ার স্মরণে শোক সভায় বক্তারা বলেছেন, গাজী মাজহারুল আনোয়ার ছিলেন একজন খাঁটি দেশ প্রেমিক জাতীয়তাবাদী মানুষ। তিনি তার হাজারো **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

যুদ্ধের পরিস্থিতি এখনো আসেনি : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা: যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি এখনো মিয়ানমার সীমান্তে আসেনি বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। গতকাল বুধবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এমন মন্তব্য করেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী আরাকান আর্মির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। সেই যুদ্ধের গোলাবারুদ সীমান্ত (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

হেলথ টিপস

চিনি কতটা ক্ষতিকর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকেই মিষ্টি এড়িয়ে চলেন। অথচ চায়ে এক চামচ চিনি না মেশালে তাদের চলে না। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, সরাসরি চিনি খাওয়ার এই **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

বিনোদন

আমাকে মন্ত্রিত্ব দিতে হলে পুরো ক্ষমতা দিতে হবে

ইলিয়াস কাঞ্চন

বিনোদন ডেস্ক: আমাকে মন্ত্রিত্ব দিতে হলে পুরো ক্ষমতা দিতে হবে—রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে এম-নটাই বললেন **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax: 718-262-0254
Email: Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com